

১৩২৪

ক্লিপেট্রা

পঞ্চাঙ্ক নাটক

বিয়োগান্ত

শ্রীকৃষ্ণকুমার, এম-এ
প্রণীত।

প্রকাশক শ্রীমনো

কলিকাতা—৬ নং জীম ঘোষের লেন।

সন ১৩২১ সাল।

গ্রন্থকার প্রণীত

পাষাণী

ছোট গল্পের বই

বারো আনা।

—:—

কুবলের

পঞ্চাশটি কবিতা

আট আনা।

—

এস্টিক কাগজ, মুন্দের ছাপা।

ভূমিকা



মূল ঐতিহাসিক ঘটনার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া কাল্পনিক চরিত্র সংযোগে বাংলা রঙ্গালয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া এই নাটকটি রচিত হইল। ইহা কোনও বিদেশী নাটকের অনুবাদ নহে। ফেরো চরিত্রের অনেকটা আভাষ বায়স্কোপ হইতে লওয়া, তা-ছাড়া সমস্ত চরিত্রগুলিই আমার নিজের কল্পনা। এরূপ বিদেশী ঐতিহাসিক নাটক এখনকার প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে অভিনীত, বোধ হয়, এই প্রথম হইল।

আমার সহায় বন্ধু শ্রীযুক্ত রাখালদাস রায় বি-এল, ও শ্রীযুক্ত কালীকুমার ভদ্র, বি-এ, মহাশয়দ্বয় এই নাটক রচনায় সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে এই অবসরে ধন্যবাদ দিতেছি।

ভাউসীল, কার্শিয়ং।
১০ই অক্টোবর, ১৯১৪।

প্রকাশক

“যেইরূপে হয় !

সমস্ত রোমান-রাজ্য — প্রাচীনা পৃথিবী —
ছিল বিমোহিত, যেইরূপে জলে, স্থলে,
হ’লো প্রজ্জ্বলিত কত সমর-অনল ;
কতই বিপ্লবে রোম হ’লো বিপ্লবিত ;
নিবিল সে রূপ আজি মরিল মৈশরী,
সমর্পিয়া কালে পূর্ণ যৌবন-রতন ;
অপূৰ্ণ রমণী-কীর্তি রূপে, গুণে, দোষে !
রাখি ভূমণ্ডলে হয় ! রাখি প্রতিবিম্ব
অসংখ্য প্রস্তরে, পটে, কাব্যে, ইতিহাসে ।”

৬ নবীনচন্দ্র সেন ।

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতি ।

দেব !

আপনারি পরিত্যক্ত কুম্বের

দীন পূজোপহার গ্রহণ করুন ।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ড ।

৩২ ও ৩৩ নং ফকিরচাঁদ চক্রবর্তীর গলি,

গরাণহাটা, কলিকাতা ।

স্থান—প্রথম শতাব্দীর মিশর ও রোম

চরিত্র

পুরুষ

মার্ক এণ্টনী	...	রোমের শাসনকর্তা ।
অক্টেভীয়াস	...	ঐ অগ্রতম ।
ফেরো	...	মিশরের ছদ্মবেশী যুবক উদ্ভানরক্ষক ।
ফিলো	}	এণ্টনীর বয়স্ক ।
ভীটাস		
লাশো	...	একজন রোমান ।

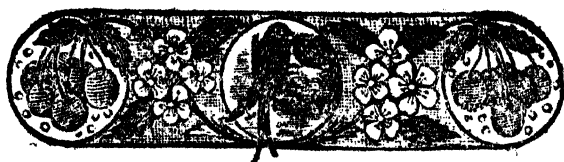
কথিত-চরিত্র, পম্পি—রোমের নৌসেনাধ্যক্ষ ।

নারী

ক্রিওপেট্রা	মিশরের রাণী ।
ক্লডিয়া	এণ্টনীর পত্নী ।
অক্টেভিয়া	অক্টেভীয়াসের ভগ্নী ।
চার্মি	}	...	ক্রিওপেট্রার সহচরী ।
আইরিণ			

প্রথম অভিনয় রজনী—৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১৪ ।

প্র্যাপ্ত আশঙ্কাল থিয়েটার ।



ক্লিপেট্টা

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

[মিশরের প্রাসাদের উজানের ভিতরকার পথের একাংশ]
(ফেরো গোধূলি সময়ে বসিয়া এক মনে মালা গাঁথিতেছে—
এমন সময় আইরিণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

আইরিণ গাহিল—

মম যৌবন ফুলহার, সঁপিব চরণে কার ভাবি সারা নিশি জাগিয়া ।
কাহার চরণে সঁপিব পরাণ, মরিব কাহার লাগিয়া ।
এ জীবনে নোর বসন্ত কত, কাঁদিয়া কিরেছে আজিকার মত,
বিবল ব্যাকুল বেদনার ভার আমারে কিরিছে লাগিয়া ।

[গান শেষ করিয়া আইরিণ ফেরোর দিকে চাহিল]



আইরিগ ! ওখানে ওকে ? ফেরো ! আবার কুল তুলে মালা
গাঁথছ ? যাও পালাও—যাচ্ছনা ? যাও—রাণী এখনি এদিকে
আসবে [বলিয়া ফেরোকে অনিচ্ছাস্বেষ্টে তুলিয়া বাগানের দিকে
ঠেলিয়া দিল ফেরো মালাগাছি ফেলিয়া যাইতে ছিল] একি ?
আবার মালা ফেলে যাচ্ছ কেন ? নিয়ে যাও [বলিয়া মালাটি ফেরোর
গলায় পরাইয়া দিয়া ফেরোকে বাগানের ভিতর রাখিয়া আসিল
ফেরো বাগানের ভিতর প্রবেশ করিল । এমন সময় নেপথ্যে সঙ্গীত
শ্রুত হইল—সখীগণ গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল পশ্চাতে
ক্লিওপেট্রা ।

সখীগণ গাহিতেছিল—

পরান ভরা সে বৌষন-বধু পিরাবো কাহারে জানিলা ।
গভীর প্রেমের নিবিড় মিলনে বাঁধিতে কাহারে টানি না ॥

ক্লিও । আচ্ছা আইরিগ—আচ্ছা চার্শ্বি—তোরা কেউ কখন
ভালবেসেছিস্ ।

চার্শ্বি । ভালবাসাটাসা, ওকি আর আমাদের পোষায় ও সব
রাজ্যরাজড়ার ।

ক্লিও । না চার্শ্বি ! রাজ্যরাজড়ার নয় সে তোদের ।

চার্শ্বি । ঠিক বলেছ রাণী ! আমরা রাণীর কাছে দিন রাত
হাজির দ্বোবো—মনজুগিরে চলবো একবার নড়তে পাবো না আর
ভালবাসাও চালাবো ?

ক্লিও । কেন চার্শ্বি ! রাণী ত আর তোদের সমস্ত সময়টা
কেড়ে নেয়নি ।

চার্শ্বি । বটে ? আমরা অন্য সময় কি করি না করি দেখতে পারো না ?

ক্রিও । আমার দরকার ?

চার্শ্বি । তবে বোলছ কেন ?

ক্রিও । আমি বলছি যে—তোরা ইচ্ছা কল্পে, শ্রহরী থেকে মন্ত্রী পর্য্যন্ত যাকে ইচ্ছা ভালবাসতে পারিস, কিন্তু রাণীর ত তা উপায় নেই; তার প্রজাদের মধ্যে কাউকে সে ভালবাসলেও ভালবাসতে পার্কে না ।

চার্শ্বি । তা বটে ।

ক্রিও । দারুণ মর্ষজ্বালায় জ্বলেও রাণীকে এই মুকুটের মর্যাদা বরাবর বাঁচিয়ে চলতে হবে, একটা ভুল কল্পে সাম্রাজ্যে বিপ্লব বেধে যাবে ।

আইরিগ । তাত হবেই ।

ক্রিও । রাণীর তবে ভালবাসবার যো নেই । তাইত এক একবার মনে হয় আইরিগ ! এই আধিপত্য ছেড়ে, এই মুকুট ত্যাগ করে দিন কতক ভালবাসি; শুধু দেখি কে কত ভালবাসতে পারে ।

চার্শ্বি । তা'ত কল্পেই হয়, রাণী মনে কল্পেই পারে ।

ক্রিও । তাইত ভাবছি, আমি একদিন ঐ রকম একটা মজা কোর্কোঁ । তোদের মধ্যে একজনকে রাণী সাজিয়ে রাখবো আর, আমি তার সখী হয়ে থাকবো ।

চার্শ্বি । তা বেশ আইরিগকে রাণী কোয়ো ।

আইরিগ । না তোকে কোর্কোঁ ।

ক্লিও । তখন আমি যাকে ইচ্ছা ভালবাসতে পার্বো কেউ কিছু বলতে পার্বো না—কিন্তু দেখিস তোরা কাউকে যেন বলে দিসনি ।

চার্মি । আমাদের ভারি দরকার ?

আইরিগ । আমরা তা বলতে যাবো কেন ?

ক্লিও । তবে কি কোরে কা'কে ভালবাসা যায় বল দিকি ?

চার্মি । আচ্ছা সে বোলবো এখন—যা কর্তে এসেছ কর মান করে প্রাসাদে ফিরে যাই চল ।

ক্লিও । চল যাচ্ছি আজ বড় গরম ম্নান কর্তে হবে ।

[রাণী পুঙ্করগীর দিকে অগ্রসর হইল সখীরা আবার গান ধরিল—]

মর্শ-শোগিতে জ্বলেছি যে দীপ সুধু ছালা সুধু কালি ।

শ্রোমের সে ছালা নিভাবো আজিকে নয়ন সলিল ঢালি ॥

[গানের সময় রাণী বাগানের ভিতর দিকে চাহিল ।]

ক্লিও । দেখ আইরিগ ওখানে কে রয়েছে না ?

আইরিগ । (চাহিয়া) কই কেউ না ।

ক্লিও । না এদিকে কে চেয়ে রয়েছে ।

আইরিগ । না—ও গাছের ডাল ।

ক্লিও । না—অসম্ভব—নিশ্চয় মানুষ, আমি এখনি দেখতে পাঠাচ্ছি ।

আইরিগ । আচ্ছা ! আমি যাচ্ছি (অগ্রসর হইয়া) ।

ক্লিও । না—তোমার গিয়ে কাজ নেই বিপদ হ'তে পারে ।

আইরিগ । ভয় নেই আমি দেখে আসছি । (অগ্রসর হইয়া)

ক্লিও । যেওনা আইরিগ আমি বলছি !

আইরিণ । না একবার দেখে আসি—(আগে এগিয়ে গিয়ে)
ক্লিও । আইরিণ—ফিরো এসো বলছি, আমি সম্রাজ্ঞী আমার
কথার অবাধ্য হলে তার শাস্তি আছে জেনো । (আইরিণ কথা
না শুনিয়া চলিয়া গেল)

ক্লিও । রক্ষী—(রক্ষীর প্রবেশ) যাও শীঘ্র যাও ঐখানে
বাগানের ভিতর কে রয়েছে তা'কে ধরে নিয়ে এসো ।

(রক্ষী বাগানের ভিতর যাইয়া ফেরোকে ধরিয়া

আনিল পশ্চাতে আইরিণ)

(ফেরোকে ছাড়িয়া দিতে—রাণীর পদতলে সেই মালাগাছি
রাখিয়া ফেরো হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল—মুখ পায়ের দিকে)

ক্লিও । তুমি আমার বাগানের মালি ফেরো না ?

(ফেরো ঘাড় নাড়িল)

ক্লিও । একি !—তুমি আমার আজ্ঞা অবজ্ঞা করে আমার
বাগানের আবার ফুল ছিঁড়েছ ?

ফেরো । ছিঁড়েছি ।

ক্লিও । তোমার এই অপরাধের শাস্তি আছে জান ?

ফেরো । জানি ।

ক্লিও । তবে এ অপরাধের কারণ কি ?

(ফেরো নিরুত্তর)

রল—যুক্তিযুক্ত হলে মার্জনা কর্তে পারি—বল—নিগল্ডর
কেন ? বল ।

ফেরো । [কোমল অথচ স্থিরকণ্ঠে, করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া, মুক্তি
স্বরে] সে কথা গোপনে বোলবো রাণী ।

ক্লিও । আচ্ছা—তোমরা এখন যাও ।

[সখীগণ ও চার্মি আইরিণের শ্রহান ।

ক্লিও । বল ফেরো—তুমি কেন ফুল ছিঁড়েছিলে ?

ফেরো । তোমার পদতলে দেবার জন্ত রাণী ।

ক্লিও । আমার পদতলে দেবার জন্ত ?—কেন ?—বল—
নিরুত্তর কেন ?—বল ।

ফেরো । তোমায় ভালবাসি বলে রাণী ।

[উঠিয়া দাঁড়াইল—মুখ নত]

ক্লিও । নীচ ভূত্য হয়ে তুমি আমার ভালবাস্তে সাহস
করেছ ? এত স্পর্ধা তোমার ?

(ফেরো নিরুত্তর)

ক্লিও । জেনো রাণীকে এই ভালবাসার জন্ত তোমার প্রাণদণ্ড
হবে ।

(ফেরো নিরুত্তর স্থির)

ক্লিও । কি ?—তোমার ভয় হচ্ছে না—প্রাণদণ্ড হবে জেনেও
তোমার প্রাণ কাঁপছে না—ঠিক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ—ভাবছ রাণী
তোমায় মার্জনা কোর্কো—না—রাণী তা পার্কে না—রাণীর প্রেমিক
ভূত্য প্রাসাদে থাকতে পাবে না ; ফেরো তোমায় মর্তে হবে ।

ফেরো । বেশ ।

ক্লিও । বেশ ?—না—না—তোমায় মার্জনা কোর্কো—তুমি
যদি এখন প্রাসাদ পরিত্যাগ করে, মিশর পরিত্যাগ করে চলে
যাও ত মার্জনা কোর্কো ।

ফেরো । না—আমি সে মার্জনা চাই না রাণী—আমি প্রাসাদ ছেড়ে কোথাও বাঁচতে পার্কো না ।

ক্লিও । মর্কে—তবু প্রাসাদ ছেড়ে থাকতে পার্কো না এত প্রেম তোমার ? রাণীকে এত ভালবাস ?

[ফেরো স্থির থাকিয়া তারপর অতি ধীরে]

ফেরো । হা—রাণী ।

ক্লিও । আচ্ছা দেখবো তুমি কত ভালবাসতে পারো—রাণীও তোমায় ভালবাসবে—কিন্তু সে বেশী দিন ভালবাসতে পার্কো না—সুধু তিনদিন—সুধু তিনদিন তোমায় ভালবাসবে—তার পর তোমায় বধ কর্কো ।

[ফেরো ঈষৎ হাসিল]

ক্লিও । হাম্ছ—ভাব্ছ রাণী তোমায় বধ কর্কো না বাঁচিয়ে রাখবে ?—কিন্তু তা ভেবো না ফেরো ! রাণীর নয়নে হাসি আছে, কিন্তু অশ্রু নাই—প্রেম আছে কিন্তু দয়া নাই—হিংসা আছে কিন্তু মমতা নাই । রাণীর প্রেম হিংসার চেয়েও নিষ্ঠুর—নিয়তির চেয়েও দুর্কার—খড়্গের চেয়েও কঠোর—তোমায় ভালবাসলেও সে বাঁচিয়ে রাখতে পার্কো না—রাণীর মুকুট, রাণীর মর্যাদা তোমায় বধ কর্কো—তোমায় মর্কে হবে ফেরো ।

ফেরো । বেশ ।

ক্লিও । চল—এখন থেকেই তিন দিন আরম্ভ হোক ।

[ক্লিওপেট্রা ফেরোর হাত ধরিয়া নিজস্ব হইল]

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

—••••—

রোম—রাজসভা ।

(সভাসদগণ, মন্ত্রী, ফিলো, ভীটাস্—বাহিরে তুর্ধ্যধ্বনি—এণ্টনীর
প্রবেশ—এণ্টনী আসনে বসিল ।)

এণ্টনী । রোমান রাজত্ব এখন কিরূপ শাসিত হচ্ছে মন্ত্রী ।

মন্ত্রী । চমৎকার ।

এণ্টনী । কোথাও অশান্তি নেই ?

মন্ত্রী । না—এই বিস্তৃত রাজত্বে কোথাও অশান্তি নেই ।

এণ্টনী । কোথাও বিদ্রোহ নেই ?

মন্ত্রী । না—সমস্ত রোম-সাম্রাজ্যের উপর নির্মূল নীল আকা-
শের মত একটা বিরাট শান্তি বিরাজ করছে—সব স্থির । মহাহতভব
এণ্টনীর বিরুদ্ধে কেউ বিদ্রোহের নিশ্বাস পর্য্যন্ত ফেলতে সাহস
করে না ।

এণ্টনী । রোমান শাসকদের সেটা গৌরবের কথা, কি বল
বন্ধ ভীটাস্ ?

ভীটাস্ । সে গৌরব রোম শাসকদিগের নয়—সে গৌরব হুধু
একা তোমার এণ্টনী ! অজেন্ন জুলিয়াস সীজার যা কর্তে পারেনি
তুমি একা তা করেছ । সমস্ত রোমধাসী আজ তোমার এক নথাগ্রে
সুস্ত্র প্রাণ দিতে প্রস্তুত । সমস্ত রোম রাজত্বের উপর—সমস্ত জগতের
উপর—একটা দ্রুত শান্তি বিরাজ করছে—সকলেই শান্ত অথচ

ভীত—সকলেই স্থির অথচ দ্রস্ত—একি তোমার কম গৌরব ?
রোমের কম গৌরব ?

ফিলো । কিন্তু শাস্তিটা যে শাস্ত ভাব ধারণ করেছে আমার
মোটাই ভাল লাগছে না । একটা রাজত্বের আসর জম্কাতে হলে
তু একটা যুদ্ধ চাই—তু একটা বিদ্রোহ চাই—নিদেন পক্ষে তু একটা
বড় রকম চুরি ডাকাতি চাই—তা না হ'লে সব টিলে মেরে যায়—
রোজ খাওয়া ঘুমোনো আর জাগা ভাল লাগে না ।

এণ্টনী । এখন ত বেশ বলছ—কিন্তু যুদ্ধের সময় ত তোমার
মুখ দেখা যায় না বন্ধু ।

ফিলো । ও বাবা—যুদ্ধের সময় তুমি মুখ দেখতে পেলে কি
আর রক্ষা আছে ? একেবারে মুখ শুদ্ধ মাথা আলাদা ।

[এণ্টনী হাসিয়া ঘাড় নাড়িল]

ঐ যে দূত আসছে—যে রকম তাড়াতাড়ি আসছে একটা
বুদ্ধুটুকুর খপর আনছে নিশ্চয় ।

(দূতের প্রবেশ)

দূত । মহানুভব এণ্টনী ।—মিশরবাসীরা বিদ্রোহী হয়ে
আমাদের জাহাজ লুট করেছে—রাণীকে সংবাদ পাঠান হয়েছিল—
কিন্তু তিনি কোনো প্রতিকার করেননি ।

এণ্টনী । কি বলছ দূত ?—সত্য কথা ?

দূত । সত্য কথা—মহানুভব ।

এণ্টনী । বিদ্রোহীরা ধরা পড়েছে ?

দূত । পড়েছে—তাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে ।

এণ্টনী । মিশরের রাণীকে সংবাদ পাঠান হয়েছিল ?

দৃত । হয়েছিল—কিন্তু রাণী গ্রাহ করেননি ।

এন্টনী । কি শুনছি ভীটাস !—মিশরের এতদূর স্পর্ধা—কুদ্র মিশরের এতদূর ক্ষমতা—রোমান জাহাজ লুট করেছে ? বিদ্রোহী হবেছে ? আর তাদের রাণী তার প্রতিকারের চেষ্টা পর্যন্ত করেনি ?—আমি তাদের রাণীকে শিক্ষা দোবো—মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কোর্কো ।—আমি এর কৈফিয়ৎ চাই ।

ভীটাস । এতে মিশরের রাণীর কি দোষ ? বিদ্রোহীরা যখন ধরা পড়েছে তাদের শাস্তি দিন ।

এন্টনী । আর তাদের নিশ্চেষ্ট রাণীকে শাস্তি দোবো না ? একটা কৈফিয়ৎ চাইব না ? শুধু বিদ্রোহী প্রজার শাস্তিই যথেষ্ট হবে ?

ভীটাস । না এন্টনী ! প্রজা বিদ্রোহী হ'য়ে একটা কাজ করেছে বোলে তাদের রাণী কি কোর্কো । বিদ্রোহীদের শাস্তি দাও—রাণীর কি দোষ ?

এন্টনী । রাণীর দোষ নয় ত কি রোমান শাসনকর্তার দোষ ? রোমান নাবিকের দোষ ?—কি বোলছ ভীটাস !—যে রাজা নিজের প্রজা শাসনে রাখতে পারে না সে শাসনের ধুষ্টতা করে কেন ? তার রাজমুকুট প্রতাপশালী ক্ষমতার মস্তকে তুলে দিয়ে রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত । মার্ক এন্টনী সব সহিতে পারে কিন্তু রাজ্যের নামে অরাজকতা শাসনের জুচ্চুরি সহিতে পারে না । কে আছি—

(প্রহরীর প্রবেশ)

সেনাধ্যক্ষকে বল এখনি আমি সৈন্য পরিদর্শন করব ।

ফিলো । রাণীত আর পালাচ্ছে না—যুদ্ধটা না হয় ছুদিন পরে হবে—এত নগদ নগদ কেন ?

এণ্টনী । কেন ফিলো ? তোমার ধমনীতে কি রোমান রক্ত বইছে না ? এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে হচ্ছে না ?

ফিলো । যুদ্ধে হেরে গেলে প্রতিশোধ কি করে নেবেন ?

এণ্টনী । হারবো ?—মিশরের সঙ্গে যুদ্ধে হারবো ?—কি বলছো ফিলো ? এণ্টনী অগণ্য যুদ্ধ করেছে একটাতেও হারেনি । রোমের দূরসীমান্ত পর্য্যন্ত রক্তাক্ত পতাকা স্বহস্তে নিয়ে বেড়িয়েছি—কোথাও বাধা পাইনি—আজ কি বোল্ছ ফিলো—মিশরের কাছে—ক্ষুদ্র দুর্বল মিশরের কাছে—হারবো ?

ফিলো । সে সব পুরুষের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন—স্ত্রীলোকের সঙ্গে ত করেন নি । তার উপর মিশরের রাণী জগন্তের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলদরী ।

এণ্টনী । ওঃ—(ঈষৎ হাস্য) তোমার পরিহাস অল্প সময় শুন্বো । (এণ্টনী সিংহাসন থেকে নামিল)

ফিলো । আমার সাবধান কর্কার ভয় আমি কল্পুম ।

[এণ্টনীর প্রস্থান ।

ভীটাস । তুমি কি বল্ছ ফিলো—এণ্টনীর বীরহৃদয় কখন রমণীর রূপে মুগ্ধ হয় ?

ফিলো । এক সময়ে সাহারা মানবের আবাসভূমি ছিল জান ?

ভীটাস । জানি ।

ফিলো । সে সকল লোক গেল কোথা জান ?

ভীটাস । না ।

ফিলো । মিশরীরা পুরুষমানুষ সব জীবন্তে গিলে ফেলে—শেষে দেশটা পুরুষহীন হয়ে মরুভূমি হয়ে গেল ।

ভীটাস । সত্য নাকি ?

ফিলো । বেশ ! সে কথা তুমি জান না ? প্রত্নতত্ত্ববিদেরা সাহারার বালির মধ্যে শুধু স্ত্রীলোকের হাড় পেয়েছে পুরুষের হাড় একটাও পায়নি ।—ঐ অক্টেভীয়াস আসছে—চল আমরা সরে পড়ি এণ্টনীকে দেখিগে ।

[ফিলো ও ভীটাসের প্রস্থান ।

(অক্টেভীয়াসের প্রবেশ)

অক্টে । কি মন্ত্রী ! এণ্টনী কোথা ?

মন্ত্রী । মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন ।

অক্টে । মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা ? কিসের জন্য ?

মন্ত্রী । মিশরবাসীরা বিদ্রোহী হয়ে আমাদের জাহাজ লুট করেছে—রাণী তা' বন্ধ করবার চেষ্টা করেন নি—তিনি তার কৈফিয়ৎ চান ।

অক্টে । বেশ ! প্রচুর সেনা দিয়ে একজন সেনানায়ক পাঠালেই ত হ'ত ।

মন্ত্রী । তিনি নিজে গেছেন ।

অক্টে । বুঝছি মন্ত্রী !—মৃগয়াসক্ত পুরুষ যেমন শিকার চায় এণ্টনীও তেমনি যুদ্ধ চায়—প্রাণনাশই তার খেলা । কিন্তু এত যুদ্ধের ঝোক থাকলে রাজ্য শাসন করা চলেনা মন্ত্রী ।

—তার শাসনকার্যের কথা তোমায় কিছু বোলে গেছে—সব কাগজগুলো দস্তখত করে দিয়েছে ?

মন্ত্রী। না।

অক্টে। ধিক্ তাহার কর্তব্যবুদ্ধি—ধিক্ তাহার রাজ্যাশাসন।
এ যুদ্ধ সম্বন্ধে আমার কোন অভিমত লওয়া প্রয়োজন কিনা জিজ্ঞাসা
করেছিল ?

(মন্ত্রী নিরুত্তর ঘাড় নাড়িল)

অক্টে ! কি আমরা কি কেউ নয় ?—আমিও রোমের শাসন-
কর্তা—এণ্টনী ও রোমের শাসনকর্তা—তবে তার এত দর্প কিসের ?
সম্মাত্র ভদ্রতার খাতির পর্য্যন্ত রাখতে চায় না ! তিনি ত আর
রোমের একচ্ছত্র সম্রাট নয়, মন্ত্রী ! যে তার বিনা প্রার্থনায়, তার
একটা খেয়াল পরিতৃপ্তি করবার জন্য রোমসাম্রাজ্য সৈন্ত দেবে,
রাজকোষ তার অর্থ যোগাবে ? আমার অভিমত লওয়া হয় নাই।
যাচ্ছি, এখনি যাচ্ছি—এণ্টনী কি করে সৈন্ত পায়, অর্থ লয়, একবার
দেখবো—যুদ্ধ বাধে বাধুক।

মন্ত্রী। না—না—তা কোর্কেন না, আপনাদের ভিতর যুদ্ধ
বাধলে যুগলদ্বন্দ্ব রোমসাম্রাজ্য খানখান হয়ে যাবে আপনিও
পরাজিত হবেন, রোমও যাবে।

অক্টে। জানি মন্ত্রী, যুদ্ধ করলে আমার পরাজয় নিশ্চয়—কিন্তু
এত অবজ্ঞা—এত হীনদৃষ্টি—এত দর্প—অসহ্য—হায় ! যদি এণ্ট-
নীর অর্দেক রোমান আমায় ভালবাসত তাহলে দেখতাম এণ্টনী তুমি
কত বড় বীর তোমার বাহুবল কত (অর্দ স্বগতঃ) না—না—
এণ্টনী তুমি ঠিক করেছ—রোম ছেড়ে চলে যাও—যতদিন পার
রোমে এস না। তারপর যখন ফিরে আসবে দেখো রোমের
অক্টেভিয়াস প্রিয়—কি এণ্টনী শ্রিয়—রোমবাসী অক্টেভিয়াসকে চ্যু

কি এণ্টনীকে চার । মন্ত্রী !—এণ্টনীর সব রাজকার্যগুলো আমি কোর্কো । সব আমার কাছে নিয়ে এসো—আমায় বোলো । রোম-বাসী জানুক—অক্টেভীয়াস তাদের শাসনকর্তা, এণ্টনী কেউ নয় । এণ্টনী স্খু যুদ্ধ কর্তে জানে—শাসনকর্তে জানে না । মানুষ মার্কে জানে—মানুষ রক্ষা কর্তে জানে না ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

রোম—ফুলভিয়ারের কক্ষ ।

(ফুলভিয়ার গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

স্খু গান গাওরা আর ভালবাসা, এই দুটা ভালোবাসি ।
 আপনার গান, আপনি শুনিয়া, আপনিই কাঁদি হাসি ॥
 বুলবুল কবে গেয়েছিল স্নেহে, কেঁদে ছিল কবে পাপিয়া,
 ঝঙ্কারে তার কুঞ্জকানন কবে উঠেছিল কাঁপিয়া,
 পুঞ্জিত করি রেখেছি ফুলমে সেই গান সুররাশি ।
 জাবি একা বসি, কাছে এলে সেত, শুনাব সে সব রাগিণী,
 হৃদয়ের বীণা, রঙ্গিয়া রঙ্গিয়া, কহিবে প্রেমের কাহিনী,
 ভরিবে তাহার আকাশ বাতাস প্রেম-সঙ্গীত ভাসি ।
 দেখিলে তাহারে, জুলে বাই সব, কিসে গো বিপুলানন্দে,
 হৃদয় আপনি বাহিরিয়া এসে, চরণে লুটীরা বন্দে,
 ধীরেব সে গান স্খু জাগে বুকে সুরভাষা ছায় নাসি ॥

(গানান্তে)

ফুলভিয়া । না :—এত ভোলবার চেষ্ঠা করছি কিন্তু কিছুতেই ত
ভুলতে পারছি না—হুঃস্বপ্নটা যেন পাথরের মতন বৃকে চেপে রয়েছে—
কিছুতেই যাচ্ছে না—উঃ—যদি তাই হয় (হাতে মুখ ঢাকিয়া) ঐত
তার পদশব্দ শুন্তে পাচ্ছি (হাত নামাইয়া) (এগিয়ে গিয়ে)—
(এণ্টনীর প্রবেশ)

এণ্টনী—প্রাণেশ্বর—এসেছো—এসো—বল—কেমন আছ—
তোমার কোন বিপদ হয়নি ?

এণ্টনী । ওকি ? আজ তুমি অমনকোরে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা
কচ্ছ কেন ? তোমার নয়নে অশ্রু কেন ?

ফুলভিয়া । কাল একটা বড় হুঃস্বপ্ন দেখিছি এণ্টনী—

এণ্টনী । কি হুঃস্বপ্ন ফুলভিয়া ?

ফুলভিয়া । মনে হল আমি যেন রোম ছেড়ে নক্ষত্রলোকে উড়ে
যাচ্ছি—একা যাচ্ছি—সঙ্গে কেউ নেই—অনেক দূর গেছি—তারপর
নিচের দিকে চেয়ে দেখি সব অন্ধকার—পৃথিবীর কিছু দেখা যায়
না—সমুদ্র স্রু সেই অন্ধকারে অলোড়িত হচ্ছে—নদী স্রু ছুটে
চলেছে—কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না—স্রু তোমার ঐ প্রস্তুতমূর্তি
সেই অন্ধকারে হীরকের মত জ্বলছে—

এণ্টনী । তারপর—

ফুলভিয়া । তারপর—একদৃষ্টে তোমার সেই মূর্তির দিকে
দেখতে দেখতে সহসা যেন সেই মূর্তি ভেঙ্গে পড়ল—আর সেই
ভাঙ্গা মূর্তির ভিতর থেকে রক্ত স্রোত ছুটল—ওঃ সে স্রোত কি
প্রবল—কি ভয়ানক—কি ভাহার তেজ—এণ্টনী (খামিয়া) অন্ন-

ক্ষণের মধ্যে সমস্ত রোমসাম্রাজ্য যে স্রোতে ভেসে গেল—তবু সে স্রোত থামল না—সে স্রোত সমুদ্র পার হয়ে এসে নাইল নদী দিয়ে ছুটল—তারপর আর কিছু দেখা গেল না—একটা উষ্ণরক্তের ধূমে সমস্ত পৃথিবীটাকে ঢেকে দিলে ।

এণ্টনী । মিশরের দিকে ছুটল ! আমি ত সেই মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কোরোঁ বলে তোমার নিকট বিদায় নিতে এসেছি ফুলভিয়া ।

ফুল । মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কর্তে যাচ্ছ ? না এণ্টনী এ যুদ্ধে কাজ নেই, এ যুদ্ধে যেও না ।

এণ্টনী । দুর্বল মিশরের বিরুদ্ধে যাত্রা কোরোঁ তা'তে ভয় কি ফুলভিয়া ? স্বপ্ন কখন সত্য হয় ?

ফুলভিয়া । তাই বল যেন তাই হয়—এস্বপ্ন যেন না সত্য হয় ।
তবু—তবু—এণ্টনী আজ তোমার যুদ্ধে যেত বলতে পাচ্ছি না—তোমায় দেখে আজ প্রাণ যেন কেমন কেঁদে উঠছে—কে যেন আমায় বলে দিচ্ছে—তোমায় এ যুদ্ধে ছেড়ে দিলে আর ফিরে পাবোনা ।

এণ্টনী । শত সহস্র যুদ্ধ অক্ষত শরীরে জয় করে এসে, ক্ষুদ্র মিশরের সঙ্গে যুদ্ধ কর্তে গিয়ে, এণ্টনী যদি না ফিরে তবে এণ্টনীর না ফেরাই উচিত ।—আজ্ঞা আমি এ যুদ্ধে যাবো ।

ফুলভিয়া । না প্রিয়তম এ যুদ্ধে কাজ নেই—তুমি আজ জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর তুমি যখন নিজের বাহুবলে রোমান সাম্রাজ্যকে দিগন্তবিস্তৃত করেছ—রোমের সর্বময় কর্তা হয়েছ—তখন আর ক্ষুদ্র মিশরকে যুদ্ধে হারিয়ে তোমার কি গৌরব বাড়বে এণ্টনী ?

এণ্টনী । কিন্তু মিশরের ঔদ্ধত্য—রোমের অধীনতা অস্বীকার—কি কোরে সহ্য কোর্কো ফুলভিয়া ?

ফুলভিয়া । যদি নাথ সে ঔদ্ধত্য সহ্য কর্তে না পারে—যথেষ্ট সন্ত দিয়ে একজন সেনানায়ক মিশরে পাঠিয়ে দাও—মিশর জয় করে আসুক—সে মিশর জয়ের গৌরব তোমারি ত হবে এণ্টনী ।

এণ্টনী । সে যুদ্ধ জিতলে আমার কি ? আমি নিজে মিশর ধ্বংস কোর্কো ।

ফুলভিয়া । না নাথ ! এ যুদ্ধে তুমি যেও না ।

এণ্টনী । না ফুলভিয়া আমি যাবো ? তুমি আমার বাধা দিওনা ।

ফুলভিয়া । নাথ ! নিতান্তই যাবে ?—আমি তোমার পরিণীতা পত্নী তোমার উপর লোকতঃ ধর্মতঃ একটা অধিকার আছে—প্রেমের একটা দাবী আছে, সেই অধিকারের বলে সেই প্রেমের বলে, তোমার আজ পায়ে ধরে মিনতি করে বলছি (পায়ে ধরিল) প্রাণেশ্বর তুমি এ যুদ্ধে যেওনা ।

এণ্টনী । উঠ—ফুলভিয়া—উঠ—তাই হবে—আমি এ যুদ্ধে যাবো না । (হাত ধরিয়া উঠাইল) কিন্তু তা হ'লে রোমবাসী কি বলবে ? যখন তারা আমার যুদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা কোর্কে আমি কি বোলবো ? তোমার স্বপ্নের কথা জানলে তারা আমার উপহাস কর্কে ।

ফুলভিয়া । কি ?—এণ্টনী কি তবে এখন রোমের সর্বময় কর্তা নয় ?—তাক্লেণ্ড এখনো কৈফিয়ৎ দিতে হয় ?

এণ্টনী । তাইতো ফুলভিয়া—আমায় আবার কে জিজ্ঞাসা

কোর্কে ? আমি আবার কাকে কৈফিয়ৎ দেখাবো । এ যুদ্ধে যাওয়া না যাওয়া আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা । যুদ্ধ করা না-করা আমার-থেয়াল । আমি এ যুদ্ধে যাবো না—আমার ইচ্ছা আমি যাবো না ।

ফুলভিয়া । না নাথ, যেওনা ।

এণ্টনী । না যাবো না—এই দেখ তরবারি রেখে দিচ্ছি ।

ফুলভিয়া । তবে নাথ বোসো—এই ধানে বোসো আমি তোমায় অনেকদিন প্রাণভরে ভালবাসতে পাইনি আজ তোমায় প্রাণভরে ভালবাসবো ।

এণ্টনী । ফুলভিয়া তোমার গান অনেকদিন শুনিনি একটা গাও—শুনি—

ফুলভিয়া । আচ্ছা প্রাণেশ্বর গাইছি—

জ্যোছনা হাসিছে, মধুময় হাসি, নির্মল নীল গগনে,
এসো বঁধু এসো এ মোর কুটীরে আজি এ পুণ্য লগনে,
আজি ফুলে ফুলে মালা গাঁথিয়া, নিবিড় মিলনে বাঁধিয়া,
রাখিব প্রাণেশ তোমারে আমার প্রেমের কুঞ্জ গহনে ।

(গানের সময় এণ্টনী উঠিয়া অল্পমনস্কভাবে ভাবিতে ভাবিতে ঘুরিতে লাগিল—গান যেন আরো ছিল, ফুলভিয়া গাহিবে—যেন সব শেষ হয়নি—এমন সময় প্রহরী প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল)

এণ্টনী । কে ? প্রহরী ?—কেন ?

প্রহরী । সেনাপতি পাঠিয়েছেন ।

এণ্টনী । কি সংবাদ বল ?

প্রহরী । যুদ্ধযাত্রার জন্ত সব নৌকার বহর সজ্জিত হয়েছে, সকলে আপনার অপেক্ষা করছে ।

(এণ্টনী নীরব তারপর দূত আবার পরে বলিল)

প্রহরী। সেনাপতি বলে দিলেন, আর এক মুহূর্ত দেবী করলে—জোয়ার আসবে—তা হ'লে আমরা আজ সমুদ্রে পড়তে পার্কো না, আপনি শীঘ্র চলুন ।

এণ্টনী। চল যাচ্ছি—ফুলভিরা ! বিদায়—চলুন ।

[প্রহরী ও তরবারী লইয়া এণ্টনীর প্রস্থান ।

ফুলভিয়া । (আশ্চর্য্য হইয়া এণ্টনীর প্রস্থান দেখিল) একি ? —প্রাণেশ্বর গেলে—রইলে না—জানি, এণ্টনী বীর তুমি, পত্নীর প্রেমের চেয়ে রণক্ষেত্রের প্রেম তোমার কাছে প্রবল—যুদ্ধের জন্ত সব ভাগ কর্তে পারো—বুদ্ধ পেলে আর কিছু চাও না । যাও তবে তুমি যুদ্ধে যাও—আমি বাধা দেবো না—প্রাসাদের ছায়ায় গিয়ে হাসি মুখে বিদায় দিয়ে আসবো—অশ্রুজলের অমঙ্গল মুছে নোবো ।

[প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

—:~:—

মিশর—প্রমোদ কানন ।

ফেরো রাজবেশে ও ক্লিপেট্টা মন্দির বেদীর উপর বসিয়া

সখীগণ গান ধরিল :—

গড়েছি মৌদের বৃকে নূতন রাজধানী,
রাজা দেখা নাইকে। যে কেউ সবাই দেখি রাষ্ট্র ।

খুজতে রাজা বেরিয়েছি তাই জেড়ে সকল কাজে,
 কারেও নোরা পাই যদি আজ এই বেলা এই সাঁঝে,
 ধরে তারে বসাই এই সিংহাসনে টানি ।

ওগো—বঁধু ওগো বঁধু গো—

জ্যোছনা আলোকে স্বপ্ন মিশারে নয়নে পরেছি কজ্জল
 অধরে এঁকেছি যৌবন সুধা তীর কেনিল উজ্জ্বল
 নিঃশেষ করি পিয়ারা তোমারে এ মোর হৃদয়ে রাখি
 পিও প্রিয় থাকি—থাকি—গো—

মোদের কমলকোমল স্নিগ্ধ সরস পরশে

চন্দন সম দিব গো লেপিয়া দেহেতে তোমার হরষে,—

নিবিড় মিলনে ঢাকি,

দেহ-সৌরভ মাখি—গো—

মুখর অধর হইবে নীরব হারাইবে সব বাণী ।

[ক্লিও হাত নাড়িল সখীরা প্রস্থান করিল ।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী । নাইলনদীর তীরে এণ্টনী শিবির সংস্থাপন করে
 একজন দূত পাঠিয়েছে—

ক্লিও । যাও—বিরক্ত কোরো না—

[প্রহরীর প্রস্থান ।

ক্লিও । ঐ দেখ তৃতীয় দিনের সূর্য্যাস্ত গেল, এইবার কোরো
 তোমায় মর্ত্তে হবে ।

(ফেরো রাজবেশ খুলিল—মালীর বেশে)

ফেরো । আদেশ দাও রানী—কি কোরে মৰ্ব্ব বলে দাও ।

ক্লিও । দেখ ফেরো—ঐখানে হেমলক বিধ রক্ষিত আছে—

তুমি পান করে নগরের বাইরে চ'লে যাও—ও বিবেক জেদে

ভয়ানক—কোনও প্রতিষেধক নাই—একমাত্র প্রতিষেধক আমার কাছে (বুক থেকে একটা শিশি বাহির করিয়া দেখাইল) ।

ফেরো । (আগ্রহে পান করিয়া—নেশার হাসি হাসিতে হাসিতে) তবে চল্লুম রাণী ! (নিশ্ক্রান্ত)

(রাণী স্থির হয়ে কিছুক্ষণ নত দৃষ্টিতে রহিল,
তারপর—প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী । রোমান দূত ব্যস্ত হচ্ছে দেখা কর্তে চায় ।

ক্লিও । আবার বিরক্ত কচ্ছি—কে আছি ?

(রক্ষীর প্রবেশ)

—একে একশত কশাঘাতের আজ্ঞা দিলুম—এখনি পালন কর্বে ।

[প্রহরীকে ধরিয়া রক্ষী গেল ।

কিল্ল । তাইত—কি চল্লুম ! ফেরোকে আপনার হাতে বধ চল্লুম—হত্যা চল্লুম ! তিন দিন প্রেমানন্দের ভিতর ডুবিয়ে রেখে তাকে বিষ খাওয়ালুম ! না—না ঠিক করেছি—রাণীর সঙ্গে ভৃত্যের প্রেম, এ কথা প্রকাশ হ'লে সাম্রাজ্যে বিপ্লব হবে—প্রজারা আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখাবে, আর বলবে, রাণীর এই কাজ ! এই কলঙ্ক আমার মাথায় করে বেড়াতে হবে—সে পার্কে না—অসহ্য । তবুও তাকে (ঔষধটা বুক থেকে বাহির করিয়া) বাঁচিয়ে রেখে রাজ্য থেকে নির্কাসন কর্তে পারতুম—সে কথা কেউ জানতে পার্তন—তাই কর্কে—তাকে বাঁচাবো—এই ত ঔষধ—সে নিজ হাতে বিষ খেয়েছে, আমি নিজ হাতে তাকে বাঁচাব (অগ্রসর হইয়া আবার কিরিয়া) না—না তা হবে না—ভৃত্যের এতদূর স্পর্ধা, রাণীকে ভালবাসে ? আমি ক্লিওপেট্রা মিশরের রাণী, না ? একটা

ভৃত্যের প্রেমে এতটা বিচলিত হচ্ছি ? ছিঃ ।—সে মরেছে—মরুক,
মৃত্যুই তার উপযুক্ত দণ্ড । না—না—এ ওষুধটা কাছে রাখলে
আর ঐ প্রবৃত্তিটাকে দমন কর্তে পারবো না—আমার মন বড় দুর্বল
হয়ে এসেছে । যাক্ এটা যাক্ । (ঔষধ ফেলিয়া দিয়া) যাই—
এখান থেকে পালিয়ে যাই ।—ঐ লতামগুপ—ঐ মর্শ্বর বেদী—ঐ
সন্নসী-তীর—আমায় আনার কর্তব্য থেকে ভোলাবার চেষ্টা কচ্ছে—
যাই—এখান থেকে পালাই ।

[বেগে প্রস্থান ।

(আইরিগের ছুটিয়া প্রবেশ ও ঔষধ কুড়াইয়া লইয়া)

আইরিগ । ফেরো ! তোমার দেহে যদি একটুও প্রাণ থাকে—
আইরিগ তোমায় রক্ষা করবে ।

[বেগে প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

—:—

নাইলনদী-তীর—সন্ধ্যা ।

(ফেরোর টলিতে টলিতে প্রবেশ ।)

ফেরো । রাণী কি তবে আমায় বিক্রম কর্লে ? বিষ দিলে
কি মুখা দিলে বুঝতে পাচ্ছি না । বিষ দিলে ত প্রাণে মৃত্যুর তীক্
মৃত্যুনা হ'ত—চারিদিকে ত মৃত্যুর বিভীষিকা দেখতে পেতুম—
কিন্তু (ঔষধ হাঙ্গ করিয়া) এখন দেখছি চারিদিক আনন্দে মগ্ন—

প্রাণটা সুরার নেশার মত একটা গোলাপী নেশায় ভরপুর হ'য়ে গেছে—হৃদয়টা সোনালী স্বপ্নে ছেয়ে আসছে—হাত পা আনন্দে অবশ হ'য়ে আসছে—আর চলতে পাচ্ছি না—এইখানে একটু বসি।—(বসিল—তারপর সম্মুখে দেখিতে দেখিতে) বাঃ—রাণী! তুমিও আমার সঙ্গে এতদূর—এতদূর এসেছ? তুমি নিজে পাত্র ভ'রে আমার সুরা ঢেলে দিচ্ছ—দাও খাই প্রাণ মশগুল হ'য়ে যাক! (হাতে সুরা পান করিবার ভঙ্গী করিল)—দাও—আরো—দাও—বড় তৃষা—আরো দাও—আরো দাও—আরো আরো—আরো—থাক—আর পান কর্তে পাচ্ছি না—বড় নেশা হ'য়ে গেছে (শুইল)।

(আইরিণের একটু পরে প্রবেশ)

আইরিণ। ঐ ত রয়েছে—ফেরো—ফেরো—প্রিয়তম! কথা কচ্ছ না যে?—তবে কি তোমাকে বাঁচাতে পাল্লুম না—ফেরো—(বলিয়া নিকটে গিয়া দেখিল,—পাশে বসিয়া বুকে হাত দিল)
—এই যে নিশ্বাস বইছে—এখনো প্রাণ আছে।—

ফেরো। বড় তৃষা—আর একটু সূধা দাও—বড় তৃষা।—

আইরিণ। দিচ্ছি প্রিয়তম দিচ্ছি—(বলিয়া ঔষধ মুখে ঢালিয়া দিল, ফেরো চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া বসিল।)

ফেরো। কে? আইরিণ? তুমি এখানে?

আইরিণ। এসেছি প্রিয়তম! তোমায় বাঁচাবার জন্য এসেছি।

ফেরো। তুমি আমার রাণীর সেই ঔষধ খাইয়ে বাঁচালে?

আইরিণ। হাঁ প্রিয়তম।

ফেরো। রাণী তোমায় বাঁচাতে ব'লে দিবেছিল?

আইরিগ । (মুখ নত করিয়া) না ।—

ফেরো । তবে তোমার এ জীবনে কি প্রয়োজন ছিল আইরিগ ?

আইরিগ । তুমি ঐ কথা বলছ ?—তুমি এত নিষ্ঠুর ?

ফেরো । আমি নিষ্ঠুর—না তুমি নিষ্ঠুর ?—আমায় সুখে মর্ন্তে দিলে না—আমায় কথা রাখতে দিলে—আমায় অবিশ্বাসী কলে—রাগী যখন জানতে পাররে ফেরো মরে নি—তার আজ্ঞা শুনি নি—তখন আমার মিথ্যাবাদী—অবিশ্বাসী—কৃতঘ্ন বলে দিক্কার দেবে ।

আইরিগ । আর রাগীকে জানতে দিবে কাজ কি ফেরো ?—চল—আমরা হৃৎকঙ্কে দেশ ছেড়ে চলে যাই । ফেরো—আইরিগ কোথা গেল—জগতের কেউ জানতে পার্কে না ।

ফেরো । না আইরিগ ! আমি তোমার সঙ্গে কোথাও যেতে পার্কে না ।

আইরিগ । তবে আমার কি হবে ফেরো ?

ফেরো । ভা আমি কি কোর্কে—আমি তোমার সঙ্গে আর কোথাও যেতে পার্কে না ।

আইরিগ । না ফেরো ! আমি তোমায় বড় ভালবাসি । আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পার্কে না ।

ফেরো । বুঝেছি আইরিগ ! তোমায় প্রেমের তীব্রতা বুঝেছি । হৃদয়ে হৃদয়ে তোমার সে প্রেম অনুভব করছি—কিন্তু কি কোর্কে আইরিগ ! আমি তোমায় প্রেমের সহানুভূতি কর্তে পারি—কিন্তু প্রতিদান দিতে পারি না । রাগী আমার হৃদয় নিয়েছে ।

আইরিগ । তবে আমি কি ক্র'রে বাঁচবো ফেরো ?

ফেরো । বাঁচতে না পারো—মর—আইরিগ ! বুকতরা প্রেম

নিম্নে মরা কি আনন্দ—কি উল্লাস—তখন বুকতে পার্কে—একবার মরে তা আনি বুঝেছি। মৃত্যুটা এক অনন্ত সুখের স্বপ্নের মত বোধ হবে।

[রোমান দূতের প্রবেশ ও প্রশ্নান ।

—ও কে ?

আইরিণ। রোমান দূত ।

ফেরো। এখানে কেন ?

আইরিণ। এণ্টনী নাইলের তীরে শিবির সংস্থাপন ক'রে—
দূত পাঠিয়েছিল ।

ফেরো। এণ্টনী নাইলের তীরে শিবির সংস্থাপন ক'রেছে ?
তবেত রাণীর সমূহ বিপদ ! তবে যাই আইরিণ ! প্রাসাদে ফিরে
যাই। ফেরো মরেছে—এ যে দেখেছে। এ ফেরো নয়—ফেরোর
প্রেতাত্মা। সে রাণীকে স্বর্গীয় দূতের মত রক্ষা করবে—
অক্ষয় কবচের মত ঘিরে রাখবে—যাই আইরিণ ! রাণীর বিপদ—
রোমান এসেছে—যাই।

[ফোরোর প্রশ্নান ।

আইরিণ। প্রিয়তম ! চ'লে গেলে ?—যাও—আমি আর
ফিরুবো না—আমি তোমার কথা শুনবো—তোমার আজ্ঞা পালন
কোরবো—এই বুকভরা ভালবাসা নিয়ে মরবো—(নাইলের দিকে
গিয়া) ঐ ত নাইল বইছে—ঐ তার জলস্রোত স্বর্গের দিকে ব'য়ে
নিয়ে যাচ্ছে—আমি যাবো—ঐ স্রোতে ভেসে যাবো—সেখানে
গিয়ে তোমার অপেক্ষায় ব'সে থাকুবো (আবার ফিরিয়া আসিয়া)
—কৈ নাইলের জল দেখে আজ ভয় হচ্ছে না—আনন্দ হচ্ছে—

উৎসব কর্তে ইচ্ছে হচ্ছে—গান গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে—গান গাইব—
গান গাইতে গাইতে নাইলের মরালী যেমন মরে—তেমনি ধারা
মরালীর মত গাইতে গাইতে মরব ।—(গান ধরিল ।)

তুমি রহিয়াছ জাগি, সারা নিশি দিন, আমার সর্থী হরিয়া ।

আমার প্রাণের সকল বেদনা, প্রাণ হ'তে গেছে সরিয়া ।

জলে কূলে আজ কি মাধুরী নব,

শিরার শিরার কি মহা উৎসব,

আমার এ চিত্ত উঠিছে নৃত্য করিয়া ।

জাগে নিশি দিন তোমার মুরতি,

প্রাণের ভক্ত করিছে আরতি,

সকল শূন্য সকল দৈভ্য হরিয়া ।

যদি নাহি পাই এ জীবনে তোমা, পাই যেন আমি হরিয়া ।

[আইরিগ গান গাহিতে গাহিতে জলে ঝাঁপ দিল—আইরিগের

গান ঝাঁপ দেবার কিছুক্ষণ পরও শোনা গেল—কীংকঠ

শোনা যাচ্ছে—এমন সময় দৃশ্য শেষ হইল ।]

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

—:—

ক্লিওপেট্রার কক্ষ ।

(ক্লিওপেট্রার প্রবেশ)

(ক্লিওপেট্রা মুখ নত করিয়া পরিক্রমণ করিতে লাগিল—তারপরে)

—কে আহিস্ ?

(প্রহরীর প্রবেশ)

ক্রিও । মন্ত্রীকে ডাক ।

প্রহরী । তিনি আপনিই আসছেন ।

(প্রহরীর প্রস্থান ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

ক্রিও । মন্ত্রী ! রোমান দূত এসেছিল কেন ?

মন্ত্রী । মিশরের সমুদ্র তীরের সেনাগণ—

ক্রিও । মিশরের সমুদ্র তীরের কথা শুনতে চাই না—রোমান দূত এসেছিল কেন বল ।

মন্ত্রী । মিশরের সমুদ্রতীরের সেনাগণ বিদ্রোহী হয়ে রোমান নাবিক হত করেছে—এণ্টনী তার কৈফিয়ৎ চায় ।

ক্রিও । এণ্টনী কোথা ?

মন্ত্রী । এণ্টনী এই জল নাইলের তীরে সৈন্য সংস্থাপন করেছে ।

ক্রিও । এত শীঘ্র নাইলের তীরে এণ্টনী সসৈন্তে এসেছে ? তবে কৈফিয়ৎ চাওয়া একটা ছলমাত্র । বেশ ।—মিশরের তীর শাসন কর্ছে কে ?

মন্ত্রী । আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ।

ক্রিও । তবে তার জন্ম মন্ত্রী তুমি দায়ী ।

মন্ত্রী । সেইজন্মইত আমি কৈফিয়ৎ দিতে যাবো বোলে প্রস্তুত হচ্ছি—

ক্রিও । তুমি কৈফিয়ৎ দিতে যাবার জন্ম প্রস্তুত হচ্ছ ? কিন্তু এণ্টনী রাণীর কৈফিয়ৎ না নিয়ে তোমার কৈফিয়ৎ নেবে কেন ?

মন্ত্রী । আমি বুঝিয়ে বোলবো ।

ক্রিও । তুমি কি বুঝিয়ে বলবে মন্ত্রী ? রাণীই তার প্রজাবর্গের কার্য্যকারণের জন্ত দায়ী, মন্ত্রী তার ভৃত্যমাত্র ।

মন্ত্রী । তা বটে—

ক্রিও । তবে 'তুমি কেন মন্ত্রী ও নৃনতা স্বীকার কর্কে ? যা কৈফিয়ৎ দেবার হয় আমি দোবো ।

মন্ত্রী । আপনাকে যদি অপমান করে ?

ক্রিও । মন্ত্রী এখনো বলছ যদি আমার অপমান করে । একজন দূতের মুখে নিশরের রাণীকে কৈফিয়ৎ দেবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছে দীনতম ভৃত্যকে যেমন করে ডেকে পাঠায়—তমনি করে ডেকে পাঠিয়েছে, একি যথেষ্ট অপমান নয় মন্ত্রী ?—এখনও বলছ যদি অপমান করে ! এ অপমানের কৈফিয়ৎ আগে চাই । তারপর অন্য কৈফিয়ৎ হবে ।

মন্ত্রী । তা হ'লে যদি যুদ্ধ বাধে ?

ক্রিও । যুদ্ধ বাধে বাধুক ।—অস্ত্রে অস্ত্রে সেই কৈফিয়ৎ হবে ।

মন্ত্রী । কিন্তু রোমান সেনা অগণ্য—এন্টনীর তার নেতা ।

ক্রিও । যদি অগণ্য সেনা আর এন্টনীর নেতৃত্ব দেখে ভীত হয়ে থাক মন্ত্রী তবে আমার মন্ত্রীত্ব ছেড়ে চলে যাও—এখানে ভীক কাপুরুষের স্থান নাই । আমি যদি আজ সমস্ত প্রজাবর্গের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলি তোদের রাণী আজ রোমান করে লাঞ্চিত—বিজয়গর্বী এন্টনী আজ তোদের ধ্বংসের জন্ত এসেছে—তখন দেখবে মন্ত্রী প্রজাপুঞ্জের মধ্যে একটা প্রবল শক্তি জেগে উঠবে—সে শক্তির বেগ এন্টনীর সৈন্য সম্বন্ধে পার্কে না—রোমান রক্তে কখনোইল আরক্ত হয়ে বইবে । কেউ তাদের রক্ষা কর্তে পার্কে না ।

তুমি যাও মন্ত্রী আমার সমস্ত সেনাকে এখনি সজ্জিত হতে বল, আমি স্বয়ং তাদের চালনা কোর্কোঁ। দেখাবো—রোমান ছাড়াও অল্প জাতি যুদ্ধ কর্তে জানে—আর ক্রিওপেট্রা ও দুর্বল হস্তে রাজদণ্ড ধরেনি।

মন্ত্রী। কিন্তু—এ যুদ্ধে আমাদের—

ক্রিও আমার আজ্ঞা যথেষ্ট সহজভাবে ব্যক্ত করেছি—বুঝতে না পারো—আবার বলছি—মন্ত্রী! এণ্টনীর বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধযাত্রা কর্কোঁ—এখনি সমস্ত সৈন্যকে সজ্জিত হ'তে বল।

মন্ত্রী। কিন্তু—

ক্রিও। এখনো যাচ্ছ না?—আর এক মুহূর্ত দেবী হ'লে তোমাকে—রাজ-অজ্ঞা অবহেলা করার জন্য কারারুদ্ধ কর্কোঁ।

[মন্ত্রীর ধীরে ধীরে প্রস্থান ।

(ক্রিওপেট্রা পরিক্রমণ করিতে করিতে)

তাইত—আমি মিশরের রাণী, আমার উপর সমস্ত প্রজাবর্গের সুখ-দুঃখ নির্ভর কর্ছে, সমস্ত মিশরের ভবিষ্যৎ নির্ভর কর্ছে—একটা ভ্রান্ত-পদ-বিপক্ষে—একটা পরাজয়ে—সব ধ্বংস হ'য়ে যাবে। কিন্তু—এণ্টনীকে হারাণর গৌরব (ঈশৎ হাশ্ব)—কি আনন্দের—কি সুখের—সে গৌরবের আশায় সব তুচ্ছ ক'রে চেষ্টা কর্কোঁ আর এমন সুযোগ হবে না—(ভাবিতে ভাবিতে)—কিন্তু কি ক'রে হারাবো—এণ্টনীর সেনা অসংখ্য—একটা পরাজয়ে সব যাবে—সব যাবে।—(পরিক্রমণ করিতে করিতে ঈশৎ হাসিয়া) আচ্ছা—আচ্ছা—তাই হবে—এণ্টনীর কত বড় বীর—একবার দেখ'বো—কে আছি'স ?—

(প্রহরীর প্রবেশ)

ক্রিও। মন্ত্রীকে ডাক।

[প্রহরীর প্রস্থান ।

(মন্ত্রী প্রবেশ)

—শোন মন্ত্রী ! আমি নিজে যুদ্ধে যাবো—কিন্তু এখন কোনো সৈন্য নিয়ে যাবো না—একা যাবো—আমার তরণী সজ্জিত ক’রে দিতে বল—যাও—সেনাদের সজ্জাতে বারণ করে দাও ।

[মন্ত্রীর প্রস্থান ।

—এবার আর অন্তে অন্তে যুদ্ধ নয়—বাহুবলে বাহুহলে যুদ্ধ নয়—এবার যুদ্ধ শৌর্য ও রূপে, শক্তি ও সৌন্দর্যে—এবার দেখবো কে জেতে কে হারে—দেখবো এগটনী এ দেহের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়—কি—এই মুকুটের ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ হয়—দেখবো—জীবিত এগটনীর শির - এই পদতলে লোটারাইতে না পারি তবে ক্লিওপেট্রার নাম এ পৃথিবী থেকে মুছে ফেলে দোবো । কে আছিস্ ?

(প্রহরীর প্রবেশ)

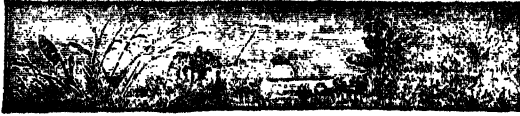
—আইরিগকে পাঠিয়ে দে ।

প্রহরী । আইরিগ উর্কখাসে দৌড়ে প্রাসাদ ছেড়ে কোথায় চলে গেছে ।

ক্লিও । কি ? আইরিগ আমার বিনা অনুমতিতে চলে গেছে ? আইরিগকে আর প্রাসাদে প্রবেশ কর্তে দিও না—তা’কে দেখলে প্রাসাদের দ্বার রুদ্ধ ক’রে দেবে—চাঙ্গি আছে ?

প্রহরী । আছে !

ক্লিও । তা’কে বল আমার সর্বশ্রেষ্ঠ বেশ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আভরণ দিয়ে আমার সজ্জিত কর্কার জন্য যেন প্রস্তুত থাকে—আমি যচ্ছি ।



দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

[এণ্টনীর শিবির নাইলনদী-তীরে সংস্থাপিত—অস্তগামী সূর্যের কিরণ
শিবিরভ্যন্তরে পড়েছে—নাইলনদীও দেখা যাচ্ছে
এণ্টনী রাজাসনে উপবিষ্ট ।
সম্মুখে ফিলো, ভীটাস, গ্রহরী-রক্ষিত মিশর বন্দীগণ ও
গ্রহরীগণ ।]

এণ্টনী । বন্দীগণ ! এইবার তোমাদের দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ কর্তে
হবে—ঐ অস্তগামী সূর্যের শেষ কিরণের সঙ্গে—তোমাদের জীবন-
সূর্য্যও অস্ত যাবে—মনে করেছিলুম তোমাদের রাণী এসে আমার
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে আমি তোমাদের মার্জনা করি—
কিন্তু সে দেখা পর্য্যন্তও করেনি—এত স্পর্ধা তার ! আমি এই
বিচার শেষ করে তাকে একবার শিক্ষা দাবো। কি বল ভীটাস ?
রোমান দূতের সঙ্গে মিশরের রাণী দেখা পর্য্যন্তও করেনি এখনো
কি কুমি বলবে বিজ্ঞোহী প্রজার দোষ—রাণীর দোষ নেই ?

ভীটাস্ । তাইত দেখ্ ছি—রাণীরও দোষ আছে ।

ফিলো । দেখ্লে আর কোথা — দূতের মুখে শুনলে বৈত না ?

ভীটাস্ । তবে তুমি রাণীর দোষ স্বীকার করনা ?

ফিলো । মোটেই না ।

ভীটাস্ । তবে রাণী এলনা কেন ?—দূতের সঙ্গে দেখা পর্যাস্ত কল্পে না কেন ?

ফিলো । ব্যস্ত ছিল । ভাল রকম চার তৈরী কচ্ছিল—তাই দেখা করেনি—তৈরী হ'লেই ছুটে আস্বে ।

এণ্টনী । ঐ দেখ—সূর্য্য অস্ত গেল—আর আমি দেবী কোর্কোঁনা—প্রহরী !

(প্রহরীর প্রবেশ)

—ঘাতকদের বল এই বিদ্রোহী-বন্দীদের যেন অবিলম্বে শিরচ্ছেদন করা হয়—বাও—নিয়ে যাও ।

[বন্দীদের লইয়া প্রহরীর প্রস্থান ।

(আর একজন প্রহরীর ব্যস্তভাবে প্রবেশ ।)

প্রহরী । দূরে একখানা বড় বজরা নাইলনদী ধিরে তীরবেগে ছুটে আস্ছে ।

এণ্টনী । তুমি ঠিক দেখেছ ? প্রহরী !

প্রহরী । হাঁ ঠিক দেখেছি—একখানা বজরা আস্ছে—রূপোর তৈরী—রেশমের পাল উড়ছে—সোনার ঝাঁড়ে চল্ছে ।

এণ্টনী । বোধ হয় স্নানীর বজরাই আস্ছে—তবে আমি ঐ বজরা আসা পর্যাস্ত অপেক্ষা কোর্কোঁনা—তুমি শীঘ্র বাও—আনার

দণ্ডা পালিত হবার পূর্বে বন্দীদের এখানে নিয়ে এস—যাও—
নীত্র যাও ।

[প্রহরীর প্রস্থান ।

ফিলো । কি ভীটাস আমার কথা মিলছে ?

ভীটাস । বোধ হচ্ছে ত ।

ফিলো । এখন বোধ হচ্ছে কেন বাবা ? দেখছি ত বলছ
না ।” এণ্টনী—বন্ধু—মিশরের রাণী আসছে সাবধান ।

এণ্টনী । সাবধান ? সাবধান ! কেন বন্ধু ! যাকে শাস্তি
দেবার জন্ত সুদূর রোম থেকে এসেছি, সে আজ নিরস্ত হয়ে
আমার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করবার জন্ত ছুটে আসছে, আর
আমার তার জন্ত সাবধান হতে হবে ? কি বলছ—বুঝতে
পাচ্ছি না ।

ফিলো । ডেরিয়াস একজন অসীম বলশালী বীর ছিল স্বীকার
কর ?

এণ্টনী । করি ।

ফিলো । কিন্তু সে কি কোরে প্রাণ হারাল মনে আছে ?

এণ্টনী । বাঘ শিকার কর্তে গিয়ে ।

ফিলো । বাঘের রঙ্গীন চামড়া দেখে তার অপক্লম সৌন্দর্যে
মুগ্ধ হয়ে তার গায়ে অন্তর্নিষ্ক্রেপ কর্তে পারেনি ।

এণ্টনী । জানি ।

ফিলো । আর সেই বাঘ তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাহাকে এখন
শ্রেয়ালিঙ্কন কলে যে সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল ।

এণ্টনী । হাঁ ।

ফিলো । তুমিও যে সেই মিশরের রাণীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে
দেশ ছেড়ে চলে যাবেনা কে বলবে ? তাই বলছি সাবধান ।

এণ্টনী । বেশ ! কি কোর্কো বল ?

ফিলো । মিশরের রাণী এলে তার মুখের দিকে চেয়ে কথা
কোয়ো না ।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী । মিশরের রাণীই আসছে, বজরাতে তাকে দেখা
গিয়েছে ।

এণ্টনী । আচ্ছা ! বেশ ।

[প্রহরীর প্রস্থান ।

ফিলো । সাবধান এণ্টনী ! তোমায় আবার বলছি সাবধান ।
মিশরের রাণীর দৃষ্টিতে কুহক আছে—রূপে মোহ আছে । অজগর
সর্প যেমন আপনার দৃষ্টিতে বনের পাখীকে অভিভূত করে ফেলে
সে পাখী আর উড়তে পারে না, সর্পের মুখ-গহ্বরে আপনি
প্রবেশ করে, মিশরের রাণীর দৃষ্টি আরো ভয়ানক—আরো প্রবল ।

এণ্টনী । আচ্ছা বন্ধু । (বলিয়া মুখ ফিরাইয়া রহিল)

গাহিতে গাহিতে সজ্জিত বজরায় ক্লিপেট্টা ও

সখীগণের প্রবেশ)

গান ।

বাহিরা চলেছি তরণী ।

রেশমের পাল দিয়েছি উড়ানে ধরেছি বর্ণ ক্ষেপণী ।

সন্ধ্যা তপন, ডুবেছে কখন, রক্ত-কিরণ গুটায়ে,

আলো ও ছায়ার কি কুহকীয়ারা জলে কুলে কেহে লুটায়

গোছনা-ভরা সে রজনী

(বজরা তীরে লাগিল সখীরা নামিরা দাঁড়াইল অবশ্রুতিতা

রাণী একা এণ্টনীর সম্মুখে হইয়া)

ক্লিও । আমায় ডেকেছেন কেন মহানুভব ?

এণ্টনী । তুমি গুরুতর অপরাধ করেছ আমি তার কৈফিয়ৎ চাই ।

ক্লিও । কি অপরাধ ?

এণ্টনী । তোমার প্রজা বিদ্রোহী করে রোমান জাহাজ লুট করেছে, তুমি তাদের শাস্তি দাওনি—প্রতিকার করনি । তুমি অপরাধী—ইহার কৈফিয়ৎ চাই ।

ক্লিও । আপনি যখন আমায় অপরাধী স্থির করেছেন এখন আর আমি কি কৈফিয়ৎ দোবো ?

এণ্টনী । কেন ?—তোমার কিছু বক্তব্য নাই ?

ক্লিও । ছিল—এখন নাই । আপনি যখন স্থির করেছেন আমি দোষী—তখন আমি দোষী । আমায় শাস্তি দিন ।

এণ্টনী । তোমার কি বক্তব্য আছে বল—শুনবো ।

ক্লিও । না—তা বোলবো না ।

এণ্টনী । কেন ?

ক্লিও । সে কথা আপনি বিশ্বাস কর্বেন না ।

এণ্টনী । বিশ্বাস কল্পেও কর্তে পারি ।

ক্লিও । অপরাধীর কথা কেউ কখন বিশ্বাস করে ?

এণ্টনী । না—বিশ্বাস কোর্কো বল ।

ক্লিও । বিশ্বাস কোর্কেন ?—বোলবো ?—না আপনাকে বলে কোন ফল নাই—আপনি শাস্তি দিতে এসেছেন দিন ।

এণ্টনী। কেন ?—এণ্টনীকে বোলে কোন ফল নেই ?

ক্লিও ! আপনি বিশ্বাস কল্লিও মার্জনা কর্তে পারেন না, মিশর ধবংস কর্তে এসেছেন কর্তে হবে ।

এণ্টনী। তোমার কারণ যুক্তিযুক্ত হলে মার্জনা কর্তে পারি ।

ক্লিও। আপনি ত আর রোমের একমাত্র শাসনকর্তা নন যে ইচ্ছা কল্লিই মার্জনা কর্তে পারেন ।

এণ্টনী। তা হ'লে ও এণ্টনী সে ক্ষমতা রাখে ।

ক্লিও। অক্টেভীয়াসের বিনা অনুমতিতেও ?

এণ্টনী। অক্টেভীয়াস রোমের কেউ নয়, এণ্টনীর একার ইচ্ছার সব হয় ।

ক্লিও। যদি তা হ'য় ত বলবো—বলছি—আমি কিছু অপরাধ করিনি, এরা কিছু অপরাধ করেনি ।

এণ্টনী। তা হ'লে কেউ অপরাধ করনি !

ক্লিও। না মহানুভব ।

এণ্টনী। তবে এ জাহাজ লুণ্ঠন কিসের জন্ত ?

ক্লিও। দীন পতিত মিশরের প্রতি মহানুভাবের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য (অবশুষ্ঠন খুলিরা ফেলিল এণ্টনীও রাণীর দিকে চাহিল)

এণ্টনী। আমার দৃষ্টি আকর্ষণ?—কেন ?

ক্লিও। তবে শুধু মহানুভব !—অক্টেভীয়াসের শাসনের নামে অত্যাচার, বিচারের নাহি উৎপীড়নে মিশরবাসী উত্বেক হয়ে আর সছ কর্তে পারে না—তাই দীন গুরীব বেচারী তারা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কর্তব্যাকর্তব্য ভুলে এ কাজ করেছে ॥ তারা চায় তাদের এণ্টনী যেন সে কথা শোনে ।

এটনী। কি অক্টেভিয়াসের অত্যাচার এতদূর, প্রজাদের কর্তব্য ভুলিয়ে দিয়েছে !

ক্রিও। তা না হ'লে তারা কেন মিথ্যা রোমান জাহাজ আক্রমণ কর্বে ?

এটনী। কি এতদূর উৎপীড়ন তারা রোমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে ?

ক্রিও। না মহাহুভব, ভুল বুঝেছ ! তারা রোমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেনি—এটনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেনি। শুধু অক্টেভিয়াসের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে।

এটনী। শুধু অক্টেভিয়াসের বিরুদ্ধে এই অস্ত্রধারণ ?

ক্রিও। হাঁ মহাহুভব ! তারা রোমের আধিপত্য এটনীর হুশাসন মানতে চায়। কিন্তু অক্টেভিয়াসের রাজ্যের নামে অরাজকতা সহ্য কর্তে পারে না। (খামিয়া) তবু তারা দোষী, তাদের শাস্তি দিন।

এটনী। না রাণী ! তাদের শাস্তি দোবোনা। তাদের মার্কিনা কর্কো—মুক্তি দোবো।

ক্রিও। আপনি মহাহুভব।

এটনী। উঠ রাণী উঠ ! তুমি তোমার প্রজাদের নিজ বুখে মুক্তি দাও। তাদের বলে দাও যে—এটনী তাদের ভুল করে বন্দী করেছিল—তোরা মুক্ত—তোরা বন্দীশালার চুঃখ ভুলে ঘরে ফিরে যা।

ক্রিও। সে কথা আপনি বলবেন না !—আমি বলব ! আপনি কি আমার পরিহাস কর্ছেন।

এটনী। না রাণী, পরিহাস করিনি ! সত্য বলছি।

ক্লিও। পরিহাস কর্ছেন না ত কি মহানুভব! ওদের রাণী আজ ওদেরই মত শঙ্কিত প্রাণে আপনার সামনে ওদেরি মতন অপরাধী হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—সে রাজ-মুকুটের মর্যাদা—সামান্য রমণীর মর্যাদা থেকেও বঞ্চিত হয়েছে, ওরা তার কথা বিশ্বাস কর্বে কেন মহানুভব?

এণ্টনী। সত্য রাণী! (বলিতে বলিতে সিংহাসন থেকে নামিল) আজ সত্যই এণ্টনী রাজমুকুটের মর্যাদা, নারীর মর্যাদা পর্যন্ত রাখেনি—জীবনে আজ এ ভুল সে প্রথমে করেছে। কমা কর রাণী! কিন্তু (চারিদিকে চাহিতে চাহিতে) এ যে শিবির, আর ত দ্বিতীয় আসন নাই। তাই হোক রাণী, তুমি এইখানেই বোসো! (বলিয়া সিংহাসনে তুলিয়া বসাইয়া আপনি সিংহাসনের পায়ের কাছে দাঁড়াইল) এবার রাণী তোনার প্রজাদের বলে দাও, তারা আজ মুক্ত—তারা সব কষ্ট ভুলে ঘরে ফিরে যাক।

ক্লিও। বলছি মহানুভব। মিশরবাসীগণ! মহানুভব এণ্টনীর বিচারে তোমরা আজ মুক্তি পেয়েছ। তোমরা সকলে বল,—জয় বিজয়ী এণ্টনীর জয়।

বন্দীগণ। (সমস্বরে) জয় বিজয়ী এণ্টনীর জয়।

(বন্দীগণ মুক্ত হইলে।)

এণ্টনী। আর শোন রোমবাসী ও মিশরবাসী! তোমাদের জিতর আজ আর কোন বিদ্বেষ নাই। তোমরা এখন ভাই ভাই উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন কর।

(আলিঙ্গন করণ।)

ক্লিওপেট্রা সিংহাসন হইতে অবতরণ করিল।)

ক্রিও । আপনি যখন আমার মার্জনা করেছেন তখন আমার একটা ভিক্ষা আছে মহানুভব ।

এণ্টনী । কি বল ?

ক্রিও । ভয় হচ্ছে, যদি না রাখেন ।

এণ্টনী । রাখবো—বল ।

ক্রিও । মিশরবাসীরা বরাবরই আতিথ্যের জন্য বিখ্যাত তারা সে গর্ব বরাবরই করে থাকে ।

এণ্টনী । জানি ।

ক্রিও । আপনি সুদূর রোম থেকে এসে, এই মরুভূমির ধারে থাকবেন, সেটা ভালো দেখায় না, তা হ'লে প্রজাদের মনে কষ্ট হবে ।

এণ্টনী । আমি কালই রোমে ফিরবো ।

ক্রিও । কিন্তু রোমে ফেরার পূর্বে, আপনাকে মিশরের প্রাসাদে আতিথ্য স্বীকার করে যেতে হবে । তা না হ'লে প্রজারা তাদের রাণীর উপর রাগ করবে ।

এণ্টনী । আমি একবার তোমায় তোমার প্রজার সম্মুখে লালিত করেছি, আর তা হ'তে দোবোনা । আমি এ আতিথ্য গ্রহণ করি—চল এখন যাচ্ছি । কাল আমার রোমে ফিরতে হবে ।

(ক্রিওপেটার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল ।)

(যাইতে যাইতে ফিরিয়া) বন্ধুগণ ! কল্যাণপ্রভাতে মিশর ত্যাপের জন্য প্রস্তুত হও । আমি আসছি ।

(হুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া নৌকায় উঠিল, সঙ্গীতের সহিত নৌকা চলিল । বন্ধুগণ বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল ।)

গীত ।

“বাহিরা চলেছি ভরণী ।

• • • • •

হাসির আলোকে নিলাজ-পুলকে রব চাহি-চোখে জাগিয়া,

করিবেনা বধু মোদের কপোলে সরস-রক্ত লাগিয়া,

এতাত-অরণ-বরণী ।”

—:—

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

—:~:—

রোম—মস্জুগাগৃহ ।

(অক্টেভীয়াসের প্রবেশ)

অক্টেভীয়াস । এইবার এগ্টনী ! তোমার দর্প চূর্ণ করি
তোমার চিত্ত আর রোমে থাকবে না ।

(মন্ত্রী প্রবেশ)

—কি মন্ত্রী তুমি এগ্টনীর কলঙ্ক-কাহিনী এখনো প্রজ্ঞাদের মধ্যে
ব্যক্ত হ'তে দাওনি ? গোপন করেছ ?

মন্ত্রী । হাঁ ।

অক্টে । এগ্টনীর প্রতি তোমার এ পক্ষপাতীতা কিসের ?

মন্ত্রী । প্রজ্ঞারা তাকে বড় ভালবাসে—তারা সে কথা শুনে
মনে বড় কষ্ট করিবে তাই তাদের বলিনি ।

অক্টে । বেশ মন্ত্রী তুমি এখনও প্রজ্ঞাদের এগ্টনীকে ভাল-
বাসনার অরসর দিচ্ছ—কিন্তু অক্টেভীয়াস তা দেখে না । একই

চরিত্রহীন লম্পটকে রোমের বীরহৃদয় ভালবাসবে সে তা দেখতে পারবে না । আমি আজ কি আজ্ঞা প্রচার করিছি জান ?

মন্ত্রী । না ।

অক্টে । আজ আমি সমস্ত রোমে প্রচার করে দিয়েছি—আজ থেকে রোমে যে এণ্টনীর নাম করবে, তার নামের নিশাস পর্যাস্ত ফেলবে তাকে বন্দী করবে, যতক্ষণ সে এণ্টনীকে ভালবার প্রতিজ্ঞা না কোর্বে তাকে নির্যাতন করবে, তবুও যদি সে প্রতিজ্ঞা না করে—তাকে হত্যা করবে ।

মন্ত্রী । আপনার এ আজ্ঞা বড় কঠোর হয়েছে ।

অক্টে । একটা রূপসুন্দর ক্রীতদাসকে তারা শাসকের উক্তি দেবে আর আমি তাদের শাসনকর্তা হয়ে শাসন করবোনা—কি বলছ মন্ত্রী ?—আজ্ঞাটা বড় কঠোর হয়েছে !

মন্ত্রী । এণ্টনী সামান্য একটা ভুল করেছে তারজন্য—

অক্টে । সামান্য ভুল ? আচ্ছা মানলুম সামান্য ভুল । জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সুসভ্য সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা হয়ে তবে সে এ সামান্য ভুলই বা করে কেন ?—কৈ অক্টেভীয়াস ত সে ভুল করেনি । সেত নিজে ঐ মিশরের রাণীকে যুদ্ধে হারিয়ে তার সাম্রাজ্যে রোমের আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে—কৈ সে রাণীর রূপের মোহে ত তার যুবকহৃদয় একটুও টলেনি—আর এণ্টনী কি না প্রৌঢ় বয়সে—
ছিঃ—সে কথা মুখে আনতেও ঘৃণা হয় ।

(লাসোকে বন্দী-অবস্থায় লইয়া গ্রহরীক্ষয়ের প্রবেশ)

গ্রহরী । এই রোমান আপনার আজ্ঞা অবহেলা করে, রোমের পথে পথে এণ্টনীর নাম প্রচার করে বেড়াচ্ছিল ।

অস্তে । কে তুমি ?

লাসো । আমি লাসো—এন্টনীর ভক্ত রোমান্ ।

অস্তে । এন্টনীর ভক্ত ? বেশ—তবু রোমের শাসনকর্তার আজ্ঞা পালন করা উচিত ।

লাসো । আপনি ত আর রোমের একমাত্র শাসনকর্তা নন ।

অস্তে । একজন ত বটে ? আমার আজ্ঞা দেবারও অধিকার আছে—

লাসো । আপনি একটা বুদ্ধিহীন আজ্ঞা প্রচার করবেন আর আমরা তা পালন করবো ? আপনি সাম্রাজ্যশাসন কর্তে পারেন কিন্তু আপনার প্রজাদের হৃদয় শাসন করবার অধিকার নাই ।

অস্তে । কি ?—তোমরা একটা চরিত্রহীন লম্পটকে ভাল-বাসবে আর আমি তোমাদের শাসনকর্তা হয়ে তোমাদের হৃদয় কলঙ্কিত হতে দোবো ?

লাসো । কে বলে এন্টনী চরিত্রহীন লম্পট ?

অস্তে । তুমি মিশরের সংবাদ কিছু রাখ ?

লাসো । রাখি বৈ কি ।

অস্তে । এন্টনী কেন রোমে ফেরেনি জান ?

লাসো । জানি—অসুস্থ হয়ে পড়েছে তাই ফিরতে পারেনি ।

অস্তে । অসুস্থ হয়ে পড়েছে ?—না মিশরের রাণীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তার ক্রীতদাস হয়ে আছে—

লাসো । মিথ্যা কথা ।—ওটা তোমার রোমে একাধিপত্য বিস্তার করবার একটা মিথ্যায়ুক্তি, জুচ্চুরি, ধাঙ্গা—এন্টনীর গৌরব কলঙ্কিত করবার একটা সাজানো কথা ।

অক্টে । তুমি কার সন্মুখে কথা কইছ মনে থাকে ।

লাসো । জানি—অক্টেভীয়াসের সন্মুখে, একটা মিথ্যাবাদী, ধাঙ্গলাবাজের সঙ্গে কথা কইছি ।

অক্টে । যাও প্রহরী এই বিদ্রোহী কে—

লাসো । বিদ্রোহী কে ? আমি বিদ্রোহী না তুমি বিদ্রোহী ? তুমি প্রজার প্রতি শাসনকর্তার কর্তব্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ, রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ—রোমের শাসনকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ, খুব বিদ্রোহের কারণ দেখাচ্ছ তুমি ।

অক্টে । একে তৈলাক্ত করে রাজপথের বৃক্ষের শাখায় বেঁধে পুড়িয়ে মারবে—তা'না হলে এর উপযুক্ত শাস্তি হবে না ।

লাসো । বেশ অক্টেভীয়াস তাই কর—এই দেহের আগুনে সমস্ত অক্টেভীয়াস চালিত রোম পুড়ে মরুক—অক্টেভীয়াসও পুড়ে মরুক ।

অক্টে । (প্রহরীকে) এখনো একে অঙ্গচালনা কর্তে দিচ্ছ যাও অবিলম্বে আমার আজ্ঞা পালন কর—সমস্ত রোম দেখুক অক্টেভীয়াস মিথ্যা আজ্ঞা প্রচার করেনি ।

লাসো । বেশ অক্টেভীয়াস—সমস্ত রোম দেখুক—তোমার অত্যাচার দেখুক—

[লাসোকে লইয়া প্রহরীঘরের প্রস্থান ।

(অক্টেভীয়াস ভাবিতে ভাবিতে প্ৰস্থানোত্তম)

অক্টে । মন্ত্রী এখন আমি প্রাদাদের ককে যাচ্ছি একটু বিশ্রাম কর্কো ।

[অক্টে'র প্রস্থান ।

(অক্টেভীয়ার প্রবেশ)

অক্টেভিয়া । এত অত্যাচার কিসের ?—মন্ত্রী ! অক্টেভিয়াস কোথা ?

মন্ত্রী । তিনি প্রাসাদের কক্ষে বিশ্রাম কচ্ছেন ?

অক্টেভিয়া । তার সঙ্গে এখন দেখা করোঁ ? না—থাক মন্ত্রী তুমিই তাকে বলে দিও—আমি তার দণ্ডিত রোমানকে মুক্তি দিয়েছি । আর মন্ত্রী তুমি তাকে একবার বুঝিয়ে বোলো—সে যেন রোমে আর এ অত্যাচার না করে (নিষ্ক্রান্ত হইবার উপক্রম)
রোম শত অপরাধ কল্লোও রোম—রোম ।

(বলিতে বলিতে নিষ্ক্রান্ত হইল)

[মন্ত্রীর প্রস্থান ।]

তৃতীয় দৃশ্য ।

মিশরের কক্ষ ।

(এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা ।)

ক্লিও । সম্রাট তোমার এই মিশরের প্রবাস কেমন লাগছে ?
এণ্টনী । চমৎকার ।

ক্লিও । রোমের চেয়েও চমৎকার ?

এণ্টনী । যে আনন্দ রোমে পাইনি—রোমের সর্বময় কষ্ট
হয়ে পাইনি—আজ সে আনন্দ এখানে পেয়েছি রাণী !

ক্লিও। ফ্রেন মিথ্যা তোবামোদ কর্ছেন সম্রাট! মিশরকে রোমের সে সৌন্দর্য্য, সে গৌরব কোথা! মিশর অসভ্য দেশ। এণ্টনী। হোক সে অসভ্য দেশ, তবু আমার মন হরণ করেছে। শোন রাণী! টাইবার নদীর তীরে আমি আজন্ম খেলা করে এসেছি, তাকে শতবার শতরূপে ভালবেসেছি। কিন্তু আজ এই কলঙ্কনা নাইল সম্পূর্ণ নূতনভাবে প্রাণহরণ করেছে, তাকেও আমি এই কল্পদিনে ভালবেসে ফেলেছি—বোধ হয় টাইবারের চেয়েও ভালবেসেছি।

ক্লিও। আর—

এণ্টনী। আর দূরে দেখ রাণী, মিশরের ঐ পিরামিড জগতের অতীত কাহিনী বুকে করে কি গর্ভভরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ গরিম! আমি রোমের ক্যাটাকোম্ব পাইনি, ক্লোমের সিটাডলে পাইনি। কি গৌরবময়, কি মহিমাময়।

ক্লিও। কিন্তু মিশরের মরুভূমিটাও কি গৌরবময় সুন্দর সম্রাট ?
এণ্টনী। মরুভূমি ?—কোথা ?

ক্লিও। ঐ ত দিগন্ত বিস্তৃত সাহারা ধূ ধূ কর্ছে।

এণ্টনী। যেন রাণী, মরুভূমির ওয়েসিস শয্যা-শ্যামল বসুন্ধরার চেয়ে অনেক উর্বর—অনেক শীতল—অনেক সুন্দর।

ক্লিও। কিন্তু সে ওয়েসিস ত সাহ্যারায় নেই—শুধু ঐখানে উত্তাপ আর বালি, আর কিছু নেই।

এণ্টনী। আছে রাণী আছে।—সে ওয়েসিসের চেয়ে জ্বায়ে সুন্দর ওয়েসিস আছে—তার চেয়ে আরো শীতল, আরো মধুর। দেখ রাণী তোমার প্রেমের উৎস সাহ্যারাকে উর্বর করে রেখে

দিয়েছে। দেখ রাণী তোমার প্রেমের পরশ তার উত্তাপকে গলিয়ে শীতল করে রেখেছে। তোমার সৌন্দর্য্য আজ এখানে শত সহস্র মন্দির কুম্ভ ফুটিয়ে রেখেছে। সে মাধুরী আর জগতের কোথাও নাই—রোমের সমগ্র সাম্রাজ্য বিনিময়েও পাওয়া যায় না।

(প্রহরীর প্রবেশ ।)

প্রহরী। সম্রাটের বন্ধু ভীটাস—

(ক্লিওপেট্রা ত্যাগাতাড়ি প্রহরীর কাছে গেল ।)

ক্লিও। (ধীরে প্রহরীকে) কি বলছ প্রহরী ?

প্রহরী। (ক্লিওপেট্রাকে) সম্রাটের বন্ধু ভীটাস সম্রাটের সঙ্গে দেখা কর্তে চায়।

ক্লিও। তুমি বল, সম্রাট এখন ঘুমুচ্ছেন, দেখা কর্তে পার্কেঁন না।

(প্রহরী প্রস্থানোদ্যত ।)

তবে যাও প্রহরী—

(প্রহরী ফিরিল ।)

ক্লিও। তুমি ভীটাসকে গিরে বল—এণ্টনী বলে দিলেন, তিনি এখন দেখা কর্তে পার্কেঁন না। তোমরা রোমে শীঘ্র ফিরে যাও। তিনি তোমাদের পশ্চাতে যাবেন।

(প্রহরী ফিরিল—ক্লিও এণ্টনীর কাছে গেল) ।

এণ্টনী। প্রহরী ভীটাসের কথা কি বলছিল ?

ক্লিও। ভীটাস মিশর ছেড়ে আজ রোমে ফিরে যাচ্ছে, তাই সংবাদ পাঠিয়েছে। আপনার সৈন্যরা আগে ফিরে গেছে।

এণ্টনী। আজ ভীটাস রোমে যাচ্ছে ? হুঁহু বলে গেল ?

একবার আমার সঙ্গে দেখা করে গেল না ? আমিই রাণী আজ তাদের বাবার সময় একবার দেখা কর্ব।

ক্রিও। কর্বেন এখন সম্রাট ! কিন্তু তার পূর্বে আমার একটা অনুরোধ আছে।

এণ্টনী। কি ?

ক্রিও। আপনার জন্য হৃন্দর মদিরা প্রস্তুত করিয়েছি, আপনাকে আগে পান কর্তে হবে !

এণ্টনী। বেশ।

ক্রিও। আচ্ছা, তবে আনছি।

(ক্রিওপেট্টার গ্রন্থান।)

এণ্টনী। কি কর্ছি ? এখানে ক'দিন আছি—কবার খুঁচ উঠেছে—ক'বার রজনী এসেছে—কিছু মনে পড়ছে না। আমি আনন্দের মাঝে ডুবে রয়েছি,—না নরকের বিশ্বতির মাঝে ডুবে রয়েছি—কিছু বুঝতে পারছি না—

(ক্রিওপেট্টার মদিরা হস্তে প্রবেশ।)

ক্রিও। পান কর সম্রাট ! (পান করাইল।) কেমন ?

এণ্টনী। হৃন্দর,—অতি হৃন্দর ! এত হৃন্দর মদিরা যোগে প্রস্তুত হয় না।

ক্রিও। আজ আমাদের সেই উৎসব হবে। আমি নর্তকীদের আসতে বলে দিয়েছি।

এণ্টনী। বেশ।

(নর্ভকীগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ ।)

গীত ।

আজি এনেছি বঁধুছে তোমায় চরণ শরণে, চকল-চল চরণে ।
 ষাঙ্খিত-চির সঙ্কিত ওগো যৌবনধানি-সম, —
 নিঙাডি এনেছি পাত্রে আজিকে দুলিত-ক্রাফা-সম ;
 তোমাণে পিরাব বলিয়া, প্রেম-ফুল-দল-দলিয়া, ভরেছি গন্ধে বরণে ।
 ওগো হৃদয়েশ ! হে মোর প্রাণেশ ! ওগো এ চিত্ত-চোর !
 কি মহাপুলকে উত্তিবে শিহরি, কি মহাআবেশে ভোর,
 লহ গো অধরে তুলিয়া, যৌহন-ভুবন তুলিয়া,
 মোহিবে মধুর মরণে, চিরমিলনের স্বপনে ।
 (সখিদের নিকট হইতে এক এক পাত্র সুরা পান করিয়া
 এণ্টনী নেশায় ঢলিয়া পড়িল ।)

ক্লিও । সম্রাটকে আমার বিশ্রামাগারে নিয়ে যাও ।

(প্রহরীরা লইয়া যাইতে উদ্যোগ করিল ।)

ক্লিও । এইবার এণ্টনী তোমায় পোষ মানাব, আর উড়তে
 দোবো না ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

—:::~::~:—

মিশরের প্রাস্তর ।

(ফিলো ও ভীটাস কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ ।)

ভীটাস । আর কতদিন এই মিশরের প্রাস্তরে ঘুরে বেড়াব
 ফিলো ? এণ্টনী আর রোমে ফিরবে না ।

ফিলো । আর ঘুরে ঘুরে কি হবে ? ভীটাস, চল রোমে ফিরে যাই ।

ভীটাস । কি করে রোমে ফিরবো ফিলো ? অক্টেভিয়াসের দল যখন এণ্টনীর কথা নিয়ে আমাদের ব্যঙ্গ করবে, তখন আমরা কি করে সহ্য করবো ফিলো ?

ফিলো । আমিও তাই ভাবছি বন্ধু !

ভীটাস । আর ফিলো ! ফুলভিয়া যখন জিজ্ঞাসা করবে, তার স্বামী কোথায় ! আমি কি উত্তর দোবো ফিলো ? সে যখন দেখবে, তার বন্ধুরাও ফিরে এল—তখন তাকে কি বলে বোঝাব ফিলো ?

ফিলো । কিন্তু বন্ধু ! আমাদের রোমে ফিরতে হবে । এখন আর রোমে অক্টেভিয়াসের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, সে একমাত্র সম্রাট হবার চেষ্টা করবে । তার সে ছুরভিসন্ধিতে কেউ বাধা দেবার নেই । চল বন্ধু ! রোমে ফিরে এণ্টনীর বন্ধুর কাজ করি ।

ভীটাস । ওকি ? রোমান দূত এত ব্যস্তভাবে এ দিকে আসছে কেন ?

ফিলো । নিশ্চয়ই ছঃসংবাদ আনছে ।

(দূতের প্রবেশ ।)

ফিলো । দূত ! কি সংবাদ ?

দূত । রোমের সংবাদ বড় খারাপ । মহামুভব এণ্টনী কোথা ?

ফিলো । আমাদের সে সংবাদ দিয়ে যাও । আমরা এণ্টনীকে বোলবো ।

দূত । মহামুভব অক্টেভিয়াস সমস্ত রোমান রাজত্বের অধিপতি

হ'বার জন্য যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ করেছে। যথেষ্ট অত্যাচার করেছে।—

ফিলো। আর—

দূত। মহানুভব এণ্টনীর পত্নী প্রাণত্যাগ করেছে।

ফিলো। কি, ফুলভিয়া মরেছে ?

দূত। মরেছে।—সমস্ত রোমান সৈন্য যখন রোমে ফিরলো, তখন তার স্বামীকে না দেখতে পেয়ে মুর্ছিত হ'য়ে পড়ল, আর উঠল না।

ফিলো। যাক্, ফুলভিয়া মরেছে। একটা দেবী-প্রাণ স্বর্গে চলে গেছে।

ভীটাস। এণ্টনী! তোমার অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে, তোমার জীবনের সঙ্গিনীকেও হারালে।

ফিলো। ফুলভিয়া স্বর্গে গেছে, বেশ করেছে। এই কঠোর পৃথিবীর চেয়ে স্বর্গই তোমার উপযুক্ত স্থান। ফুলভিয়া! চিরদিন তুমি পতিপ্রাণা ছিলে—তোমার ভ্রান্ত স্বামীকে স্বর্গ থেকে রক্ষা কর।

ভীটাস। বন্ধু ফিলো!

ফিলো। তাইত বন্ধু! কি ক'রব ?

ভীটাস। কি হবে বন্ধু ?

ফিলো। আজ রোমে এণ্টনীর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। রোমে ফিরে নিতান্ত অপরিচিতের মত থাকতে হবে, অক্টেভিয়াসের আধিপত্য মানতে হবে।

ভীটাস। তার চেয়ে আমাদের এই প্রান্তর ভাল ফিলো!

ফিলো। কি; রোমান হয়ে একেবারে রোমের আশা, জনভূমির আশা, কি করে পরিত্যাগ করি? ভীটাস! তুমি এইখানে থাক। এণ্টনীকে ফেরাবার চেষ্টা কর, আর একবার দেখ।

ভীটাস। এণ্টনী যদি আর ফিরতে না চায়?

ফিলো। ভবু আর একবার দেখ! না ফিরতে চায়, রাণীর পায়ে কেঁদে পড়ে তার মুক্তি ভিক্ষা কোরো। আমি রোমে ফিরে যাই—প্রজাদের বুঝিয়ে বলব, এণ্টনী ফিরে আসছে তোরা কাঁদিসনে; অক্টেভিয়াসের অত্যাচার থেকে তোরা রক্ষা পাবি! তারাও কিছু সাঙ্কনা পাবে।

ভীটাস। তবে যাও ফিলো, তুমি রোমে ফিরে যাও! আর আমি দেখি তাকে ফেরাতে পারি কিনা।

ফিলো। তাই কর বন্ধু, আমি রোমে ফিরে যাই!

ভীটাস। হ্যাঁ বন্ধু, আমি তাই করব! এণ্টনীকে রোমে ফেরাবো। আর যদি তাকে রোমে ফেরাতে না পারি, ভীটাসও তা হ'লে রোমে ফিরবে না।

ফিলো। তবে বন্ধু যাই—এই দূতের সঙ্গে ফিরে যাই। বিদায় দাও!

• ভীটাস। যাও বন্ধু—বিদায়।

ফিলো। বিদায়! (আলিঙ্গন করিয়া) তুমি এখানে বন্ধুর কর্তব্য কর! আমি রোমে বন্ধুর কর্তব্য করিগে।

(দূতের সঙ্গে ফিলো একদিকে ও অপর দিকে
ভীটাস নিঃশব্দ হইলেন।)

পঞ্চম দৃশ্য ।

—o-o-o-o—

নাইল তীর—মিশরের উদ্যান ।

এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা ।

[এণ্টনী বসিয়া ও ক্লিওপেট্রা দাঁড়াইয়া ছিল ।]

ক্লিও ! এণ্টনীকে আজ বিষয় দেখছি যে—রোমে ফিরলে
ফুলভিয়া কি গল্পনা দেবে তাই ভাবছ বুঝি ?

এণ্টনী । না ক্লিও ! ফুলভিয়ার কথা ভাবিনি ।

ক্লিও । তবে বিষয় কেন ?

এণ্টনী । কে বল্লে আমি বিষয় ? কৈ—না ।

ক্লিও । না, নিশ্চয়ই রোমে ফিরলে অক্টেভিয়াসের চোখ
রান্নানির কথা মনে পড়ছে—আর ভয় হচ্ছে ।

এণ্টনী । না ক্লিও ! তাও না ।

ক্লিও । তবে মিশর আর ভাল লাগছে না, রোমে ফেরবার
ইচ্ছে হচ্ছে ?

এণ্টনী । না রাণী, তাও না ! - আর আমি রোমে ফিরব না ।
তোমার ছেড়ে কোথাও থাকতে পারবো না । এই খানেই থাকবো ।

ক্লিও । বেশ সুন্দর মিথ্যা কথাটা বলে যাচ্ছ ত ! দেখো,
ফুলভিয়া না জানতে পারে—রোমবাসী না গুনতে পায় ।

এণ্টনী । তারা জানলেই বা, তাতে এণ্টনীর কিছু ক্ষয়
আসে না । এণ্টনী আর রোমে ফিরবে না । একটা বিরাট

বিপ্লব যদি 'রোমকে ধ্বংস করতে আসে, তবুও এণ্টনী একটুও নড়বে না, এই খানেই থাকবে।

ক্লিও। রোমের উপর হটাৎ এত বিরাগ হবার কারণটা কি, শুনতে পাই ?

এণ্টনী। না রাণী ! রোমের উপর বিরাগ হয়নি—কাক্সর উপর বিরাগ হয়নি।

ক্লিও। তবে ও কথা বলছ কেন ?

এণ্টনী। বলছি কেন ? আমি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা হ'য়ে দেখেছি, অগণ্য যুদ্ধ জয় করে দেখেছি, কিছুতেই তৃপ্তি নাই—সবই ক্ষণভঙ্গুর—কীর্তি, বিজয়, গৌরব কিছুই চিরস্থায়ী নয়।

ক্লিও। কেন ? কীর্তি ত চিরস্থায়ী—

এণ্টনী। কে বলে কীর্তি চিরস্থায়ী ? এই এণ্টনীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এণ্টনীর বিজয়, এণ্টনীর গৌরব, এণ্টনীর শক্তি, সব লুপ্ত হয়ে যাবে। কেউ আর তার নাম করবে না।

ক্লিও। তাই ভাবছেন বুঝি—এমন একটা কি করে যাবেন যে চিরকালের জন্য থাকবে ?

এণ্টনী। হ্যাঁ রাণী ভাবছি—ভেবে স্থির করেছি—এমন একটা কিছু রেখে যাব, যাহা ঐ পিরামিডের মত চিরকাল থাকবে।

ক্লিও। যাহা ঐ পিরামিডের মত চিরকাল থাকবে।

এণ্টনী। যাহা ঐ পিরামিডের মত চিরকাল গর্ভভরে দাঁড়িয়ে থাকবে। শোন রাণী ! এই এণ্টনী আর ক্লিওপেট্রা শক্তি আর সৌন্দর্য্য যখন এমনি ধারা হাত ধরাধরি করে জগতের ! সম্মুখে

দাঁড়াবে, (হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইল) তখন জর্গতবাসী সে দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে থাকবে। ভবিষ্যতে আর সে দৃশ্য দেখতে পাবে না জেনে, ইতিহাসের পাতায় পাতায় সে দৃশ্য লিখে রেখে দেবে। যুগ যুগান্তেও সে দৃশ্য মুছবে না।

ক্রিও। কথাটা শুনতে লাগল বেশ। কিন্তু ফুলভিয়াকে বিয়ে করে ভালবাসনা, এ কথা কি কেউ বিশ্বাস করে ?

এণ্টনী। এণ্টনী রোমকেও ভালবাসত, ফুলভিয়াকেও ভালবাসত। কিন্তু সে, ক্রিওপেট্রাকে দেখবার আগে।

ক্রিও। ক্রিওপেট্রাকে দেখে তবে ত ভারি অন্যায় করেছেন !

এণ্টনী। কেন রাণী, মিথ্যা কথা কাটাকাটি করে আমাদের আনন্দ লক্ষণগুলি বিঁড়বে ভারাক্রান্ত ক'রছ ? জীবনের এই সুন্দর মুহূর্তগুলি চলে গেলে একেবারে চলে যায়, আর ফিরে আসে না। চল রাণী ! আমাদের আজ জল-বিহারে যাবার কথা আছে, তোমার তরণী সজ্জিত করবার আঞ্জা দাও।

ক্রিও। আপনার ফুলভিয়া ত এখানে নেই, কার সঙ্গে যাবেন ?

এণ্টনী। ক্ষমা কর রাণী ! যদি ফুলভিয়ার নামে কোন দিন অলক্ষ্যে অশ্রু দেখা দিয়ে থাকে—ক্ষমা কর রাণী ! যদি অষ্টে-ভিয়াসের নামে কোন দিন হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে থাকে—ক্ষমা কর রাণী ! যদি রোমের নামে কোন দিন অজ্ঞাতে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে থাকি—ক্ষমা কর রাণী ! জেন এণ্টনী সে জেনে শুনে করেনি। এণ্টনীর সে দুর্বলতা নিয়ে পরিহাস কোরোনা ক্ষমা কর রাণী !

ক্রিও। (নতজামু হইয়া এণ্টনীর পদতলে পড়িয়া) না,

এণ্টনী প্রিয়তম ! আমায় ক্ষমা কর । আমি না বুঝে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি ।

(এণ্টনী ক্লিপের হাত ধরিয়৷ তুলিল ।)

এণ্টনী । উঠ রাণী উঠ ! আর মিথ্যা ক্ষমার অভিনয় করে কি হবে ? চল আমরা আজ নাইলে বেড়িয়ে আসি ।

ক্লিপ । যাচ্ছি প্রিয়তম যাচ্ছি ! আমি নিজে তরণী সাজিয়ে নিয়ে আসছি । আজ প্রিয়তম ! কুমুম, সঙ্গীত আর প্রেমের আনন্দের ভিতর তোমায় ডুবিয়ে রাখব ।

(ক্লিপেটার প্রস্থান ।)

(ভীটাসের অন্যদিক দিয়া প্রবেশ)

ভীটাস । বন্ধু এণ্টনী !

এণ্টনী । কে ভীটাস ?—এখানে ?

ভীটাস । তোমার সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ আজ অনেক কষ্টে পেয়েছি বন্ধু—আমার একটা কথা শুনতে হবে ।

এণ্টনী । শুনবো—আগে রোমের কি খপর বল ।

ভীটাস । রোমের খপর অতি ভয়ানক বন্ধু—

এণ্টনী । ফুলভিয়ার—

(ভীটাস নিরুত্তর)

এণ্টনী । নিরুত্তর কেন ? ভীটাস তুমি নিঃশঙ্কোচে বল রোমবাসী আজ কি বলে এণ্টনীকে বিদ্রূপ করছে, ফুলভিয়া তার স্বামীর অধঃপতনের কথা শুনে কি বলে তাকে ধিক্কার দিচ্ছে, বল

ভীটাস বল, তাদের ভাষায় বল, এণ্টনীর সে শোনবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে । (ভীটাস নিরুত্তর)

এণ্টনী । বল ভীটাস বল, ফুলভিয়া কি বলছে—

ভীটাস । আর কি বলবে বন্ধু—

এণ্টনী । নিঃশঙ্কেচে বল ফুলভিয়া কি বলছে—

ভীটাস । আর কি বলবে বন্ধু—ফুলভিয়ার কথা কি বলবে, সমস্ত সেনা যখন রোমে ফিরে গেল তখন তোমায় না দেখতে পেয়ে তখন—

এণ্টনী । তখন—কি বল—খাম্লে কেন ।

ভীটাস । তখন সে যে শয্যা গ্রহণ করলে আর উঠল না ।

এণ্টনী । তবে ফুলভিয়া মরেছে ?

(ভীটাস নিরুত্তর—চোখ মুছিল)

এণ্টনী । বল ভীটাস বল, ফুলভিয়া বেঁচে আছে কি মরেছে ।

ভীটাস । মরেছে ।

এণ্টনী । যাক্—ঈশ্বর এত দিনে তার একটা ভ্রম সংশোধন করেছেন—স্বর্গের মন্দির কুসুমস্বর্গে নিয়ে গেছেন । ফুলভিয়া তোমার স্বপ্ন আজ সত্য হয়েছে, তুমি নক্ষত্রলোকে চলে গেছ আর এণ্টনীর হৃদয়রক্ত ঐ নাইল দিয়ে বইছে (অর্ধ স্বগতঃ) হায় ফুলভিয়া যদি তোমার কথা শুনতুম—মিশরে না আসতুম—যাক্, গেছে ।

(কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিল)

আর রোমের অন্য সংবাদ কি ভীটাস ।

ভীটাস । অক্টেভিয়াস রোমের একছত্র অধিপতি হবার চেষ্টা করছে—সমস্ত প্রজাগণকে অত্যাচারে প্রীড়িত করছে ।

এণ্টনী। আর রোমবাসী তা নিঃশব্দে সঙ্ক ফর্ছে এমন কি কেউ নেই যে তার প্রতিবিধান করে ?

ভীটাস। যদি তাই থাকবে, তবে তারা এণ্টনীর জন্য হাহাকার কর্কে কেমন ?

এণ্টনী। তবে কি বন্ধু আমার আবার রোমে ফিরে যেতে হবে, অক্টেভীয়াসের এ অত্যাচার বন্ধ কর্কে হবে ?

ভীটাস। হ্যাঁ বন্ধু ! তোমাকে ত সেই জ্ঞানই ডাক্তে এসেছি, চল বন্ধু, রোমে ফিরে চল, আবার শাস্তি সংস্থাপন কর্কে চল ।

এণ্টনী। আচ্ছা ভীটাস, তাই হবে, আমি রোমে আবার ফিরবো, অক্টেভীয়াসকে একবার শিক্ষা দোবো ।

ভীটাস। চল বন্ধু (উভয়ে অগ্রসর হইল—নেপথ্যে সঙ্গীতশ্রবত হইল, এণ্টনী চমকিয়া ফিরিল)

এণ্টনী। ঐ রাণী আস্ছে—ঐ সঙ্গীত শোনা যাচ্ছে—না ভীটাস আমি আর কোথাও যেতে পার্কোনো ।

ভীটাস। যেতে হবে। তোমায় না সঙ্গে নিয়ে ভীটাস এক পাও নড়বে না ।

এণ্টনী। না ভীটাস আমার অনুরোধ তুমি এখন থেকে যাও—আমি যেতে পার্কোনো ।

ভীটাস। আমি প্রতিজ্ঞা করে এসেছি, তোমায় না নিয়ে আমি ফিরবো না ।

এণ্টনী। প্রতিজ্ঞা করে এসেছ ?

ভীটাস। প্রতিজ্ঞা করে এসেছি ।

এণ্টনী। (ছুরি বাহির করিয়া) তবে দেখ ভীটাস এই ছুরি দেখ, তুমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকলে আমি আত্মহত্যা কোর্কো ? কেমন যাবে ? বল শীত্র বল । তুমি জানো ভীটাস ! এণ্টনী কথা ও কাজ এক সঙ্গে করে ।

ভীটাস । যাচ্ছি—বন্ধু যাচ্ছি ।

এণ্টনী । আবার দাঁড়ালে যে—তবে এখনি—(ছুরি তুলিয়া) ।

ভীটাস । যাচ্ছি, বন্ধু যাচ্ছি ।

[ভীটাসের প্রস্থান ।

এণ্টনী। (ছুরিকা ফেলিয়া দিয়া) একি,—এ নেশার ঝাঁক না খেয়ালের বল—কি কর্ছি ?—আকাশে সূর্য্য উঠেছে না অমাবস্কার অন্ধকার ঘিরে আছে,—কিছু বুঝতে পাচ্ছি না । ফুলভিয়া—ফুলাভয়া, রোন—রোম,—কান্না পাচ্ছে,—গলা চেপে ধরছে—কে—কে রক্ষা কর্বে—কে রক্ষা কর্বে—ক্রিওপেট্রা,—ক্রিওপেট্রা—ঐ আস্ছে—ঐ সঙ্গীত শোনা যাচ্ছে—(নেপথ্যে সঙ্গীত) যাই—যাই—পালাই—ক্রিওপেট্রা—ক্রিওপেট্রা ।

[বেগে প্রস্থান ।





হৃতীন্ন অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

মিশরের প্রান্তর ।

লাসো । (পরিক্রমণ করিতেছিল) কীর্তির উচ্চ-শিখর থেকে অধঃপতনের অতল গহবরে ছুটে চলেছে কেউ ফেরাতে পার্ছে না ।—এর্টনী ! তুমি যদি মরতে—এই মিশরে আসবার আগে মরতে—তোমার কীর্তি অক্ষুন্ন হয়ে বেঁচে থাকত—রোমকে লজ্জায় মুখ ঢাকতে হোত না ।

(ভীটাসের প্রবেশ)

ভীটাস । কে তুমি ? রোমান ? এই মিশরের প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন ?

লাসো । সে কথা তোমায় বোলবো না—আমি ভীটাসের সঙ্গে দেখা কর্তে চাই ।

ভীটাস । ভীটাস ত স্বেচ্ছামত সন্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে ।

লাসো। তুমি এণ্টনীৰ বন্ধু ভীটাস ?

ভীটাস। হাঁ—আমিই এণ্টনীৰ বন্ধু ভীটাস।

লাসো। তবে শোন ভীটাস ! আমি দারুণ মৰ্মব্যথা নিয়ে এই মিশরের প্রান্তরে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, বুকে কি জলন্ত আগুন নিয়ে রয়েছি। তুমিও রোমে ফিরলে এক মুহূর্তও সেখানে থাকতে পারবে না—অক্টেভীয়াসের দলের টিটকারী, এণ্টনীৰ দলের প্রতি ব্যঙ্গ, তোমার জীবনটাকে দুৰ্ব্বল করে তুলবে—তোমাকেও আমার মতন হৃদয়ে একটা জ্বালা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে—সে জ্বালা বিষেণ চেয়েও ভয়ানক—আগুনের চেয়েও জলন্ত।

ভীটাস। তা আর কি করবে রোমান ? তার আর কোন উপায় নেই।

লাসো। কেন ? এণ্টনীকে রোমে ফেরাতে পারলেও উপায় নেই ?

ভীটাস। না—সে আব রোমে ফিরবে না। আমি চেষ্টা করে দেখিছি।

লাসো। তুমি না ফেরাতে পারো—আমি একবার চেষ্টা করে দেখবো।

ভীটাস। তুমি আর কি করে চেষ্টা করে দেখবে রোমান ? আমি অনেকবার চেষ্টা করে দেখিছি।

লাসো। তবু ফেরাতে পারোনি ?

ভীটাস। না।

লাসো। অক্টেভীয়াসের অত্যাচারের কথা ফুলভিয়ার মৃত্যুর কথা বলেছিলে ?

ভীটাস। বলেছিলুম। ~~আমি~~ শোনেনি তার পায়ে ধরে



হৃতীন্ন অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

মিশরের প্রান্তর ।

লাসো । (পরিক্রমণ করিতেছিল) কীর্তির উচ্চ-শিখর থেকে অধঃপতনের অতল গহবরে ছুটে চলেছে কেউ ফেরাতে পার্ছে না ।—এর্টনী ! তুমি যদি মরতে—এই মিশরে আসবার আগে মরতে—তোমার কীর্তি অক্ষুন্ন হয়ে বেঁচে থাকত—রোমকে লজ্জায় মুখ ঢাকতে হোত না ।

(ভীটাসের প্রবেশ)

ভীটাস । কে তুমি ? রোমান ? এই মিশরের প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন ?

লাসো । সে কথা তোমায় বোলবো না—আমি ভীটাসের সঙ্গে দেখা কর্তে চাই ।

ভীটাস । ভীটাস ত স্বেচ্ছামত সন্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে ।

লাসো। তুমি এণ্টনীৰ বন্ধু ভীটাস ?

ভীটাস। হাঁ—আমিই এণ্টনীৰ বন্ধু ভীটাস।

লাসো। তবে শোন ভীটাস ! আমি দারুণ মৰ্মব্যথা নিয়ে এই মিশরের প্রান্তরে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, বুকে কি জলন্ত আগুন নিয়ে রয়েছি। তুমিও রোমে ফিরলে এক মুহূর্তও সেখানে থাকতে পারবে না—অক্টেভীয়াসের দলের টিটকারী, এণ্টনীৰ দলের প্রতি ব্যঙ্গ, তোমার জীবনটাকে দুৰ্ব্বল করে তুলবে—তোমাকেও আমার মতন হৃদয়ে একটা জ্বালা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে—সে জ্বালা বিষেণ চেয়েও ভয়ানক—আগুনের চেয়েও জলন্ত।

ভীটাস। তা আর কি করবে রোমান ? তার আর কোন উপায় নেই।

লাসো। কেন ? এণ্টনীকে রোমে ফেরাতে পারলেও উপায় নেই ?

ভীটাস। না—সে আব রোমে ফিরবে না। আমি চেষ্টা করে দেখিছি।

লাসো। তুমি না ফেরাতে পারো—আমি একবার চেষ্টা করে দেখবো।

ভীটাস। তুমি আর কি করে চেষ্টা করে দেখবে রোমান ? আমি অনেকবার চেষ্টা করে দেখিছি।

লাসো। তবু ফেরাতে পারোনি ?

ভীটাস। না।

লাসো। অক্টেভীয়াসের অত্যাচারের কথা ফুলভিয়ার মৃত্যুর কথা বলেছিলে ?

ভীটাস। বলেছিলুম। ~~আমি~~ শোনেনি তার পায়ে ধরে

কেন্দে বলেছি, সে আমার ছুরি দেখিয়ে বলেছে—ভীটাস তুমি চলে যাও তা' না হলে আত্মহত্যা কোর্কোঁ ।

লাসো । কি তার এতদূর অধঃপতন হয়েছে ? নিজের প্রাণের চেয়ে—জন্মভূমির কলঙ্কের চেয়ে—একটা রমণীর রূপ তার কাছে এত প্রিয় আর আমি তাকে ভক্তি করি ?—দেবতার ছায় পূজা করি ?—তার জনা প্রাণ দিতে চাই ?—ধিক্ আমাকে । না—না—ভীটাস ! তবে রোমান এন্টনীর মরেছে—বীর বিজয়ী এন্টনীর মরেছে—মিশরে বসে যে বিলাস স্রোত চালাচ্ছে, সে সে এন্টনীর নয়—একটা কলঙ্কিত কাপুরুষ লম্পট রোমান (ভীটাস নিরঙ্কুর মুখ নত করিল) ।

লাসো । কি ভীটাস ! কথা কোচ্ছোনা যে ? তুমিও তবে তাই মনে কর্ছ—তুমিও তবে বুঝতে পেরেছ, এ বিলাস স্রোতে বাধা না দিলে—অধঃপতনের পথ বন্ধ না করলে—রোমের মুখে, জন্মভূমির মুখে কালী পড়বে অষ্টেভিয়াসের ব্যঞ্জে রোমান এন্টনীর ভক্তদের রোম ছেড়ে চলে যেতে হবে ।

ভীটাস । বুঝেছি—কিন্তু কি করে কি কর্কোঁ রোমান ?

লাসো । কি করে কি কর্কে ?—সেই করবার জন্তাইত লাসো রোম থেকে এখানে ছুটে এসেছে ।

ভীটাস । কি কর্কে বলে ছুটে এসেছে ?

লাসো । এন্টনীর স্বইচ্ছায় না ফিরলে তাকে হত্যা করবো বলে ছুটে এসেছি । তার ঘণিত জীবন নিয়ে আর জ্বলকে বাঁচতে দোবো না—রোমের মুখে আর কালি ঢালতে দোবো না—তার অতীতকে কলঙ্কিত করতে দোবো না ।

ভীটাস । তুমি তার বন্ধু হ'য়ে—ভক্ত হ'য়ে তাকে হত্যা করবে ?
লাসো । এ সময়ে তার ভক্ত তাকে হত্যা করবে না ত তার
শত্রু তাকে হত্যা করবে ? তার ত তার অধঃপতন দেখে হাঃস্বে—
কলঙ্ক দেখে বিদ্রূপ কর'বে—তাদের ঘাতকও তাকে স্পর্শ করবে না ।

ভীটাস । ভক্ত হ'য়ে তাকে হত্যা কর'বে !

লাসো । আশ্চর্য্য হচ্ছ যে, একটু বুঝতে পাচ্ছে না ভীটাস ?
তুমি বুঝতে পাচ্ছে না দিগ্বিজয়ী বীর রোমান এণ্টনী অনেক দিন
মরছে তবে তার সঙ্গে তার কীর্ত্তি যশঃ গৌরব মরে কেন ? তার
ভক্ত তাদের রক্ষা করবে ।

ভীটাস । একি সত্য বলছ—তুমি এণ্টনীকে হত্যা ক'রবে বলে
এসেছ ?

লাসো । সত্য কথা—খুব সত্য কথা । আমার এই নিশ্বাসের
মত সত্য—আমার জীবনের মত নিশ্চয় (ছুরি বাহির করিয়া)
এই তীক্ষ্ণ ধার ছুরির মত ধ্রুব । সে না কিরলে তাকে আমি হত্যা
ক'রবো বলে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি ।

ভীটাস । না রোমান তাকে হত্যা ক'রোনা । আমার মিনতি
তুমি তাকে হত্যা ক'রোনা ।

লাসো । তোমার মিনতি ? তোমার মিনতি কি এণ্টনীর
অধঃপতনের চেয়ে বলবান ? রৌমের কলঙ্কের চেয়েও বেশী ?
অষ্টেভিয়ারের অত্যাচারের চেয়েও প্রবল ? বে আমি তোমার কথা
রাখবো ভীটাস ?

ভীটাস । না—তার এই হৃদয়ের দুর্বলতা একবার ক্ষমা করে ।

লাসো । আমি ক্ষমা করবো ? আমি ক্ষমা ক'রলেত জগৎ

ক্ষমা কর্বে না—রোম তার বিচার বন্ধ করবে না—অক্টেভিয়াস তার বিজ্ঞপ্তি শেষ করবে না ; আমি ক্ষমা করলে রোমের কলঙ্কও মুচবে না ।

ভীটাস । তবে কি হ'বে—

লাসো । তাকে হত্যা কর্বে ।

ভীটাস । নিশ্চয় ?

লাসো । নিশ্চয় কেউ রক্ষা করতে পারবে না ।

ভীটাস । না রোমান ! ভীটাস এণ্টনীর মৃত্যু দেখতে পার্কে না । তুমি আগে আমার হত্যা কর, তারপর এণ্টনিকে হত্যা কোরো ।

লাসো । তুমি দেখতে পারবে না—আর আমি দেখতে পার্কে ভীটাস ? এণ্টনীর এই দুঃসময়ে তোমার হৃদয়কে সবল কর্তে হবে ।

ভীটাস । না রোমান—আমি তা দেখতে পার্কে না—আমায় তুমি আগে হত্যা ক'রো (হাত ধরিল) ।

লাসো । আমার ত হত্যা ব্যবসা নয় ভীটাস যে আমি তোমায় হত্যা ক'রবো । আমি কর্তব্য কর্তে এসেছি কর্তব্য ক'রে চলে যাব ।

ভীটাস । তুমি ভীটাসকে হত্যা ক'রবে না ? এণ্টনিকেও রক্ষা ক'রবে না ?

লাসো । না ভীটাস ! আমি কর্তব্য কর্তে এসেছি কর্তব্য ক'রে চলে যাব ।

ভীটাস । তবে য়োহান্ন আমার একবার অবসর দাও—আমি আর একবার দেখি, এণ্টনিকে ফেরাতে পারি কি না—আর একবার দেখি ।

লাসো । দেখ ভীটাস—তাই দেখ—এণ্টনিকে ফেরাতে পার কি না আর একবার দেখ । তাই যেন হয় ভীটাস, এণ্টনী যেন ফেরে । লাসো আজ অনেক কষ্টে হৃদয়ে বল বেঁধে কঠোর কর্তব্য নিয়ে মিশরে ছুটে এসেছে, অনেক কষ্টে তার হৃদয়কে দৃঢ় ক'রেছে—আর সে পাচ্ছে না—ভেঙ্গে প'ড়ছে । তবু এ কর্তব্য পালন কর্তে হবে ।

ভীটাস । তাই হবে লাসো ! আর একবার দেখি, এণ্টনিকে ফেরাতে পারি কি না—যদি এণ্টনী না ফেরে তবে ভীটাস আত্মহত্যা কর্বে—তারপর তুমি তোমার কঠোর কর্তব্য করে চলে যেও, ভীটাস আর তা দেখতে আসবে না ।

লাসো । না,—না, চলো ভীটাস আর একবার চেষ্টা করে দেখি চলো—যদি এণ্টনী ফেরে । [উভয়ের প্রস্থান ।

[উদ্ভাস্ত ও ত্রস্তভাবে ফেরার প্রবেশ ও প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

মিশরের উদ্যান ।

(এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা)-

এণ্টনী । ক্লিও ।

ক্লিও । নাথ ।

এণ্টনী । আজ আমার জন্মদিন, তাই রোমের কথা মনে পড়ছে ।

ক্রিও । জানি নাথ—তাই আজ নগরীতে উৎসবের আয়োজন ক'রেছি । সমস্ত নগরবাসীর গৃহ আজ আলোকমালায় সজ্জিত করবার আজ্ঞা দিয়েছি, নগরবাসিগণ আজ আমাদের নগরের পথে দেখলে উল্লাসে জয়ধ্বনি করবে—তাদের উৎসবে আরো আনন্দ বর্ধিত হবে । চল আজ নগরীর কেমন শোভা হয়েছে দেখে আসি ।

এণ্টনী । না—ক্রিও । আজ আর কোথাও যাবো না । তোমাতে আমাতে আজ এই নিভূতে নির্জন কুঞ্জকাননে আমার জন্মোৎসব হবে । তোমার সৌন্দর্য্য আজ এই কাননকে আলোকিত কর্কে—তোমার প্রেম সে আলোককে আরও উজ্জ্বল করবে ।

ক্রিও । তবু নাথ—নগরবাসীর আজ আয়োজন করেছে—

এণ্টনী । আজ আর কোথাও যাচ্ছি না—তুমি একটা গান গাও শুনি ।

ক্রিও । আচ্ছা নাথ গাইছি ।

(ক্রিওপেট্রা একটা মন্দির বেদীর উপর বসিল, এণ্টনী পাশে হেলান দিয়া বসিল, পাশে একটা বাঁণা পড়িয়া ছিল

ক্রিওপেট্রা সেটা হাতে তুলিয়া গান ধরিল*)

(ফেরো পশ্চাতে ঘুরিতেছে)

(—গান শেষ হইলে, রঙ্গমঞ্চের কোণে ক্রিও ও এণ্টনীর অলক্ষ্যে ভীটাসকে বাধা দিতে দিতে একটি প্রহরী ও লাসোকে বাধা দিতে দিতে একজন প্রহরী দেখা গেল)

প্রহরী । কোনো রোমান এণ্টনীর সঙ্গে দেখা করতে পার্কে না—রাণীর হুকুম ।

* রঙ্গমঞ্চে জগৎকবি রবীন্দ্রনাথের "তুমি সন্ধ্যার মেঘ" গানটি গীত হয় ।

ভীটাস। ছেড়ে দাও একবার ছেড়ে দাও এই শেষবার ।

প্রহরী। না। (ভীটাসকে লইয়া গেল)

(হটাৎ লাসো হাত-ফস্কাইয়া এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রার
সম্মুখে উপস্থিত হইল)

লাসো। (এণ্টনীর সম্মুখে ছুরি খুলিয়া) স্বদেশহস্তার এই
পরিণাম—(ছুরি মারিবার জন্ত তুলিল—ফেরো ছুটিয়া গিয়া বুক
পাতিয়া দিল—ছুরি এণ্টনীর বুকে না পড়িয়া ফেরোর বুকে পড়িল—
ফেরো ক্লিওপেট্রার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িল, ছটফট করিতে
লাগিল—এণ্টনী উঠিয়া দাঁড়াইল, প্রহরীরা ছুটিয়া লাসোকে ধরিল)

এণ্টনী। তুমি রোমান হয়ে এণ্টনীকে হত্যা করবার জন্ত
এসেছ ? তুমি অক্টেভীয়াসের গুপ্তচর ?

লাসো। লাসো অক্টেভীয়াসের গুপ্তচর নয়, এণ্টনীর-ভক্ত,
রোমান ।

এণ্টনী। এণ্টনীর ভক্ত হয়ে এণ্টনীকে খুন কর্তে এসেছ !

লাসো। এণ্টনীকে খুন কর্তে আসি নি—এণ্টনীকে নরক
থেকে স্বর্গে পাঠাতে এসেছিলুম। তোমার কলঙ্ক রোমের কলঙ্ক
স্থালন কর্তে এসেছিলুম—তোমাকে তোমার অধঃপতনের পথে বাধা
দিতে এসেছিলুম—তোমাকে এই কুলটা নারীর দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে
মুক্ত কর্তে এসেছিলুম ।

এণ্টনী। (লাসোর কথার আরম্ভের সময় মুখ নত করিয়া
ছিল—‘কুলটা নারী’ শুনিত্তে মুখ তুলিয়া) : চুপ কর, বাহিরে চল !
প্রহরী ছেড়ে দাও ।

(এণ্টনী লাসোর-হাত ধরিয়া বাহিরে গেল)

ক্রিও। (ফেরোর দিকে চাহিল) ফেরো! এণ্টনীকে হত্যা কর্তে আসবে তুমি আগে জানতে পেরেছিলে?

ফেরো। পেরেছিলুম।

ক্রিও। তবে জানালে না কেন?

ফেরো। সে তার কর্তব্য কর্তে এসেছে আমি বাধা দোবো কেন রাণী?

ক্রিও। তবে তুমি নিজের বুকে ছুরি নিয়ে এণ্টনীকে বাঁচালে কেন?

ফেরো। তোমাকে ভালবাসি বলে রাণী। আমি বুঝেছি রাণী তুমি এণ্টনীকে প্রাণের চেয়েও ভালবাস—এণ্টনী মরলে তুমি এক মুহূর্তও বাঁচতে পার্বে না। তার আগে ফেরো মর্তে চার।

ক্রিও। বুব্বুম।

(এণ্টনীর প্রবেশ)

এণ্টনী। (স্বগতঃ বলিতে বলিতে) উঃ—আমার এতদূর অধঃপতন হয়েছে!—আমি রোমের নামে এত দূর কলঙ্ক এনেছি! আমারই অমুরক্ত রোমান আজ আমার তাই স্নগায়, প্রাণের আবেগে হত্যা কর্তে এসেছে!—আমি এত দূর স্নগ্য অপদার্থ কলঙ্কিত। এতদূর ধ্বংসের পথে নেমে গেছি! আমার সাধের রোম আজ অস্তিত্বীয়াসের অত্যাচারে প্রপীড়িত হচ্ছে—আর আমি এখানে অলস আনন্দ উপভোগ করছি। কি কোর্কো—রোমে ফিরবো!

(ক্রিওর দিকে চাহিয়া ও ফেরোকে দেখিয়া শিহরিয়া)

একি? রাণী! যে মিশরবাসী আমার প্রাণ রক্ষার জন্য হাতকের

ছুরির সম্মুখে তার নিজের বুক পেতে দিয়েছে যে ঐখানে পড়ে রয়েছে—তার গুশ্রফার এখনো কোনো বন্দোবস্ত হয়নি।

ক্রিও। আর গুশ্রফা নিষ্ফল—ও আর বাঁচবে না।

এণ্টনী। বাঁচবে কি মর্কে কে বলতে পারে রাণী (ফেরোর কাছে গিয়া) এই যে এখনো এর দেহে শ্রাণ রয়েছে—এখনো গুশ্রফা কল্পে বাঁচতে পারে। প্রহরী!

(চারিজন প্রহরীর প্রবেশ)

—একে চিকিৎসকের গৃহে বহন করে লয়ে যাও, একে বহু সহকারে চিকিৎসা কর্তে বোলো—জেনো এর জীবন এণ্টনীর জীবনের চেয়েও প্রিয়। (বহন করিবার জন্ত ফেরোকে তুলিল) না—আমিও যাই, আমি নিজে চিকিৎসককে অনুরোধ করে আসি।

(ক্রিও মুখ নত করিয়া রহিল)

[এণ্টনী প্রহরীবাহিত ফেরোর সহিত প্রস্থান করিল।

ক্রিও। (স্বগতঃ) তাহিত এণ্টনীকে কি করে রক্ষা কর্কো—গুপ্তঘাতক তাকে হত্যা কর্কার জন্ত ঘুর্ছে—একজন ধরা পড়বে আর একজন আসবে—গুপ্তঘাতক শাসন মানে না, শাস্তি মানে না—গুপ্তঘাতকের অন্ত্র সর্পের চেয়েও ক্রুর ব্যাঘ্রের চেয়েও হিংস্র, তাহিত কি করি—কি করে এণ্টনীকে রক্ষা কর্কো?

(বেগে ভীটাসের প্রবেশ পশ্চাতে প্রহরী)

(ভীটাস আসিয়া রাণীর সম্মুখে জাহু পাতিল)

(প্রহরী ধরিবার জন্ত ছুটিয়া গেল)

ক্রিও। কে তুমি?—রোমান্—গুপ্তঘাতক?

—প্রহরী কি দেখছ একে মিশরের সমুদ্র তীরে রেখে এসো।

(প্রহরী ভীটাসের হাত ধরিয়া তুলিল ভীটাস ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে)

ভীটাস । না রাণী আমি কাউকে হত্যা কর্তে আসিনি—আমি গুপ্তঘাতক নয়—আমি এণ্টনীর বন্ধু ভীটাস ।

ক্লিও । এখানে কেন ?—যাও—শান্তি পাবে ।

ভীটাস । তোমাকে স্মধু দুটো কথা জানাতে এসেছি রাণী, সে কথা বলতে দাও—তারপর যা শান্তি দেবার হয় দিও ।

ক্লিও । আচ্ছা প্রহরী ওকে ছেড়ে দাও—কি বলবে বল ।

(প্রহরী মুক্ত করিল)

ভীটাস । রাণী ! আজ আমি সমস্ত রোমবাসীর পক্ষ থেকে তোমার নিকট একটা প্রার্থনা নিয়ে এসেছি, অভয় দাও—তোমার চরণে নিবেদন করি ।

ক্লিও । ভূমিকার প্রয়োজন নাই—কি বলবার আছে বল ।

ভীটাস । আজ সমস্ত রোম অক্টেভীয়াসের অত্যাচারে বিধ্বস্ত হচ্ছে—সমস্ত রোমবাসী তাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শঙ্কিত হয়েছে—

ক্লিও । বেশ ।

ভীটাস । রোমের ঘরে ঘরে আজ ক্রন্দনের রোল উঠেছে, রোমবাসী আজ ভবিষ্যতের দিকে হতাশ ভাবে চেয়ে রয়েছে, আজ তাদের সাহুনা দেবার কেউ নেই—কেউ নেই যে তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করে ।

ক্লিও । তা মিশরের সম্রাজ্ঞী কি করবে ? সে কথা আমার বলছ কেন ?

ভীটাস । তুমি সব কর্তে পার রাণী - তুমি ছাড়া রোমকে এ বিপদ থেকে কেউ রক্ষা কর্তে পার্বে না।—তুমি যদি এণ্টনীকে একবার ছেড়ে দাও—একবার তাকে মুক্ত করে দাও—

ক্লিও । কি বলছ তুমি ? আমি এণ্টনীকে কারারুদ্ধ করে রেখেছি—যে আমি মুক্ত করে দোবো ?

ভীটাস । তুমি কারারুদ্ধ করনি বটে, কিন্তু এণ্টনী আজ স্বৈচ্ছায় মিশরের প্রাসাদে কারারুদ্ধ হয়ে রয়েছে ।

ক্লিও । তাই যদি হ'য়ে থাকে, আমি আজ্ঞা দিচ্ছি, তুমি এণ্টনীকে এখন রোমে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, কেউ বাধা দেবে না ।

ভীটাস । তুমি আমার আজ্ঞা দিলে ত আর এণ্টনী ফিরবে না—তুমি এণ্টনীকে রোমে না পাঠালে তাকে কেউ রোমে নিয়ে যেতে পার্বে না । তাই আজ তোমার কাছে ছুটে এসেছি—তাই আজ ভীটাস সমস্ত রোমবাসীর পক্ষ থেকে তাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তোমার পায়ে ধরে মিনতি করে বলছে (পায়ে ধরিল) দাও—রাণী—এণ্টনীকে রোমে একবার পাঠিয়ে দাও—বল—বল, তুমি রোমের এ প্রার্থনা পূর্ণ কর্বে ? বল ।

ক্লিও । এত শীঘ্র কোনও সম্রাজ্ঞী তার অভিমত প্রকাশ কর্তে পারে না—তুমি এখন যাও অবসর মত উত্তর পাবে (ভীটাস দাঁড়াইল) দাঁড়িয়ে রইলে যে—আর কিছু বলবার আছে ?

ভীটাস । না ।

ক্লিও । এখন যাও—অবসর মত উত্তর পাবে ।

ভীটাস । তবে রোম কি আশা কর্তে পারে যে এণ্টনীকে তারা ফিরে পাবে— !

ক্রিও। আমি একবার উক্তর দিয়েছি—আবার ঐ কথা জিজ্ঞাসা কর্ছ ? যাও। তবু দাঁড়িয়ে রইলে যে—গ্রহরী একে নিয়ে যাও—প্রাসাদের বাহিরে রেখে এস—

[ভীটাসকে লইয়া গ্রহরীর প্রস্থান ।

ক্রিও। হাঃ—হাঃ—বিজয়োদ্ধত সুসভ্য রোম আজ অসভ্য মিশরের পায়ে ধরে তার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সাহায্য ভিক্ষা কর্ছে—যত ভাবছি, মনে আনন্দ হচ্ছে। আজ মিশরের কি গৌরব!—ক্রিওপেট্রার কি গৌরব! কিঙ্ক তাইত—এন্টনীকে রোঁষে পাঠিয়ে দোবো—তাকে ভালবেসে ফেলেছি, বড় ভালবেসে ফেলিছি—আমি তাকে ছেড়ে মিশরে কি করে একলা থাকবো

(ভাবিতে ভাবিতে, কিয়ৎক্ষণ পরে)

না—না, ক্রিওপেট্রা তা হবে না—তোমার হৃদয়কে একবার দমন কর্ছে হবে—মিশরের রাণীর এ গৌরব আর জীবনে হবে না। সমস্ত রোম—সমস্ত জগত—আর তার এ মহিমা দেখতে পারে না।—আজ যদি এন্টনীকে রোমে পাঠিয়েদি সমস্ত রোমবাসী কৃতজ্ঞতার এই পায়ে লুটিয়ে পড়বে—তারা বুঝবে—জগত বুঝবে—ক্রিওপেট্রা সুধু নারী নয় সুধু বিলাসে ডুবে থাকে না—সেও সম্রাজ্ঞী সেও রাজার আচরণ জানে—আর মিশর অসভ্যদেশ হলেও সুসভ্য রোমকে তার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সাহায্য কর্ছে পারে। তাই হবে, বৃকে বল বেঁধে এন্টনীকে রোমে পাঠাব।

তৃতীয় দৃশ্য ।

রোম—অক্টোভিয়াসের মন্ত্রণা গৃহ ।

(অক্টোভিয়াসের প্রবেশ ও তৎপশ্চাতে একজন যোদ্ধা)

যোদ্ধা । সংবাদ পাওয়া গেছে—এণ্টনী মিশর ছেড়ে রোমের অভিমুখে যাত্রা করেছে ।

অক্টে । আমিও শুনেছি—তার জন্য প্রস্তুতও হয়েছি ।

যোদ্ধা । এতে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হবার কিছু নেই—সুধু এণ্টনী একলা আসছে, সঙ্গে পার্শ্বচর ভিন্ন আর কোনো সৈন্য নেই ।

অক্টে । তার সঙ্গে কোনো সৈন্য না থাকতে পারে, কিন্তু তুমি জান নাকি রোমান্ বিংশ সহস্র রোমবাসী এখানে তার আগমন প্রতীক্ষা করছে—এণ্টনী রোমে পদার্পণ কলেই, তারা এণ্টনীর নেতৃত্বে অক্টোভিয়াসকে আক্রমণ করবে ।

যোদ্ধা । তার জন্য কি ভয় করছেন মহানুভব আপনার ! সৈন্যের মিলিত নিশ্বাসে তারা রোমের বাহিরে উড়ে চলে যাবে ।

অক্টে । জেনো রোমান—বীর তুমি ! শত্রুকে কখন অবজ্ঞা করতে নাই । আমাকে আজ সশস্ত্র হয়ে এণ্টনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে । এই জয় পরাজয়ের উপর রোমের ভবিষ্যৎ, অক্টোভিয়াসের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে । এ যুদ্ধে অক্টোভিয়াস হারলে তাকে রোম ছেড়ে কোন অজ্ঞাত প্রদেশে লুকিয়ে থাকতে হবে ।

যোদ্ধা । আমাদের যখন নৌবল বেশী, সৈন্যবল বেশী, তখন আমাদের পরাজয় হবার আশঙ্কা নেই মহানুভব ।

অক্টে । আশঙ্কা না থাকলেও আশঙ্কা আছে ।

(প্রহরীর প্রবেশ ।)

প্রহরী । এন্টনীর তরণী রোমের উপকূলে এসে উপস্থিত হয়েছে ।

অক্টে । বেশ ! আমার সমস্ত সৈন্যকে বুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বল—আমি যাচ্ছি ।

[প্রহরীর প্রস্থান ।

(যোদ্ধাকে) আর তুমি রোমান—পম্পিকে সংবাদ দাওগে—
সে যেন তার সমস্ত রণতরি নিয়ে আমার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকে । যাও আর বিলম্ব ক'রনা ।

[যোদ্ধার প্রস্থান ।

(অক্টেভীয়ার প্রবেশ ।)

অক্টেভিয়া । না অক্টেভিয়াস ! এ যুদ্ধ হ'তে পারে না ।

অক্টে । কে ? দিদি ! তুমি এ সময়ে, এখানে, এই রোমের
মস্ত্রণাগৃহে কিসের জন্য ?

অক্টেভিয়া । আমি তোমাকে এই যুদ্ধ থেকে নিরত করবার
জন্য এসেছি ।

অক্টে । কেন দিদি তুমি আমার যুদ্ধ থেকে নিরত করলে
এসেছ ?

অক্টেভিয়া । না—তুমি যুদ্ধ করতে পারবে না ।

অক্টে। কেন দিদি এ অদ্ভুত কথা আজ বলছ? এ যুদ্ধ না করলে এণ্টনীয় বড় কি অক্টেভীয়াস বড়, সে প্রমাণের আর সুযোগ আসবে না।

অক্টেভীয়াস। না, সে প্রমাণ করে আর কাজ নেই অক্টেভীয়াস।

অক্টে। এ যুদ্ধ জয় করে রোমের একছত্র সম্রাট হয়ে রাজত্ব করবো—আর বিজয়োদ্ধত এণ্টনীয় মস্তক এই পায়ে লুটিয়ে পড়বে—একি কম গৌরব দিদি?

অক্টেভীয়াস। না অক্টেভীয়াস! তবু এ যুদ্ধে কাজ নাই।

অক্টে। কেন বারণ ক'রছ দিদি?

অক্টেভীয়াস। অক্টেভীয়াস! এ যুদ্ধ রোমানে মিশরে নয়, রোমানে অসভ্য জাতিতে নয়, এ যুদ্ধ রোমানে রোমানে—ভায়ে ভায়ে। এ যুদ্ধে তুমি বিজয়ী হ'লেও রোম কাঁদবে, এণ্টনীয় বিজয়ী হ'লেও রোম কাঁদবে। এই মহাযুদ্ধে সমস্ত রোম পরিবারের মধ্যে একটা গগনভেদী আর্দ্রনাদ জেগে উঠবে। এই সুসভ্য রোম একটা বিরাট শ্মশানে পরিণত হবে। না ভাই—এ যুদ্ধে কাজ নাই! তুমি এ যুদ্ধ করতে পারবে না।

অক্টে। আমি যুদ্ধ করতে পারব না! এই জন্যই কি দিদি, তুমি পিতৃব্যের বীর্ঘ্য-গাথা বলে, রোমের গৌরব-কাহিনী বলে আমার বালক-হৃদয় অপূর্ব তেজে সঞ্জীবিত করেছিলে? তুমিই ত রোমের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনকর্তা হবার অভিলাষ হৃদয়ে জাগিয়ে দিয়েছিলে—আর সেই সুযোগ যখন উপস্থিত, তুমিই তখন কলতে এশেছ আমি এ যুদ্ধ ক'রব না।

অক্টেভীয়া । শোন অক্টেভীয়াস ! তোমায় যেমন বীৰ্য্য-গাথা বলে বীর-হৃদয় গঠিত করেছি, তেমনিও ত তোমায় রোমকে জ্বালবাসতে শিখিয়েছি—সে কথা ভুলে যাচ্ছ কেন অক্টেভীয়াস ? জেনো অক্টেভীয়াস ! নিজের মান, অপমান, প্রাণ পর্য্যন্ত রোমের কাছে তুচ্ছ ।

অক্টে । তবুও দিদি, আমি অনেকদূর এগিয়েছি ! আর কি করে ফিরব ?

অক্টেভীয়া । ফিরতে হবে ! এগুলোও ফিরতে হবে । আমার অমুরোধ ফিরতে হবে ।

অক্টে । তোমার অমুরোধ—ফিরতে হবে ?

অক্টেভীয়া । হ্যাঁ অক্টেভীয়াস ! আমার প্রাণের একান্ত অমুরোধ তুমি এ যুদ্ধ ক'রনা । তুমি রোমকে ধ্বংসের পথে টেনে নিরে যেওনা । তুমি আমার কখন অবাধ্য হওনি, এবার আমার কথা রাখ অক্টেভীয়াস !

অক্টে । তাই হবে দিদি আমি তোমার কখন অবাধ্য হইনি এবারও অবাধ্য হব না । তুমি যে শৈশবে মাতৃহীন অক্টেভীয়াসকে মাতার স্নেহ ভয়ীর আদর দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলে, সে কৃতঘ্ন নম্ব দিদি—তোমার কথাই থাকবে । এ যুদ্ধ করবো না ।

অক্টেভীয়া । বেশ—ভাই—বেশ ।

অক্টে । কিন্তু দিদি এগটনী যদি আক্রমণ করে ?

অক্টেভীয়া । তাইত—তাইত—অক্টেভীয়াস । এগটনী যদি আক্রমণ করে ?

অক্টে । তা হ'লে কি দিদি একলক্ষ সৈন্ত নিয়ে ইীনবীৰ্য্য

কাপুরুষের মত অক্টেভীয়সেকে এণ্টনীর বিংশসহস্র সৈন্যের নিকট পরাভব স্বীকার করে রোম থেকে পালিয়ে যেতে হবে—জুলিয়াস-সীসরের নামে নিজ হাতে কলঙ্ক লেপন করে দিতে হবে। এণ্টনীর বিজয়বাহিনী রোমের উপর দিয়ে তাণ্ডব নৃত্যে সব ধ্বংস করে চলে যাবে আর অক্টেভীয়াসের সমস্ত সেনা কোষবদ্ধ অসি নিয়ে তাই দেখবে, আর অশ্রু বিসর্জন করবে—কেউ অসি মুক্ত কর্তে পারবে না ?

অক্টেভিয়া। তাইত অক্টেভীয়াস—আমি ত সে কথা আগে ভাবিনি—এণ্টনী যদি আক্রমণ করে। (কিছু পরে)—না অক্টেভীয়াস এণ্টনীকেও আমি এ যুদ্ধ কর্তে দোবো না—তার সমগ্র সৈন্যের সম্মুখে বোলবো যে ওরে তোরা শোন—যে জুলিয়াস সীসার আজ তোদের প্রাণে শক্তি জাগিয়ে দিয়ে গেছে সেই সীসরের ভক্তপুত্রী আজ তোদের সম্মুখে নতজান্নু হয়ে একটা করুণা ভিক্ষা করছে—তোরা রোমকে—সীসারের সাধের রোমকে ধ্বংস করিসনে। আর আমি এণ্টনীর সামনে এষ্টনি করে দাঁড়িয়ে বোলবো—যে অক্টেভীয়ার পিতৃবোর হত্যার সুযোগে আজ তুমি রোমের শাসনকর্ত্তা হয়েছ সে অক্টেভিয়া আজ তোমার কাছে একটা ভিক্ষা করতে এসেছে—সীসারের সাধের রোমকে তুমি নিজ হাতে ধ্বংস করো না—এণ্টনী উচ্চাকাঙ্ক্ষী হলেও মহানুভব—শঠ হলেও যোদ্ধা—সে আমার কথা রাখবে।

অক্টে। যদি না রাখে দিদি !

অক্টেভিয়া। রাখবে—নতজান্নু হয়ে পায়ে ধরে মিনতি করে বলবো—রাখবে।

অক্টে। তাতেও যদি না রাখে ।

অক্টেভিয়া। তাতেও যদি না রাখে ক্ষতি নাই অক্টেভিয়াস !
তখন অক্টেভিয়াসে অপমানের প্রতিশোধ নেবে, তোমার একলক্ষ
রোমান এণ্টনীর মুষ্টিমেয় বাহিনীকে টাইবারের জলে নিমজ্জিত করে
দেবে—এণ্টনীর চিহ্ন পর্য্যন্ত রোমে থাকবে না । ক্ষতি নাই
অক্টেভিয়াস তখন যদি রোম ধ্বংস হয় ।

অক্টেভিয়াস । তোমার যা ইচ্ছা দিদি—তাই কোরো ।

অক্টেভিয়া । চল অক্টেভিয়াস—এণ্টনীর সংবাদ লইগে ।

[উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য ।

রোম—এণ্টনীর কক্ষ ।

মন্ত্রী, ফিলো ও সভাসদগণ ।

(এণ্টনীর প্রবেশ)

ফিলো । আসতে আজ্ঞা হোক ! আসতে আজ্ঞা হোক !
তোরা কে আছিস, নগরবাসীদের আজ উৎসব করতে বলে দে ।
এণ্টনী আজ এক বৎসর পরে বৃদ্ধ জয় করে রোমে ফিরেছে ।

এণ্টনী । কেন বন্ধু ? আমার হৃদয় অল্পতাপানলে দগ্ধ হচ্ছে,
তার উপর আর বিক্রপের শ্লেষ বর্ষণ ক'চ্ছ । হায় ! যদি আমি
নিশরে না যেতুম, ক্লিওপেট্রাকে না দেখতুম।—

ফিলো। তা হচ্ছে আপনার আরা অল্পতাপ হ'তো। জগতের একটি অপূর্ণ সৃষ্টি দেখতে বাকী থেকে যেত।

এণ্টনী। তা হ'লে ফুলভিয়ার ম'রত না। এণ্টনীকে শূন্য-গৃহে ফিরতে হ'ত না।

ফিলো। ভগবান ত আর একটি স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেননি যে, ফুলভিয়ার জন্য দুঃখ করবেন—একজন গেছে আর একজন ইচ্ছা করলেই পাবেন।

এণ্টনী। না ফিলো! আমি যদি মিশরে না যেতুম ত রোমে এ বিপ্লব হ'ত না—অক্টেভীয়াস লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করতে পারত না।

ফিলো। অক্টেভীয়াস লক্ষ রোমান সংগ্রহ করেছে? তার জন্য আর কি হয়েছে? না হয় হেরে যাবেন, বন্দী হবেন। না যুদ্ধ করে মিশরের প্রাসাদে বন্দী হওয়ার চেয়ে ত ভাল।

এণ্টনী। হেরে যাব? অজেয় এণ্টনী যুদ্ধে হেরে যাবে!

ফিলো। যুদ্ধে এক পক্ষ হারবেই, তার জন্য ভাবনা কি?

এণ্টনী। ভাবনা? ভাবনা কিছুই নাই। এক লক্ষ রোমানকে এণ্টনী বিংশ সহস্র নিয়ে হারিয়ে দিতে পারে—সে কিছু অসম্ভব নয় ফিলো!

ফিলো। তবে আর কি? হারাতে পারেন ত—হারিয়ে দেবেন।

এণ্টনী। না, কিন্তু—কিন্তু—পম্পি অক্টেভীয়াসের দলে যোগ দিয়েছে। তার নৌবল যথেষ্ট।

ফিলো। যদি একলক্ষ রোমান-সুদূর অক্টেভীয়াসকে হারাতে পারেন, তবে আর পম্পিকে হারাতে পারবেন না।

এণ্টনী। না ফিলো তা পারবো না—আমার একখানিও রণতরী নাই ।

ফিলো। সংগ্রহ করুন ।

এণ্টনী। সংগ্রহ করবো—কোথা থেকে করবো ?

ফিলো। কেন মিশর ত রণতরীর জন্ম বিখ্যাত, তাদের যুদ্ধে হারিয়ে এলেন আর গোটাকতক রণতরী সঙ্গে আনলেন না ।

এণ্টনী। ঠিক বলেছ ফিলো—মিশর জলযুদ্ধের জন্য বিখ্যাত আমার রণতরী না থাকলেও ক্রিপেট্রার আছে,—সে এণ্টনী বিপন্ন সংবাদ শুনলে নিশ্চয়ই তার সমস্ত রণতরী নিয়ে আমার সাহায্যে ছুটে আসবে । —তাই হবে ফিলো আমি ক্রিপেট্রার কাছে এখনি সাহায্য প্রার্থনা করে পত্র লিখবো । প্রহরী—

(প্রহরীর প্রবেশ)

—দূতকে সংবাদ দাও ।

[প্রহরীর প্রস্থান ।

মন্ত্রী। দাসের একটা বক্তব্য আছে ।

এণ্টনী। কি বল ।

মন্ত্রী। আপনি এ যুদ্ধ করবেন না ।

এণ্টনী। কেন মন্ত্রী তুমি ও কথা বলছ ?

মন্ত্রী। না মহানুভব তুমি রোমের ধ্বংস নিজ হাতে কোরো না, এ রোমানে রোমানে যুদ্ধ রোমের ধ্বংস অনিবার্য ।

এণ্টনী। জানি মন্ত্রী, এ যুদ্ধে রোমের ধ্বংস অনিবার্য কিন্তু কি করে অক্টোভিয়াসের অধীনতা স্বীকার করে এণ্টনী রোমে বেঁচে থাকবে মন্ত্রী ?

মন্ত্রী । তা হ'লে রোম ধ্বংস হয়ে যাবে ।

এণ্টনী । তার আর আমি কি করবো ?—এক লক্ষ রোমান, যদি তাদের মাতৃভূমির সর্বনাশ নিজ হাতে ডেকে নিয়ে আসে—তবে আমি একা কি করে বাধা দোবো মন্ত্রী ?

মন্ত্রী । তবু—

এণ্টনী । না মন্ত্রী আর আমাকে মিথ্যা অনুরোধ কর্তে এস না—আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছি । অক্টেভীয়াস যুদ্ধ চাইছে তাকে যুদ্ধে দিতে হবে । আমি যদি আজ যুদ্ধ না করি, অক্টেভীয়াস ভাববে যে এণ্টনী প্রাণভয়ে ভীত হয়েছে । আমার দেখে অবজ্ঞার হাসি হাসবে ; এণ্টনী তা সহ করতে পারবে না । এবার সমগ্র রোমকে, সমগ্র জগতকে জানাব এণ্টনী প্রৌঢ় হয়েছে বটে, কিন্তু এখন সে মরেনি । এণ্টনী সৈন্যহীন হলেও কাপুরুষ নয় । এখনও তার ধমনীতে রক্তস্রোত বইছে ।

(দূতের প্রবেশ ।)

—দূত ! যাও শীঘ্র মিশরে যাত্রা কর । এই পত্রখানি মিশরের রাণীর হাতে দিও ।

[দূতের প্রস্থান ।

(লাসোর প্রবেশ ।)

—লাসো এসেছ ! আমি তোমারই অপেক্ষা করছিলাম । চল, তোমার সংগৃহীত সৈন্যদের একবার দেখে আসি ।

লাসো । মহানুভব ! রোমের শ্রেষ্ঠ-বীর সকল, লাসো আজ এণ্টনীর সৈন্যদলে নিয়ে এসেছে । তারা অল্প সংখ্যক হলেও অক্টেভীয়াসের এক লক্ষকে অবলীলায় হারিয়ে দেবে ।

এণ্টনী । বেশ করেছ লাসো—তুমি আমার উপযুক্ত সেনাপতি হয়েছ । [এণ্টনী ও লাসোর প্রস্থান ।]

ফিলো । যুদ্ধটা তা হলে ভাল রকম বাধল দেখছি ।

মন্ত্রী । তাইত ফিলো এ যুদ্ধ বন্ধ করবার ত উপায় দেখছি না—রোম ধ্বংস হয়ে যাবে ।

ফিলো । তা আর আমরা কি করবো ।

মন্ত্রী । না ফিলো এ যুদ্ধ বন্ধ কর্তে হবে ।

ফিলো । এ যে মন্ত্রী বাঘে বাঘে লড়াই—হুটো বাঘকে এক সঙ্গে বাঁধতে পারলে তবে এ যুদ্ধ বন্ধ হবে—একটা বাঘ ছাড়া পেলেই আর একটার ঘাড়ে কামড়ে ধরবে ।

মন্ত্রী । তাই ত ফিলো ।

ফিলো । আবার যে বাঁধবে তাকে কোনটা না কামড়ে ধরে ।

মন্ত্রী । ঠিক তাই ।

ফিলো । এমনি একটা লোক ভেবে ঠিক কর্তে হবে, তবে এ যুদ্ধ থামবে ।

মন্ত্রী । তাইত ফিলো এমন কে রোমে আছে যার কথা এণ্টনী অস্ত্রভীয়াস হুজনেই শুনে যুদ্ধ বন্ধ করে ?

ফিলো । সেটা ভেবে বার কর্তে হবে—এত শীঘ্র কি বলা যায় !

মন্ত্রী । আচ্ছা—ভেবে বার কর দেখি ।

ফিলো । এই কথা—আচ্ছা আমি ভেবে ঠিক করছি ।

মন্ত্রী । তাইত এমন কে লোক রোমে আছে যে উভয়কে বন্ধিয়ে বলে—এ যুদ্ধ কাজ নেই তোমরা যেমন শাসন করছিলে কর—যুদ্ধ কোরো না ।

ফিলো । হ'ম্ (ভাবিতে ভাবিতে) আচ্ছা—মন্ত্রী মশায় দুটো বাঘকে একসঙ্গে বাঁধতে পারে—

মন্ত্রী । হ্যাঁ ।

ফিলো । অথচ তাকে এরা না কাশড়ায় ।

মন্ত্রী । ঠিক তাই ।

ফিলো । ঠিক তাই?—না—আচ্ছা—ঠিক ঠাউরেছি ।

মন্ত্রী । কে ? (আগ্রহে)

ফিলো । নাঃ—কেউ নয়—না—না কেউ নয় বা কেন ?
কেউ—অক্টেভীয়া ঠিক অক্টেভীয়া ।

মন্ত্রী । অক্টেভীয়া ?—অক্টেভীয়াসের ভগ্নী হয়ে এ যুদ্ধ মিটিয়ে দেবে ?

ফিলো । নিশ্চয়ই দেবে—দেওয়াতে পারলেই দেবে ।

মন্ত্রী । তার ভাই এই যুদ্ধ জয় করে রোমের একছত্র অধিপতি হ'বে আর সে এ যুদ্ধ মিটিয়ে দেবে ! কি বলছ তুমি ?

ফিলো । অক্টেভীয়াসের ভগ্নী ত সে জন্মাবধি আছে কিন্তু কোন মতে তাকে যদি এগ্টনীর পত্নী করে দেওয়া যায় তা হ'লেই হ'ল ।

মন্ত্রী । এ পাগলানি নয় ফিলো ।

ফিলো । কি জান মন্ত্রী তাহ'লে অক্টেভীয়াস তার ভগ্নীপতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক'রতে পারবে না, আর অক্টেভীয়াস এগ্টনীর বড় কুটুম, সেও অবাধ্য ।

মন্ত্রী । কি বক'ছ ফিলো ? অক্টেভীয়া তাতে রাজী হ'বে কেন ? তুমি কি দেখনি ফিলো এগ্টনীর নামে অক্টেভীয়া ভ্রুকুণ্ডিত ক'রে মুখ চূণায় ফিরিয়ে নিয়েছে ।

ফিলো । সব জানি কিন্তু তবু একবার চেষ্টা ক'রে দেখলে হয় না ?

মন্ত্রী । সে অসম্ভব ফিলো ।

(অক্টেভীয়ার প্রবেশ)

অক্টেভিয়া । সে অসম্ভব নয় মন্ত্রী সে সম্পূর্ণ সম্ভব ।

মন্ত্রী । কে ?—অক্টেভিয়া !

অক্টেভিয়া । হাঁ মন্ত্রী অক্টেভিয়া—রোমের জন্য—রোমের কল্যাণের জন্য—রোম রক্ষার জন্য সে প্রাণ দিতে পারে মন্ত্রী—হৃদয় বলি দেওয়া তার কাছে তুচ্ছ কথা ।

ফিলো । [অর্দ্ধ স্বগত] মিলছে—মিলছে ।

অক্টেভিয়া । এ বিবাহে যদি রোম ধ্বংস থেকে রক্ষা পায় মন্ত্রী তাই ঠিক কর—অক্টেভিয়া এ বিবাহ করবে ।

মন্ত্রী । [অর্দ্ধ স্বগত] কি শুনছি—এ স্বপ্ন না সত্য । না—না আপনি এন্টনীর এই হৃদীনে রোমের এই হৃদীনে আমাদের বিক্রপ কর্তে এসেছেন ।

অক্টেভিয়া । এ স্বপ্ন নয়—এ বিক্রপ নয়—অক্টেভিয়া জীবনে এত গম্ভীর সত্য কখনও বলেনি ।

(সকলে নীরব)

কি ভোনরা চূপ ক'রে রইলে যে—বিশ্বাস কর্ছো না—সিজারের ভ্রাতুষ্পুত্রী অক্টেভিয়াসের ভগ্নী এন্টনীকে যে বিবাহ কর্তে পারে এ কথা সত্য হ'লেও অসম্ভব—বিক্রপ বুলে মনে কর্ছো ? বেশ তোমরা বিশ্বাস না কর কোরোনা—এন্টনী কোথা গেছে বলতে পার ?

মন্ত্রী । এইমাত্র প্রাসাদে গেছে ।

অক্টেভিয়া । তবে চল মন্ত্রী বিশ্বাস না হয় দেখবে চল এ স্বপ্ন কি সত্য—বিদ্রূপ কি অন্তরোক্তি । চল মন্ত্রী চল দেখবে চল—কেমন ক’রে সিদ্ধান্তের ভ্রাতৃপুত্রী—অক্টেভিয়াসের ভগ্নী তাদের আজন্মের শত্রু এণ্টনীর সম্মুখে নতজানু হ’য়ে প্রণয় ভিক্ষা ক’রে—কেমন ক’রে নিজে তাকে বিবাহের কথা বলে—চল মন্ত্রী দেখবে চল ।

[অক্টেভিয়া হাত ধরিয়া মন্ত্রীকে লইয়া গেল]

ফিলো । কেমন কথাটা মিললো ?

ভীটাস । তাইত বড় আশ্চর্য্য !

ফিলো । মিশরের রাণী যখন এণ্টনীকে নিয়ে যায় তখন আমি এত আশ্চর্য্য হইনি ।

ভীটাস । তবে এ বিয়ে ঠিক লাগলো ?

ফিলো । নিশ্চয়ই ।

ভীটাস । তবে আর যুদ্ধ বাধছে না ?

ফিলো । বোধ হচ্ছে ।

ভীটাস । কিন্তু এণ্টনীর পত্র পেয়ে ক্লিওপেট্রা যদি রোমে আসে হয়ত এণ্টনী আবার তার সঙ্গে মিশরে চ’লে যাবে ।

ফিলো । হ’তে পারে ।

ভীটাস । তবে কি করা যায় ?

ফিলো । আমি তার বন্দোবস্ত ক’রছি । রোমান দূত বোধ হয় এখনও সহর পার হয়নি—তাকে বারণ ক’রে আসবো ।

ভীটাস । সে তোমার কথা শুনবে কেন ?

ফিলো । গ্রহরী রাত্রে যখন ঘুমবে এণ্টনীর পত্রের বদলে

এন্টনীর হস্তাক্ষরের একটা মিথ্যা জাল পত্র দিয়ে দোবো । আর লিখবো এন্টনী অক্টেভীয়াকে বিবাহ ক'রে রোমের সম্রাট হ'য়েছে আর সে মিশরে ফিরবে না—ক্লিওপেট্রাকে ভালবাসতে পার্কে না । তখন তার ভালবাসা ঘৃণায় পরিণত হ'বে আর সে এন্টনীর নাম পর্য্যন্ত কোর্কে না ।

ফিলো । চল বন্ধু দূতকে দেখিগে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

—:~::~—

মিশরের উদ্যান ।

রাণীর সখীগণ শুধু সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতেছে,
চাম্বি দাঁড়াইয়া আছে ।

চাম্বি । রাণী আজ অসময়ে এদিকে আসছে, তোমরা এখন
[এখান থেকে যাও ।

সখীগণের প্রস্থান ।

(ক্লিওপেট্রার প্রবেশ)

চাম্বি । রাণী ! আজ অসময়ে এ উদ্যানে কেন ?

ক্লিও । আজ মস্তিকটা বড় উষ্ণ বোধ হচ্ছে—প্রাসাদে ঠিক থাকতে পাচ্ছি না—তাই উদ্যানে বেড়াতে এসেছি ।

চাম্বি । এন্টনীর বিরহের গরমটা বুক থেকে মাথায় উঠেছে বুঝি ? তাই আর চেপে রাখতে পারছ না ?

ক্লিও। মিথ্যা কথা। আমি এণ্টনীকে এক দিনও ভালবাসিনি।

চার্মি। তবে যে এই একবৎসর ধরে এণ্টনীর প্রতি এত ভালবাসা, সে শুধু প্রতারণা—প্রেমের অভিনয় মাত্র ?

ক্লিও। কে বললে চার্মি! এণ্টনীকে রাণী ভালবাসে ? সেত তোমায় সে কথা এক দিনও বলেনি। ক্লিওপেট্রা মিশরের রাণী। সে রাণীর মর্যাদা রাখতে জানে। সে এণ্টনীর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় এক দিনও করেনি।

চার্মি। তবে রাণীর এণ্টনীকে এত আদর, এত যত্ন কিসের জন্য ?

ক্লিও। সে কথা বুঝতে পারনি চার্মি ? লোকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীন পাখিটী, কাননের সুন্দর মৃগটী পোষ মানাতে পারলে, কি করে—তাকে আদর করে, যত্ন করে, স্বর্ণ শৃঙ্খলে বেঁধে নিজের হাতে খাওয়ায়—দিন রাত চোখে চোখে রেখে পাঁচ জনকে দেখিয়ে গর্ব অহুভব করে। তেমনি আমিও চার্মি ! আমি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীন উন্মুক্ত পুরুষটীকে রণক্ষেত্র থেকে মিশরের স্বর্ণ-প্রাসাদে পোষ মানিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। তাই তাকে আদর করতাম, যত্ন করতাম। তোমাদের সকলকে দেখিয়ে গর্ব অহুভব করতাম।

চার্মি। প্রথমটা সেই রকম হয়েছিল বটে। কিন্তু তাকে ধরে রেখে, তার কাছে আপনি ধরা পড়ে গিয়েছ !

ক্লিও। মিথ্যা কথা চার্মি !—মিথ্যা কথা।

চার্মি। সে কথা মিথ্যা হলে, তোমার কণ্ঠ এণ্টনীর নামে কম্পিত হবে কেন ? তোমার চোখ ছল ছল করবে কেন ?

তোমার স্বপ্ন এত আড়ষ্ট হবে কেন ? তোমার প্রাণের সমস্ত অশ্রু জমাট হয়ে অন্তর্বেদনা দেবে কেন ?

ক্রিও। কে বললে চার্মি ! আমার কণ্ঠ কম্পিত হচ্ছে ? হৃদয় অন্তর্বেদনার পূর্ণ হয়েছে ? তা হ'লেও মিশরের রাণী, তার রাজকার্য্য ঠিক চালিয়ে যাচ্ছে, আর সে কথা ত কেউ বলছে না ! না চার্মি ! তুমি সব মিথ্যা বলছ—তুমি স্বপ্ন দেখছ। আমি এন্টনীর স্বর্ণ-শৃঙ্খল খুলে দিয়েছি সে উড়ে গেছে ; আবার যখন সে ফিরে আসবে, সে শৃঙ্খলে বেঁধে রেখে দেব—আদর করব, যত্ন করব। আর যদি সে না ফিরে আসে, মিশরের রাণীর তাতে কিছু যায় আসে না। সে ঠিক পূর্বের মত রাজকার্য্য চালিয়ে যাবে।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। রোম থেকে একজন দূত একটা পত্র নিয়ে এসেছে।

ক্রিও। আচ্ছা সে পত্র নিয়ে এস।

[প্রহরীর প্রস্থান।

চার্মি ! এন্টনী রোম থেকে আবার আমায় কি লিখছে—এতদিন পরে তার ক্রিওপেট্রাকে মনে পড়েছে। তাইত—রাণী আমি—
কি বলছি।

[প্রহরীর পুনঃ প্রবেশ ও ক্রিওপেট্রাকে পত্র দান।

[ক্রিওপেট্রার পত্র পড়িয়া মুখ বিবর্ণ হইয়া গেলে সর্ব-

শরীর কাঁপিতে লাগিল]

চার্মি। কি রাণী ! তুমি অমন কর্ছো কেন ? তোমার মুখ ছাইয়ের মত সাদা হ'য়ে গেছে—সর্ব শরীর কাঁপছে কেন ?

ক্লিও। নাঃ—কিছু নয়। এণ্টনী লিখেছে সে রোমে অক্টেভীয়াকে বিবাহ ক'রেছে আর সে মিশরে ফিরবে না (পরিক্রমণ করিতে করিতে) আর তার মিশরে ফেরবার ইচ্ছা নাই—বেশ। (একটু থামিয়া) না চার্মি ক্লিওপেট্রার হৃদয় আর সহ্য কর্তে পারে না—আর সে স্থির থাকতে পার্ছে না—এবার সে সকলের সামনে—জগতের সামনে বুক ফাটা ক্রন্দনে চৈচিয়ে বলবে এণ্টনীকে সে ভালবাসে।—এণ্টনীকে না দেখে বেঁচে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব—আর সে রাগী নাই সে সামান্য রমণীর চেয়ে অধম—উঃ [মুখ হাতে ঢাকিল] তাহঁত আমি কি কর্ছি—এত অধীর হচ্ছি কেন ? [একটু পরে] এণ্টনী আমি তোমার নিজ হাতে স্বর্ণ শৃঙ্খল মুক্ত ক'রে দিয়েছিলুম তুমি তার এই প্রতিশোধ নিলে—উঃ বিশ্বাসঘাতক। এণ্টনী রোমে ফিরে গিয়ে তোমার বড় দর্প হয়েছে—আর তুমি মিশরে ফিরতে চাও না—এ দর্প এ ঘণার প্রতিশোধ নোবো—ক্লিওপেট্রা তোমায় ভালবাসে বলে মার্জনা কর্বে না। (পরিক্রমণ করিতে করিতে) প্রতিশোধ—প্রতিশোধ। না—না তাই হবে।—এণ্টনী!—ক্লিওপেট্রা এবার তোমার উপর এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেবে কেউ তোমায় রক্ষে কর্তে পারবে না—সুদূর রোমে বসেও তার ক্রোধানলে তিল তিল করে ভস্মীভূত হতে হ'বে। চার্মি আমার হেমলক নিয়ে এস। -

চার্মি। হেমলক নিয়ে আস্ব কিসের জন্য রাগী !

ক্লিও। রাগী সব সময়ে তার আজ্ঞার কারণ প্রদর্শন কর্তে বাধ্য নয়ে—আমার আজ্ঞা তুমি হেমলক নিয়ে এস।

চার্মি। কেন—না জানলে আমি যাবো না।

ক্রিও । তোমার রাণীর আজ্ঞা অবহেলার জন্ত শাস্তি গ্রহণ কর্তে হবে । কে আছিল—(প্রহরীর প্রবেশ) এর উপর দশ ঘা কশা-ঘাতের আজ্ঞা দিলুম অবিলম্বে পালন কর্কে ।

[প্রহরীর চাঞ্চিক্কে লইয়া প্রস্থান ।

ক্রিও । এণ্টনী এইবার তোমার ঘৃণার প্রতিশোধ নোবো—এ এক অভিনব প্রতিশোধ জগতে কেউ জানেনি শোনেনি—আমি আজ মর্কো—মরে তোমার উপর প্রতিশোধ নোবো—প্রহরী [প্রহরীর প্রবেশ] আমার প্রাসাদের পশ্চিম কোনে হেমলক বিষ রক্ষিত আছে শীঘ্র নিয়ে এস ।

[প্রহরীর প্রস্থান ।

আচ্ছা এণ্টনী!—তুমি যখন রোমে বোসে শুনবে ক্রিওপেট্রা ম'রেছে—তোমার চিঠি পেয়ে মরেছে—তখন তোমার হৃৎপিণ্ডটা কি রকম কুঞ্চিত হয়ে উঠবে?—কি প্রবল কম্পনে তোমার সমস্ত শরীর কম্পিত হ'য়ে উঠবে!—রোমের রাজ্যভার ফেলে তোমায় আবার এই মিশরে ছুটে আসতে হবে—দেখবে মিশর শ্মশান—ক্রিওপেট্রা নেই । দারুণ আর্ন্তনাদে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠবে । প্রজ্বলিত খধূপের মত একটা দাবানল বৃকে নিয়ে উন্নত হয়ে ঘুরে বেড়াবে, যতক্ষণ না ম'রবে সে দাবানল নিব্বে না । হাঃ—হাঃ যত ভাবছি—কি আনন্দ বোধ হচ্ছে !

[প্রহরী হেমলক আনিয়া বেদীর উপর রাখিল]

যাও নর্তকীদের শীঘ্র পাঠিয়ে যাও [হেমলক হাতে করিয়া] এইবার এণ্টনী তোমায় জীবন্তে পুড়াবার জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত কর্কে ।

[নর্তকীদের প্রবেশ রাণী হেমলক রাখিয়া দিল]

ক্রিও । মিশররমণীগণ !—শোন—তোমাদের রাণী আজ মন্বার
জন্য প্রস্তুত হয়েছে—আজ তার মৃত্যুর বিভীষিকা, মৃত্যুর
কদর্য্যতা তোমাদের হরণ কর্তে হবে—আজ তোমাদের রাণীর
মৃত্যুকে ফুলের চেয়েও কোমল—হাসির চেয়েও সুন্দর—গানের
চেয়েও নিশ্চল ক’রে দিতে হ’বে।—আজ রাণীর মরণোৎসব তার
বাসোরোৎসবের মত সুখকর করে দিতে হবে । আজ তার জীবনের
শেষ কয়েক মুহূর্ত্ত, হাসি—ফুল—আর গানে ভরে দিতে হবে—নাও
তোমরা গান গাও—মিলনের গান গাও [সখীগণ নীরব] কি গান
গাইবে ঠিক কর্তে পাচ্ছে না ?—আচ্ছা আমি তোমাদের প্রথম চরণ
ধরিয়ে দিচ্ছি—“আজি মধুর মিলন শৰ্বরী” ।

(সখীগণের গীত)

আজি মধুর মিলন শৰ্বরী ।

ললিত লাঞ্জে মুহুর হাঞ্জে বিশ্ব উঠেছে মুগ্ধরি

(আজি) বিরহের গান হোক অবমান, সুন্দরী ।

(আজি) বঁধুরে জানাব মন ব্যাকুলতা, কাণে কাণে কব মিলনের কথা,

যেমন করিয়া সহকার কাণে কথা করে যায় বরদী ।

যেমন করিয়া মাখবীলভায়, হাওয়া কাণে কাণে কথা বলে যায়—

যেমন করিয়া কুশুমের কাণে, ভ্রমর কহে সে শুগ্ধরি ।

[গান শেষ করিয়া নাচ চলিতেছে এমন সময়—

ক্রিও । এইবার হেমলক পান কর্কো—এন্টনী ! এইবার তোমার
নিখ্যাঙন আরম্ভ হোলো ।

(পান পান করিবার জন্ত তুলিল এমন সময় নেপথ্যে

“মিথ্যা কথা রাণী মিথ্যা কথা” শ্রুত হইল—তৎপরে

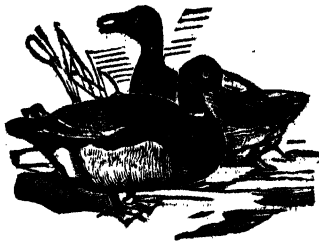
কোকো হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ করিয়া ।)

ফেরো । মিথ্যা কথা—রাণী—ও চিঠি জাল—রোমানদের
জোচ্চুরি—(হেমলক রাণীর কম্পিত হস্ত হইতে পড়িয়া গেল) এই
চিঠি খানি বনের ভিতর ফেলে দিয়াছিল আমি কুড়িয়ে এনেছি, এই
চিঠি সত্য এণ্টনীর হাতের ।

ক্লিপেট্টা । কি বলছ ফেরো একি সত্য ! (চিঠি লইল)

ফেরো । ফেরো জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেনি (বলিতে
বলিতে অপর পার্শ্ব দিয়া প্রস্থান করিল ক্লিপেট্টা পত্র খুলিয়া পড়িল)

ক্লিপেট্টা । তাই ত—এই ত এণ্টনীর হস্তাক্ষর । রোমে ভয়ানক যুদ্ধ
বেধেছে—এণ্টনী বিপন্ন, আমাকে রণতরী নিয়ে তার সাহায্যে যাবার
জ্ঞাপন যেতে লিখেছে—আর আমি মিশরে কি করে থাকবো !—এখন
এই মুহূর্তে রণতরী সজ্জিত করে যাত্রা করবো । প্রহরী (প্রহরীর
প্রবেশ) আমার সমস্ত রণতরী এখনই প্রচুর সৈন্য নিয়ে সজ্জিত
হতে বল, আমি এখনই যুদ্ধযাত্রা করবো ।—অক্টেভীয়াস ! তোমার
অত্যাচারের প্রতিশোধ এই সঙ্গে সম্পন্ন কোরো ।





চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

রোম—এণ্টনীর কক্ষ ।

(অক্টেভিয়া ও অক্টেভিয়াস)

অক্টেভিয়াস্ । দিদি ।

অক্টেভিয়া । ভাই ।

অক্টেভিয়াস্ । তবে সতাই কি আজ অক্টেভিয়াসকে এণ্টনীর কাছে মার্জনা ভিক্ষা কর্তে হবে ?

অক্টেভিয়া । তাতে ক্ষতি কি ভাই ?

অক্টেভিয়াস্ । ক্ষতি নাই।—কিন্তু যে আমাদের আজীবন ঘৃণা করে এসেছে—যে আমাদের গৃহচ্যুত করে কাননে কন্দরে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে—যে জুলিয়াস সিজরের হত্যার সুযোগে আপনাকে রোমের শাসনকর্তা করেছে—তার কাছে জুলিয়াস সিজরের ভ্রাতৃ-পুত্রকে মার্জনা ভিক্ষা কর্তে হবে ?

অক্টেভীয়া । একটা বিরাট সাম্রাজ্য যদি রক্ষা পায় তাতে ক্ষতি কি ভাই ?

অক্টেভীয়াস্ । ক্ষতি কিছু নেই—কিন্তু কি করে কর্কে দিদি । জীবনে এণ্টনীর কাছে মার্জনা ভিক্ষা কর্তে হবে—সে কথা একদিনও ভাবিনি ।

অক্টেভীয়া । বয়সে কনিষ্ঠ হয়ে মার্জনা ভিক্ষা কর্কে—সে কি শক্ত অক্টেভীয়াস্ ?

অক্টে । না দিদি, এণ্টনীর কাছে মার্জনা ভিক্ষা করা ত—বড় শক্ত ।

অক্টেভীয়া । তাকে চিরকাল ঘৃণা করে তাকে ভালবাসার চেয়েও কি শক্ত অক্টেভীয়াস্ ? তাকে চিরকাল অবজ্ঞা করে তাকে পতিভে বরণ করার চেয়েও শক্ত ?—আমি রমণী হয়ে আমার সমস্ত হৃদয়টাকে কেটে ফেলে দিগিছি আর তুমি পুরুষ হয়ে সামান্য অভিমান ত্যাগ কর্তে পার্ছ না ।—শত্রু যখন মিত্র হয়, যুদ্ধে ব্যাপ্ত রাজা যখন সন্ধি করে তখন একজনকে ক্ষমা প্রার্থনা কর্তে হয় । অক্টেভীয়াস্—তুমি বয়সে অনেক ছোট তাই তোমার ক্ষমা চাইতে বল্ছি ।

অক্টেভীয়াস্ । সব জানি দিদি সব বুঝি কিন্তু—

অক্টে । তবে কেন মার্জনা ভিক্ষা কর্তে চাইছ না ভাই ?

অক্টেভীয়াস্ । বড় ভয় হচ্ছে দিদি ।

অক্টে । কিসের ভয় ?—অক্টেভীয়াস্ ।

অক্টেভীয়াস্ । বড় ভয় হচ্ছে দিদি—এণ্টনীর কাছে মার্জনা ভিক্ষা কর্তে গিয়ে বাহ যদি আমার কথা না শোনে—সহসা কোষ

থেকে অসিমুক্ত করে এণ্টনীর শির লক্ষ্য করে ছুটে'যায়—উন্ন রক্তের স্রোতের বেগে আমার ধমনী স্ফীত হয়ে নিস্পন্দ হয়ে যায়—

অক্টেভীয়া । তবে তোমার মার্জনা ভিক্ষা কর্তে হবে না তুমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো—অক্টেভীয়া সে মার্জনা ভিক্ষা তোমার হয়ে কর্কে—তার স্বামীর কাছে রোমের মঙ্গল ভিক্ষা কর্কে তা'তে তার অপমান নেই, কলঙ্ক নেই—ঐ যে স্বামী আসূছে—

(এণ্টনীর প্রবেশ)

(অক্টেভীয়া নতজানু হইয়া—অক্টেভীয়াস্ স্থির ভাবে নতদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিল)—স্বামীন্ তোমার কাছে একটা ভিক্ষা আছে ।

এণ্টনী । কি বল অক্টেভীয়া (হাত ধরিয়া তুলিল)

অক্টেভীয়া । আমার এই ব্রাস্ত ব্রাতাটিকে তোমায় মার্জনা কর্তে হবে—সে তোমার কাছে মার্জনা ভিক্ষার জন্ত এসেছে ।

এণ্টনী । আবার ও কথা বলছ কেন ?—আমাদের দ্বন্দ্ব ত অনেক আগে মিটে গেছে অক্টেভীয়া । (অক্টেভীয়াসের সম্মুখে গিয়া) আজ আর আমাদের মনে কোনো বিরোধ নেই—কোন মালিন্য নেই—অক্টেভীয়া আমাদের উভয়ের মনকে নির্মূল করে দিয়েছে—এস ভাই আজ আমরা উভয়ে আলিঙ্গন করি (আলিঙ্গন করিতে করিতে) এই আমাদের প্রথম আলিঙ্গন—এবার থেকে আমাদের শাসনে আরো শৃঙ্খলা থাকবে—আরো একাগ্রতা থাকবে আর নির্বিরোধে চলবে ।

অক্টেভীয়া । (আনন্দের হান্তে) আজ আমাদের কি আনন্দের দিন—রোমের কি আনন্দের দিন—আজ সে একটা বিরাট সংঘাত

থেকে রক্ষা পেয়েছে—যাও অক্টেভীয়াস যাও—এই মিলনবার্তা
আজ সমস্ত রোমবাসীকে শুনিয়ে দাঁওগে যাও—আজ তারা যেন
গৃহে গৃহে আনন্দ করে—যাও অক্টেভীয়াস যাও—তাদের বলে
দাঁওগে—

অক্টেভীয়াস । যাচ্ছি দিদি । (বলিয়া ধীরে ধীরে নিজ্রাস্ত হইল)
(কিয়ৎক্ষণ উভয়ে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল—বস্ত্রাবৃত ছদ্মবেশী ক্রিও-
পেট্রা প্রবেশ করিয়া পাশে দাঁড়াইয়া রহিল কেহই
দেখিতে পাইল না)

এণ্টনী । আজ তুমি সমস্ত রোমকে একটা দারুণ সংঘাত
থেকে রক্ষা করেছ ।

অক্টেভীয়াস । আমি কিছু করিনি তুমি করেছ ।

এণ্টনী । না অক্টেভীয়াস তুমিই করেছ ।

অক্টেভীয়াস । না স্বামীন্—এ সুসময়ে কে কি করেছে তা প্রমাণ
করবে কাজ নেই—চল আজ নগরবাসীদের আনন্দে যোগ দেওয়া
যাক ।

এণ্টনী । চল ।

(ছুজনে হাত ধরাধরি করিয়া নিজ্রাস্ত হইবার জন্ত ফিরিল—
সন্মুখে গাঢ় কৃষ্ণ বস্ত্রাবৃত ক্রিওকে দেখিয়া—)

এণ্টনী । কে তুমি ? (অক্টেভীয়াস আশ্চর্য্যে হাত ছাড়িয়া দিল)
বল—শীঘ্র বল—কথা কর্ছ না যে—কে তুমি—কিসের জন্ম এখানে
এসেছ—বল বিলম্ব কোরে না ।—

(ক্রিওপেট্রা ধীরে ধীরে ছদ্মবেশ ফেলিয়া)

ক্রিও । চিন্তে পার্ছনা এণ্টনী ?

এণ্টনী। (শিহরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পিছাইয়া) কে ?—
ক্লিওপেট্রা ?—এখানে ।

ক্লিও। আমি এখানে দেখে তুমি আশ্চর্য্য হচ্ছ—“কেন”
জিজ্ঞাসা করছ ?—তুমিই ত আমাকে মিশর থেকে রোমে আসবার
জন্য পত্র দিয়েছিলে ।

এণ্টনী। হ্যাঁ—আমিই তোমায় অক্টেভীয়াসের বিরুদ্ধে তোমার
সমস্ত রণতরী নিয়ে সাহায্য করবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলুম ।

অক্টেভীয়ার। সে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেছে আপনি এখন ফিরে যেতে
পারেন ।

ক্লিও। আপনি চুপ করুন—আপনার সঙ্গে মিশরের রাণী
কথা কইছে না । (অক্টে পিছাইয়া ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল)

এণ্টনী। কিন্তু রাণী, এ যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেছে, তোমায় মিশরে
ফিরে যেতে হবে ।

ক্লিও। তাই ত ভাবছি এণ্টনী ! আমার আবার ফিরে যেতে
হবে—যুদ্ধ না করে ফিরে যেতে হবে ?

এণ্টনী। হাঁ রাণী !

ক্লিও। তাই ত ভাবছি এণ্টনী ! কি করে মিশরে ফিরবো,
মিশরবাসীরা কি মনে করবে ?

এণ্টনী। কিন্তু রাণী, তবুও তোমায় মিশরে ফিরে যেতে হবে—
আমাদের এ যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেছে ।

ক্লিও। না—এণ্টনী—তা পারেনা না—তা হ'লে আমার
প্রার্থনা কি মনে করবে ? তারা ভাববে তাদের রাণী এণ্টনীর ভৃত্যের
চেহেও অধম—একটা ঈর্ষীতে যুদ্ধ কর্তে আসে, আবার একটা

ইঙ্গিতে কিরে যায়। না এণ্টনী এ অপবাদ নিয়ে মিশরে ফিরতে পার্ব না—তোমায় যুদ্ধ কর্তে হবে।

এণ্টনী। আমার যুদ্ধ কর্তে হবে ?

ক্লিও। হাঁ এণ্টনী ! তোমায় যুদ্ধ কর্তে হবে। আমার বড় সাধ তোমার পাশে দাঁড়িয়ে জগতের সম্মুখে একবার যুদ্ধ করি।

এণ্টনী। তোমার বড় সাধ আমার পাশে দাঁড়িয়ে তুমি যুদ্ধ করবে ?—কিন্তু—

ক্লিও। না আর ভাবলে চলবে না—এণ্টনী তোমায় এ যুদ্ধ কর্তে হবে।

এণ্টনী। (ধীরে ধীরে) সত্য ক্লিওপেট্রা আমার এ যুদ্ধ কর্তে হবে ?

ক্লিও। হাঁ এণ্টনী ! আমার অনুরোধ তোমায় যুদ্ধ কর্তে হবে !

এণ্টনী। (মুখ তুলিয়া) তোমার—অনুরোধ ?

ক্লিও। হাঁ এণ্টনী ! আমার অনুরোধ তোমায় এ যুদ্ধ কর্তে হবে।

এণ্টনী। তাই হবে ক্লিওপেট্রা ! আমি এ যুদ্ধ করবো। অক্টেভিয়া ! এ সন্ধি হতে পারে না—যুদ্ধ হবে।

অক্টেভিয়া। কি ব'ল্ছ এণ্টনী ? আবার যুদ্ধ হবে ?

এণ্টনী। হাঁ অক্টেভিয়া ! ক্লিওপেট্রা যখন যুদ্ধ করতে এসেছে—
এ যুদ্ধ হবে বৈকি।

অক্টেভিয়া। ক্লিওপেট্রা যুদ্ধ কর্তে এসেছে বলে যুদ্ধ হবে ?
একটা গণিকার মন-তুষ্টির জন্য রোম ধ্বংস করবে ?

ক্লিও। চুপ কর। (অক্টেভিয়াকে) যাও, এখন এই প্রাসাদ

ছেড়ে চলে যাও। তোমার ভাইকে বলগে, সে যেন তার প্রাণ রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকে। এণ্টনী আর ক্লিওপেট্রার মিলিত-বাহিনী এগনি তাকে আক্রমণ করবার জন্য ছুটে আসবে। কি দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাও, এগনি যাও—তোমার ভাইকে প্রস্তুত হ'তে বলগে!

অক্টেভীয়া। (এণ্টনীকে) কি চুপ করে কি ভাবছ? তোমার পরিণীতা পত্নিকে একটা গণিকা এসে অপমান করছে, আর তুমি স্থির হয়ে তাই দেখছ—একটু ঘৃণা বোধ হচ্ছে না? একটু অপমান বোধ হচ্ছে না?

ক্লিও। (অক্টেভীয়াকে) চুপ কর—বাহিরে যাও।

অক্টেভীয়া। (এণ্টনীকে) এখনও তুমি স্থির হয়ে থাকতে পারছো?

এণ্টনী। আমি কি কোরো? ক্লিওপেট্রা যখন যুদ্ধ করতে এসেছে তখন—

অক্টেভীয়া। তখন—তখন—এ যুদ্ধ হবে, বেশ! অক্টেভীয়া টের অপমান সহ করেছে, আর সে সহ কর্তে পারে না,—এতে রোম যায় যাক। শোন এণ্টনী! আমি আজ প্রত্যেক রোমানের ঘরে ঘরে গিয়ে এই অপমানের প্রতিশোধের জন্য ডাকবো। সে প্রতিশোধ বহ্নিতে এণ্টনীও পুড়ে মরবে, তার গণিকাও পুড়ে মরবে—কেউ তাদের রক্ষা করতে পারবে না।

[প্রস্থান।

ক্লিও। যাও এণ্টনী! চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে? যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে এস।

এন্টনী । (নত দৃষ্টিতে) যাচ্ছি ।

ক্লিও । যাও,—আর সময় নষ্ট করা হবে না ।

*এন্টনী । যাচ্ছি ক্লিওপেট্রা যাচ্ছি !

[প্রস্থান ।

ক্লিও । অক্টেভীয়াস ! তুমি মিশর জয় করে এসেছিলে না ?
এবার ক্লিওপেট্রা সে অপমানের প্রতিশোধ নেবে—তোমার বিজয়-
গর্বিত শির এই পায়ের তলায় লোটাবে । এন্টনীকে রূপে জয়
করেছি, তোমায় শক্তিতে জয় কোর্কো । সমস্ত সুসভ্য জগৎ
ক্লিওপেট্রার রূপ ও শক্তির অপূর্ব সম্মিলন দেখে স্তম্ভিত হয়ে
থাকবে ।

[নিষ্ক্রান্ত ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

—:--:—

অক্টেভীয়াসের কক্ষ ।

(অক্টেভীয়াস—বসিয়া ছিল তারপর নত দৃষ্টিতে ভাবিতে

ভাবিতে যেন একটা মর্ম্মবাথা লইয়া

পদচারণ করিতেছিল)

(বেগে আলুলায়িত কেশে দীন বেশে অক্টেভীয়ার প্রবেশ)

অক্টেভীয়াস । কি দিদি—এ ভিখারীর বেশে ছুটে আসছ কেন ?

অক্টেভিয়া । যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও—যাও শীঘ্র যাও—দাঁড়িয়ে
রইলে যে ? গুন্তে পাচ্ছনা ?

অক্টেভীয়াস । কি দিদি—আবার যুদ্ধ কিসের ?

অক্টেভীয়া । যুদ্ধ বেধেছে—তুমি তোমার সমস্ত সৈন্য নিয়ে এণ্টনীকে আক্রমণ করবে এস ।

অক্টেভীয়াস । আমি ত তাদের এইমাত্র নিরস্ত্র হবার জন্য আজ্ঞা দিয়ে এসেছি ।

অক্টেভীয়া । আর আমি প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের সমস্ত হাতে আজ্ঞা দিয়ে এসেছি—তারা এতক্ষণে হরত মিলিত হয়ে তোমার অপেক্ষা কচ্ছে ।

অক্টেভীয়াস । আবার যুদ্ধ কেন দিদি ?

অক্টেভীয়া । অপমান করেছে—মন্সাস্তিক অপমান করেছে ।

অক্টেভীয়াস । কে কি বলেছে দিদি ?

অক্টেভীয়া । কে কি বলেছে ? অক্টেভীয়াসের ভগ্নিকে, সীজারের ব্রাতৃপুত্রীকে কে কি ব'লে অপমান করেছে—শুনেবে বোলবো ? না সে কথা শুনে কাজ নেই । সে কথা উচ্চারিত হ'লে—এণ্টনীকে পোড়বার জন্য রোমে ভিস্ত্রীয়াসের অগ্নুৎপাত ছুটে আসবে,—টাঙ্কবার প্রবল বন্যা নিয়ে রোমকে ধ্বংস কর্তে আসবে—সূর্য্য কক্ষচ্যুত হয়ে আকাশ থেকে ঠিকরে পড়বে । না অক্টেভীয়াস সে কথা শুনে কাজ নেই । শুধু জেনো তোমার ভগ্নি আজ মন্সাস্তিক অপমান পেয়েছে—তাই সে প্রতিশোধ নেবার জন্ত ছুটে এসেছে । যাও অক্টেভীয়াস ! শীঘ্র প্রস্তুত হয়ে এস । জেনো এ যুদ্ধ খুব সাবধানে কর্তে হবে । এণ্টনী ও ক্রিওপেট্টার মিলিত সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ কর্তে হবে ।

অক্টে । ক্রিওপেট্টা ?—ক্রিওপেট্টা—কোথায় ?

অক্টেভিয়া । সে তার সমস্ত রণতরী নিয়ে এণ্টনীর সাহায্যের
জন্য এসেছে ।

অক্টে । তবেত সে সংবাদ পম্পিকে পাঠাতে হবে ।

অক্টেভিয়া । সে সংবাদ পম্পিকে শীঘ্র পাঠাও অক্টেভিয়াস—সে
যেন তার সমস্ত রণতরী নিয়ে যুদ্ধ কর্তে ছুটে আসে—ক্রিওপেট্রাকে
রোমের সাগরে ডুবিয়ে মার্তে হবে, সেই পতিতা নারীর স্মৃতি জগত
থেকে মুছে ফেলে দিতে হবে ।

অক্টে । যাচ্ছি দিদি চল ।

[উভয়ে উভয় দিকে নিজস্ব হইতেছিল
এমন সময় অক্টেভিয়া ফিরিয়া]

অক্টেভিয়া । অক্টেভিয়াস ।

অক্টে । কি দিদি ?

অক্টেভিয়া । আগে পম্পিতে ক্রিওপেট্রাতে যুদ্ধ হবে তুমি স্বধু
তোমার সমস্ত সেনা নিয়ে সজ্জিত হয়ে থেকো—এণ্টনীকে এখন
আগে আক্রমণ কোরো না ।—আগে মিশরে রোমানে যুদ্ধ হয়ে
মিশর ধ্বংস হোক তারপর প্রয়োজন হয় ত রোমানে রোমানে
যুদ্ধ হবে ।

অক্টে । আচ্ছা দিদি । [আবার ফিরিয়া]

অক্টেভিয়া । আর একটা কথা অক্টেভিয়াস—এ যুদ্ধে তুমি
এণ্টনীকে পরাস্ত কোরো—নির্যাতন কোরো—বন্দী কোরো—আর
যা ইচ্ছা কোরো—কিন্তু তাকে হত্যা কোরো না ।

অক্টে । তাই হবে দিদি ।

অক্টেভীয়া । তুমি শীঘ্র সজ্জিত হয়ে এস ।

[উভয়ে উভয়ে দিকে চলিল—অক্টেভীয়া নিফ্রাস্ত
হইলে—অক্টেভীয়াস চলিতে চলিতে—]

এণ্টনী ! তোমার সমস্ত গর্ভ চূর্ণ কোর্কো—সব ধ্বংস কোর্কো ।

জেনো এণ্টনী ইতিহাস তোমার বিরাট শক্তির এই ধ্বংস কাহিনী

শুনে অশ্রুবর্ষণ করবে না দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবে না—স্বধু শতধিকারে
ধিকৃত করবে । [প্রস্থান ।]

তৃতীয় দৃশ্য ।

[রোমের সমুদ্রকূল—অদূরে মিশর রণতরী সজ্জিত—কূলে এণ্টনীর
শিবিরের একাংশ—বুদ্ধের বেশে এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা ।]

[লাসোর প্রবেশ ।]

লাসো । অক্টেভীয়াস তার সমস্ত সৈন্য নিয়ে এক্সিয়ামের
উপকূলে সজ্জিত করেছে । বোধ হয় আমাদের আক্রমণ করবার জন্ত
প্রস্তুত হচ্ছে ।

এণ্টনী । পম্পি কোথায় ?

লাসো । পম্পিও এক্সিয়ামে এসে পৌঁচেছে । তার সমস্ত
রণতরি নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে । শীঘ্র এদিক আক্রমণ করবে ।

ক্লিও । তবেত অক্টেভীয়াসকে এইবার আক্রমণ কর্তে হবে—
স্বাকে আক্রমণ করবার অবসর দোবো না ।

এণ্টনী । আমরা তাই অভিযত । তুমি যাও ক্লিওপেট্রা ।

তোমার সমস্ত রণতরী নিয়ে তাদের জলপথে আক্রমণ কর—আর আমিও আমার বিংশ সহস্র রোমান নিয়ে তাদের সেই সময় স্থলপথে আক্রমণ করবো ।

ক্রিও । এই রকম ভাবে দুইদিক থেকে আক্রান্ত হ'লে অক্টেভীয়াস নিশ্চয়ই পরাজিত হবে ।

এণ্টনী । নিশ্চয়ই ।

ক্রিও । আমার সব প্রস্তুত ।

এণ্টনী । আমিও আমার সমস্ত সৈন্য নিয়ে এখনি যাত্রা করছি ।

ক্রিও । যাও এণ্টনী—বিদায় ।

এণ্টনী । বিদায় ক্রিওপেট্রা—আবার যুদ্ধ জয় করে দেখা হবে । [এণ্টনী নিশ্ক্রান্ত হইল, ক্রিওপেট্রা তরণীতে উঠিবার জন্য অগ্রসর হইল এমন সময় ফেরো ছুটিয়া আসিল ।]

ফেরো । সাবধান রাণী—এ যুদ্ধ করছ কর—কিন্তু এ যুদ্ধ জয় কোরো না—তাহ'লে এণ্টনীকে হারাবে ।

রাণী । কেন ফেরো !—বোলে যাও ।

[ফেরোর প্রস্থান ।

তাইত—ফেরো কি বলে গেল !—এ যুদ্ধের সময় আমার হৃদয়টাকে দুর্বল করে দিয়ে গেল—কি প্রহেলিকা ।—আমায় সাবধান করে দিয়ে গেল—আমি এ যুদ্ধ জয় করলে এণ্টনীকে হারাবো ।—তাইত—কেন—বুঝতে পারছি না—এণ্টনী যুদ্ধ জয় করলে রোমের একাধীশ্বর হবে—একছত্র নরপতি হয়ে বসবে—তখন আর তার ক্রিওপেট্রাকে মনে থাকবে না—আর মিশরে ফিরবে না, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবে সব ভুলে যাবে ।—বুঝেছি ফেরো—তাই হবে

আমি এ যুদ্ধ জয় কোরোঁ না—এগ্টনীকে এ যুদ্ধ জিততে দোবো
না ।

[একজন যোদ্ধা রণতরী হইতে অবতরণ করিয়া বলিল—

সব প্রস্তুত রাণী]

ক্লিপেট্রা । চল যাচ্ছি ।

[রাণী তরীতে উঠিল তরীর সারি ছাড়িল সেনাগণ গান ধরিল]

ঐ দেখা যায় রোমরণতরী চল্লে ছুটিয়া চল

কাটিয়া সাগর ফল ।

অভ্রভেদী ভীষণ লক্ষ্যে,

মারিব অস্ত্র শত্রু বক্ষে,

জগতের মাঝে দেখাবো আজিকে মিশরের কত বল ।

টাইবর আজি উঠিবে কম্পি,

ডুবাবে রোমান, মরিবে পম্পি ।

সিন্ধুর মাঝে পেতেছে আজিকে ভীষণ মরণ কল ।

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

—:•••:—

একশিয়মের পথে—এগ্টনীর শিবিরের একাংশ ।

(ফিলো ও ভীটাসের প্রবেশ ।)

ভীটাস । রাণী খুব যুদ্ধ কর্ছে—এত শক্তি সে-থলে কোথা ?

ফিলো । প্রেম মেমকে সিংহ করে ।

ভীটাস । ক্রিওপেট্রা যে এত যুদ্ধ কর্তে জানে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিন ।

ফিলো । সে আর স্বপ্নে ভাববার দরকার কি ? চোখে ত দেখেছো । ঐ বে মহানুভব আসছে ।

(এণ্টনীর উদাসভাবে ভাবিতে ভাবিতে প্রবেশ ।)

এণ্টনী । (স্বগতঃ) তাই ত কি করছি ? একটা কুহকী নারীর মোহে আমি স্বদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছি—স্বদেশদ্রোহী হয়েছি । তাই ত কি হবে ? না,—অনেক দূর নেমে এসেছি, আর ফেরা যায় না । কাপুরুষের অপবাদ নিয়ে এণ্টনীর পক্ষে বাঁচা অসম্ভব ।

(লাসোর প্রবেশ ।)

এণ্টনী । কি সংবাদ লাসো ?

লাসো । মিশরের রণতীর পাঙ্গিকে পরাজিত করে অক্টে-ভীয়াসকে আক্রমণ করেছে ।

এণ্টনী । বেশ ।

ভীটাস । এত অল্পসময়ের মধ্যে রাণী পাঙ্গিকে পরাজিত করে অক্টেভীয়াসকে আক্রমণ করেছে ? আমি যুদ্ধটা একবার দেখে আসি ।

এণ্টনী । বাও ।

[ভীটাসের প্রস্থান ।

এণ্টনী । এখন তবে লাসো ! আমাদের রাণীর সাহায্যে যেতে হবে, অক্টেভীয়াসকে আক্রমণ কর্তে হবে ।

লাসো । আর দেরী বর্কেন না চলুন ।

(মিশরের দূতের প্রবেশ ।)

এণ্টনী । কি মিশরী দূত, কি সংবাদ ?

মি দূত । রাণী প্রবল বিক্রমে অক্টেভীয়াসকে আক্রমণ করেছে ।

এণ্টনী । সেত শুনেছি দূত ! আর কি সংবাদ বল ?

মি দূত । এখন অক্টেভীয়াসের সৈন্যে আর আগাদের সৈন্যে খুব যুদ্ধ বেধেছে । অক্টেভীয়াসের অনেক সৈন্য হত হয়েছে । এ যুদ্ধে আমরা বোধ হয় জিতবো ।

এণ্টনী । তার পর ?

মি দূত । সেই জনাই রাণী ব'লে দিলেন,—এ যুদ্ধ তিনি একাই জয় কর্তে পার্কেন, আপনার সাহায্যের প্রয়োজন নাই ।

এণ্টনী । তাই হবে দূত ! রাণীকে সংবাদ দাও, আমি আর আক্রমণ কোর্কনা । সেই অক্টেভীয়াসকে একা হারাক্ ।

[মিশর দূতের প্রস্থান ও লাসোর প্রস্থান ।

এণ্টনী । কি বল ফিলো, রাণী একাই যুদ্ধ জয় করলে ?

ফিলো । যুদ্ধ জয় করলে, আমি কোথা যুদ্ধ করলে বলতে পার ।

এণ্টনী । কেন, দূতের মুখে কি শোননি—সে অক্টেভীয়াসের অনেক সেনা হত করেছে ?

ফিলো । তা হোক—রাণীর যুদ্ধটা যেন আমার হাউইয়ের মতন মনে হচ্ছে ।

এণ্টনী । হাউইয়ের মতন কি রকম ?

ফিলো । হাউই যেমন গর্জন কর্তে কর্তে আগুন ছিটকাতে ছিটকাতে তারা হবার জন্য আকাশে উঠে ঝানিক দূর গিয়েই

মিলিয়ে যায়, খোলটা ঠক করে ভূঁইএ পড়ে। ক্রিওপেট্টার যুদ্ধের এত আগুন, এক গর্জন একটু পরেই সব মিলিয়ে বাবে।

এণ্টনী। এ রকম মনে হবার কারণ কি ?

ফিলো। কারণ ?—কারণ ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ব'লে গেছেন,—স্বীকে ও রাজকুলকে বিশ্বাস করা কর্তব্য নয় ! ক্রিওপেট্টা একে স্বী তার উপর রাজকুল।

এণ্টনী। তুমি কেন ও কথা বলছো ফিলো ? ক্রিওপেট্টাকে বিশ্বাস করবোনা ? সেত একদিনও অবিশ্বাসের কার্য করে নি !

(লাসোর প্রবেশ ।)

এণ্টনী ; কি দেখে এলে লাসো ?

লাসো। অক্টেভীয়াস অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করছিল, এখন তারা পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছে। অক্টেভীয়াস সাদা নিশান উড়িয়ে দিয়েছে—যুদ্ধ কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত আছে। মিশরের সৈন্য আর একটা আক্রমণ ক'রলেই অক্টেভীয়াসের পরাজয় হ'য়ে যাবে—এ যুদ্ধও শেষ হবে।

এণ্টনী। কি ? ক্রিওপেট্টার কাছে অক্টেভীয়াসকে দয়া ভিক্ষা কর্তে হ'য়েছে—তার দর্প আজ চূর্ণ হয়েছে ? ক্রিওপেট্টার এই আক্রমণটা দেখিগে !

(ভীটাসের বেগে প্রবেশ ।)

এণ্টনী। কি ভীটাস ? তুমি এই বিজয়ানন্দের মাঝে অত বিবর্ণ মুখে ছুটে আসছ কেন ?

ভীটাস। বন্ধু ! মিশরের সমস্ত রণতরী যুদ্ধ পরিত্যাগ ক'রে মিশরের দিকে ফিরে যাচ্ছে ।

এণ্টনী। মিশরের রণতরী এসময়ে মিশরের দিকে ফিরে যাবে কেন ? না বন্ধু ! তোমার ভ্রম হয়েছে ।

ভীটাস। ভ্রম হয়নি—ঠিক দেখেছি ।

এণ্টনী। তবে কি মিশরের সৈন্য পরাজিত হয়েছে ?

ভীটাস। না বন্ধু ! এ যুদ্ধে মিশরের সৈন্যের কিছু ক্ষতি হয় নি । অক্টেভীয়াসের অনেক সৈন্য ধ্বংস হয়েছে—আর একটা আক্রমণ করলেই অক্টেভীয়াস হেরে যেত—কিন্তু রাণী তা করেনি । তার সমস্ত রণতরী মিশরের দিকে ফিরিয়ে নিয়েছে ।

এণ্টনী। একি সত্য ভীটাস ?—

ভীটাস। সত্য কথা বন্ধু ! আমি নিজে দেখেছি ।

এণ্টনী। তবে—তবে—তাই হয়েছে । ক্লিওপেট্রা এ যুদ্ধে মরেছে ।

ভীটাস। না বন্ধু ! ক্লিওপেট্রা মরেনি ।

এণ্টনী। ঠিক বলছো ? মরেনি ?

ভীটাস। আমি তাকে তার তরণী থেকে রণতরী ফেরাবার আজ্ঞা দিতে দেখিছি ।

এণ্টনী। ক্লিওপেট্রা মরেনি ? -তবে সে এ যুদ্ধজয়ের মুখে পালাবে কেন ? সে মিশর থেকে যুদ্ধ কর্তে এসেছে—এ বিশ্বাস যাতকতা কর্কে কেন ?

ফিলো। সে একটা নেশার ঝাঁকে—একটা ভালবাসার খেয়ালে—সখ করে যুদ্ধ কোর্তে এসেছিল—সখ মিটে গেছে—যুদ্ধ ছেড়ে চলে গেছে ।

এণ্টনী। সত্য ফিলো—তাই ?

ফিলো । তা আপনি বুঝতে পারছেন না ?

এণ্টনী । তবে আর কি হবে ভীটাস ?—আমার সৈনিকদের ঘরে ফিরে যেতে বল—আমি আজ একসিয়ামের যুদ্ধে হেরেছি—
আর আমি যুদ্ধ কোর্কনা ।

ভীটাস । আপনি যুদ্ধে হেরেছেন ?—এখনও বিংশ সহস্র রোমান আপনার আজ্ঞার অপেক্ষা করছে ।

এণ্টনী । নিজের পক্ষের রণতরী যুদ্ধ পরিত্যাগ কোরে পালিয়ে গেল—সে কি পরাজয় নয় ভীটাস ? একসিয়ামের যুদ্ধে কে হেরেছে এণ্টনী না অক্টেভীয়াস ?—ক্রিওপেট্রার বিশ্বাসঘাতকতা জগৎ বুঝবে না—ইতিহাস বিচার কোর্কে না—তারা জানবে এণ্টনীর রণতরী একসিয়ামের যুদ্ধে হেরে পালিয়েছে ।

ভীটাস । তবুও ত আপনার বিংশ সহস্র রোমান রয়েছে তাদের নিয়ে যুদ্ধ করুন ।

এণ্টনী । না—এণ্টনী আর যুদ্ধ কোর্কে না । জেন ভীটাস আমি রোমের শ্রেষ্ঠ শাসনকর্তা হব বলে যুদ্ধ কর্তে আসিনি—একটা বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হব বলে যুদ্ধ কর্তে আসিনি—অক্টেভীয়াসকে পরাজিত কোরে বধ করব বলে যুদ্ধ কর্তে আসিনি—একটা যুদ্ধ জয় করব বলে যুদ্ধ কোর্তে এসেছিলুম—সে যুদ্ধ হেরেছি—আর যুদ্ধ করব না ।

ভীটাস । তবুও আপনার বিংশ সহস্র —

এণ্টনী । আর কেন বৃথা উত্তেজিত কোর্ছ ভীটাস ! অতীত তার জ্বালাময়ী অনুশোচনা নিয়ে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছে—এণ্টনীর অনেক দূর অধঃপতন হয়েছিল—বীর জিতেন্দ্রিয় এণ্টনী—কামুক

লম্পট স্বদেশদ্রোহী হয়েছ, তবুও সে যুদ্ধে অজেয় ছিল—আজ সে যুদ্ধে হেরেছে। তার জীবনের শেষ গোরবটুকুও আজ সে হারিয়েছে। আর বুঝা যুদ্ধ কোরে কি হবে ভীটাস? শত যুদ্ধ জিতলেও এ পরাজয়ের কলঙ্ক যুচবে না।

ভীটাস। তবে আপনি কি কোর্সেন—শেষে কি অক্টেভীয়াসের হাতে বন্দী হবেন?

এণ্টনী। না ভীটাস তাকে বন্দী কোর্তে দোবো না—মর্কে—এ স্বগীত লাঞ্চিত পরাজিত জীবন নিয়ে আর এণ্টনী বাঁচতে চায় না।

ভীটাস। তবে কি আত্মহত্যা কোর্সেন।

এণ্টনী। না ভীটাস আত্মহত্যা কোর্স না—আমায় পার্শ্চর নিয়ে অক্টেভীয়াসকে আক্রমণ কোর্স। সে যুদ্ধে তারাও মর্কে এণ্টনীও মর্কে। এণ্টনীর জীবনের শেষ ফুলিঙ্গটুকু একবার রণক্ষেত্রে জলে উঠবে তার পর রণক্ষেত্রেই নিভে যাবে। কি ভীটাস চুপ কোরে রহিলে যে—চল—শীঘ্র চল—আমার সৈন্যদের বিদায় দিয়ে অক্টেভীয়াসকে এখনিই পার্শ্চর নিয়ে আক্রমণ কোর্স—আর দেবী কোর্তে পার্ছি না। অনুশোচনার তীব্র তাড়নায় আনার হৃদয়কে আলামরী কোরে তুলেছে—রণক্ষেত্রে লাণিত এণ্টনী আজ রণক্ষেত্রেই শেষ শয়ন কর্কে।

[প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য ।

একসিয়াম ।

অক্টেভিয়াস ও সৈন্যগণ ।

(অক্টেভিয়াস প্রবেশ)

অক্টেভিয়া । কি অক্টেভিয়াস ক্রিওপেট্রাকে রোমের সাগরে ডুবিয়ে মার্কে পাগ্লে না ।

অক্টেভিয়াস । কি কোর্কি দ্বিদি সে পল্লিকে হারিয়ে দিয়ে ছিল—আমার অনেক সেনাক্ষয় কোরেছিল ।

অক্টেভিয়া । আর তুমি যুদ্ধে হেরে এই খানে চুপ কোরে বসে রইলে ।

অক্টেভিয়াস । তাইত—ভাবছি দ্বিদি—কি কোর্কি ?

অক্টেভিয়া । কি কোর্কি ? তোমায় সে কথা বলে দিতে হবে ? তোমায় আবার এখনি প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ কোরে মিশর আক্রমণ কোর্কে হবে । সেই নীলসপীর স্মৃতি জগৎ থেকে মুছে ফেলে দিতে হবে—তা না হলে অক্টেভিয়াস অপমানের প্রাণশোধ হবে না ।

অক্টেভিয়াস । আমিও তাই মনে কোচ্ছিলাম দ্বিদি ।

অক্টেভিয়া । না আর বৃথা মনে কোলে চলে না—চল শীঘ্র সৈন্য সংগ্রহ কর্কে চল ।

(যোদ্ধার প্রবেশ)

যোদ্ধা । এণ্টনী কে বলমাত্র দুইশত পার্শ্বচর নিয়ে আমাদের আক্রমণ করেছে ।

অক্টেভিয়াস্ । তার অন্য সৈনিক ?

যোদ্ধা । তারা শিক্ষিত হয়ে পড়েছে ।

অক্টেভিয়াস্ । তবে যাই দিদি এন্টনীকে আগে পরাজিত করি, এন্টনী আমাদের আক্রমণ করেছে ।

অক্টেভিয়া । হাঁ যাও অক্টেভিয়াস—এন্টনীকে আগে পরাজিত কর—তারপর সৈন্য সংগ্রহ করে মিশর আক্রমণ করো—আমিও যাই আহত সৈনিকদের গুণ্ণায় বন্দোবস্ত করিগে ।

(উভয়েই উভয়দিকে ফিরিল তারপর অক্টেভিয়া ফিরিয়া)

অক্টেভিয়া । অক্টেভিয়াস্ ।

অক্টেভীয়াস্ । কি দিদি ?

অক্টেভীয়া । এন্টনীকে পরাজিত করো—কিন্তু তাকে বন্দী করো না ।

অক্টেভীয়াস্ । ওকি কথা দিদি ? সিংহকে শিঞ্জরাবদ্ধ কোর না !

অক্টেভীয়া । না অক্টেভিয়াস তাকে বন্দী করো না ; তাকে সৈন্যহীন কোরে ছেড়ে দিও । তাকে অহুতাপ কোর্তে দিও—রোমের উদার আকাশতলে বসে, সুনীল সমুদ্র পানে চেয়ে, অহু-শোচনার পুণ্য হোমানলে তার হৃদয়কে পবিত্র করবার অবসর দিও । তাকে বন্দী করো না—বন্দী করলে কারাগৃহের রুদ্ধ বায়ু তাকে হত্যা করবে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

(আবার অক্টেভিয়া ফিরিল)

অক্টেভিয়া । অক্টেভিয়াস্ ! চলে গেছে—আমিও মিশরে যাব

নিজ হাতে তার হৃদয়টাকে উপড়ে ফেলবো। না—আমার এ প্রতিশোধপ্রবৃত্তিটাকে দমন কর্তে হবে—রোমে আমার অদীম কর্তব্য পড়ে রয়েছে, আহতদের শুশ্রূষা কর্তে হবে—শোকাকর্ষদের সাহসনা দিতে হবে—যাই।

[গ্রহ্মান।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

—:~::~~::~—

টাইবার তীর—প্রভাত ।

এণ্টনীর পদচারণ করিতেছে ।

এণ্টনীর । আবার সূর্য্য উঠেছে ?—জগতে এণ্টনীর পরাজয় প্রচার করবার জন্ত আবার সূর্য্য উঠেছে ?—হাসছে ~~লজ্জায়~~ এখনও মুখ ঢাকেনি ?—টাইবার এখনও মিশরের দিকে হাসতে হাসতে জলশ্রোত বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, মনে তার একটুও ধিক্কার হচ্ছে না ?—তার জলশ্রোত পর্ব্বতের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না ?—কি নিল্লজ্জ—বেহারা বিশ্বাসঘাতকতা !

(ভীটাসের প্রবেশ)

ভীটাস এসেছ—ঐ শোন—আবার ঐ শোন—ঐ কিসের আনন্দ ধ্বনি—আজ বুঝি অক্টেভীয়াসের সৈন্তগণ আনন্দ রয়েছে—বিজয়ো-
ল্লাসে এণ্টনীর পরাজয়বার্তা রোমের প্রচার কোরে বেড়াচ্ছে—
তাদের আজ বড় গোরব—তারা আজ এণ্টনীকে হারিয়েছে ।

ভীটাস । হাঁ বন্ধু—আর তাদের বাধা দেবার কেউ নেই ।

এণ্টনী। তাদের আস্তে দাও—তারা নিঃসহায় পরাজিত পরিত্যক্ত সৈন্যহীন এণ্টনীকে হত্যা করুক ।

ভীটাস। কেন বন্ধু আপনার বিক্ষিপ্ত সৈন্যদের সংগ্রহ কর্লে অক্টেভিয়াসকে এখনও হারাতে পারেন ।

এণ্টনী। এখনও সৈন্য সংগ্রহ কোর্ক ? একবার পরাজিত হয়েও নির্লজ্জের মত আবার যুদ্ধ কোর্ক ?—অজেয় এণ্টনী আজ যুদ্ধে হেরেছে—জীবনে আজ এই প্রথম যুদ্ধে হেরেছে—একটা নির্লজ্জ অসম্ভব বিশ্বাসঘাতকতায় হেরেছে—তবু সে হেরেছে—আর সে যুদ্ধ কোর্কেনা ।

ভীটাস। কেন অমন কর্ছেন বন্ধু ।

এণ্টনী। কেন অমন কর্ছি ?—ঐ শোন ভীটাস ! শুনতে পাচ্ছে ? রোমের ছয়ারে ছয়ারে আজ রোমান ভিখারী এক্সিয়ামের যুদ্ধে এণ্টনীর পরাজয়ের গান গেয়ে বেড়াচ্ছে—ঐ শোন ভীটাস ! রোমান মাতা আজ শিশুকে এণ্টনীর পরাজয়কাহিনী বলে ঘুম পাড়াচ্ছে—ঐ শোন ভীটাস রোমের ঘরে ঘরে আজ প্রত্যেক রোমান এণ্টনীর নাম কর্ছে আর ধিক্কার দিচ্ছে—তারা তার বিজয় ভুলে গেছে—তারা তার অতীত ভুলে গেছে—

ভীটাস। এখনও ত যুদ্ধ শেষ হয়নি । চলুন আবার রোমান সংগ্রহ করে অক্টেভিয়াসের বিরুদ্ধে চলুন ! একটা যুদ্ধে হেরেছেন বৈত না ।

এণ্টনী। না, আর যাব না ।

ভীটাস। একটা যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে এতটা মনে কষ্ট করবার কোন কারণ দেখছি না ত বন্ধু

এণ্টনী । তুমি দেখতে পাচ্ছনা ! কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি ।
তুমি দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি—ইতিহাসের
পাতায় এক্সিয়ামের যুদ্ধে এণ্টনীর পরাজয়ের কথা লেখা হ'য়ে
গেছে । তুমি দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি—
ভবিষ্যৎ জগতে কলঙ্কিত কাপুরুষ, লম্পট এণ্টনী রঙ্গমঞ্চে অভিনয়
কর্চ্ছে, ব্রান্ত দর্শক তাই বিশ্বাস কর্ছে । তার সে গোরব—তার সে
শক্তি—তার সে জয় আর নেই—একটা পরাজয়ে সব ভেসে গেছে—
একটা কলঙ্কে সব ঢাকা পড়েছে । আর শত যুদ্ধ জিতলেও সে কলঙ্ক
উঠবে না, অক্টেভীয়াসের হৃদয়রক্তেও সে কলঙ্ক মুছবে না—উঃ ।

ভীটাস । আপনি যদি ক্লিওপেট্রার কথা না শুনে তখন
অক্টেভীয়াসকে আক্রমণ কর্তেন ।

এণ্টনী । চুপ কর ভীটাস ! এখনি তোমার গলা টিপে ধরব !
তার নাম কোরোনা ; তার নাম কোরলে এখনই রোমান নারী তার
স্বামীকে বিষ খাওয়াবে—রোমান ভগ্নী তার ভাইকে হত্যা কর্বে—
রোমান কন্যা তার পিতাকে বধ কর্বে—একটা বিশ্বাসঘাতকতার
পোঁয়ায় সমস্ত জগৎ ঢাকা পড়বে । একবার—একবার—ভীটাস !
যদি তাকে এখানে পেতুম তার টুঁটি কামড়ে ধরুঁম—যেমন করে
শিকারী কুকুর শশকের টুঁটি কামড়ে ধরে—তেমনি করে কামড়ে
ধরে তার সমস্ত রক্ত শুবে খেয়ে ফেলতুম তবু এ রাগ যেত না—
বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি হ'ত না ।

(লাসোর প্রবেশ ।)

লাসো । আপনি আবার যুদ্ধে জন্য প্রস্তুত হউন—কেন অমন
কর্চ্ছেন ?

এণ্টনী। কি লাসো ? তুমিও এণ্টনীর এই অসময়ে তাকে উপহাস করবার জন্য এসেছ ? তুমি না এণ্টনীর সেনাপতি ছিলে ? তুমি না অক্টেভীয়াসকে ঘৃণা কর্তে—তুমি না এণ্টনীর জন্য প্রাণ দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে ? তুমিও তাকে তোমার বিক্রপ থেকে রক্ষা করলে না !

লাসো। না প্রভু ! আমি আপনাকে বিক্রপ কর্তে আসি নি। আপনাকে যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হ'তে বলতে এসেছি। অক্টেভীয়াস এখনি আক্রমণ করবে।

এণ্টনী। আর কি নিয়ে—কিসের জন্য প্রস্তুত হব লাসো ? আজ এণ্টনী সব হারিয়েছে। আজ আর তার হৃদয়ে সে বল নেই, বাহতে সে শক্তি নেই—আজ তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছে।

লাসো। কে বলে আপনি পরাজিত ? কে বলে আপনি সৈন্যহীন ? দশ সহস্র রোমান আপনার জন্য সজ্জিত হ'য়ে আপনার আজ্ঞার অপেক্ষা করছে।

এণ্টনী। কি বলছ লাসো ? এখনও দশ সহস্র রোমান আমার আজ্ঞার অপেক্ষা করছে ! তারা ঘৃণায় এণ্টনীকে পরিত্যাগ করেনি ?

লাসো। হ্যাঁ প্রভু ! আমি রোমের প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে আপনার কথা বলে, আবার রোমান ভিক্ষা করছি। দশ সহস্র রোমান স্বইচ্ছায় প্রাণ দেবে বলে ছুটে এসেছে।

এণ্টনী। সত্য বলছ লাসো ?

লাসো। হ্যাঁ প্রভু ! তারা বাহিরে সজ্জিত হ'য়ে রয়েছে,—
আপনি আসুন। [প্রস্থানোদ্যত।]

এণ্টনী। লাসো ! লাসো ! (লাসো ফিরিল ।)
তোমায় একটা কথা রাখতে হবে ! এণ্টনীর একটা শেষ অনুরোধ,
শেষ মিনতি রাখতে হবে । এণ্টনী কারুর কাছে কখনও জানু-
পেতে ভিক্ষা চায় নি, আজ সে তোমার কাছে জানুপেতে ভিক্ষা
চাইছে । (জানু পাতিয়া) তোমার এই দশ সহস্র রোমান আমার
দিতে হবে !

লাসো । উঠুন ! উঠুন ! আপনি অমন করছেন কেন ?
তারা ত আপনার জন্য যুদ্ধ করবে বলে এসেছে । আপনি তাদের
নিগ্নে যুদ্ধ যাত্রা করুন ।

এণ্টনী । তাই হবে লাসো ! তাদের বলে দাও, এণ্টনী
তাদের নিয়ে এখনি যুদ্ধযাত্রা করবে । কিন্তু সে যুদ্ধযাত্রা অক্টে-
ভীয়াসের বিরুদ্ধে নয়, সে যুদ্ধযাত্রা মিশরের বিরুদ্ধে ।

লাসো । মিশরের বিরুদ্ধে ? কি বলেছে প্রভু ?

এণ্টনী । কে আমার যুদ্ধে হারিয়েছে লাসো ? অক্টেভীয়াস
আমায় যুদ্ধে হারায়নি, তার সৈন্যবল আমায় পরাজিত করেনি ।
শুধু একজন বিশ্বাসঘাতকতায় আমায় হারিয়েছে । যুদ্ধের জয়টা
হাতের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে । বল লাসো !
আগে কার শাস্তি হওয়া উচিত ? যোদ্ধার, না বিশ্বাসঘাতকের ?
মৃত্যুর না মিথ্যার ?

লাসো । কিন্তু প্রভু ! অক্টেভীয়াস যে আপনার শিরেরে সৈন্য
সজ্জিত করছে ।

এণ্টনী । করতে দাও । এণ্টনী তার দশ সহস্র সৈন্যকে
একটিও নষ্ট করতে পারবে না । তা হলে মিশর আক্রমণ

নিষ্ফল হবে, এণ্টনী হারবে—বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ড অসমাপ্ত থেকে যাবে ।

লাসো । কিন্তু প্রভু—

এণ্টনী । লাসো ! আমায় বাধা দিও না । দেখ, এই বৃকে হাত দিয়ে দেখ ! এইখানে প্রতিহিংসার দাবানলে পুড়ছে । দেখ । লাসো ! এই চোখের দিকে চেয়ে দেখ জ্বলছে । সে প্রতিহিংসা না মিটলে এ আগুন নিভবে না, সব পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে । লাসো ! লাসো ! তোমায় মিনতি ক'রে আবার বলছি, তোমার প্রভুকে এই শেষবার সাহায্য কর ! আর তাকে পুড়িয়ে মের'না ।

লাসো । তাই হবে প্রভু ! দশ সহস্র রোমান আজ মিশরের বিরুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য যাত্রা ক'রবে । লাসো এণ্টনীর মহানুভবতা একদিনে বুঝেছে—এই গুপ্তহস্তা লাসোর প্রতি এণ্টনীর ক্ষমা এখন ভোলেনি—সে দীস হ'লেও কৃতজ্ঞতা জানে ।

(এণ্টনী লাসোকে আলিঙ্গন করিলেন ।)

লাসো । আপনি প্রস্তুত হউন ! আমি তাদের সংবাদ দিই ।

[লাসোর প্রস্থান ।]

এণ্টনী । এইবার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেব, ভাল-
বাসার অভিনয় বন্ধ কোরব, রূপের গর্ক চূর্ণ কোরব ।



পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

—:~::~:~::~:~::~:—

মিশর—প্রমোদ কক্ষ ।

ক্লিপেট্টা বসিয়া আছে ও সখীগণ গাহিতেছে—

যে গান কভু গায়নি কেহ আজকে সে গান গাইব আমি ।
যে কথাটি করনি কেহ আজ সে কথা কইব আমি ।
আছে সে ত হৃদয় পরে, গানের সুরে রাখব ভ'রে,
বেহুয়ে ও বেতালা সব আপনি তখন থাকবে থামি ।
দাইবা বঁধু রইল পাশে, দেখবে ভারে হৃদয়কাশে,
চোখের কোণে সজল হাসি, ভালবে তখন দিবা যামি ।
আহা কি এ মধুর মেশা, বিরহেতে মিলস মেশা,
সোপালী সে সোপার ঘপন, আপনি তখন আঁকবে নাশি ।

(মন্ত্রী প্রবেশ)

[মন্ত্রীকে আসিতে দেখিয়া ক্রিওপেট্রা
হাত নাড়িল সখীগণ চলিয়া গেল ।]

ক্রিও । কি সংবাদ মন্ত্রী ?

মন্ত্রী । এণ্টনী সসৈন্তে মিশরে এসে উপস্থিত হয়েছে ।

ক্রিও । এণ্টনী এসেছে ? বেশ । তাকে আসতে দাও—
কেউ বাধা দিওনা—আমার আজ্ঞা । (মন্ত্রী প্রস্থানোদ্যত) বুঝলে
মন্ত্রী ! আমার আজ্ঞা—কেউ যেন বুদ্ধ না করে ।

মন্ত্রী । বুঝলাম রাণী !

[প্রস্থান ।

ক্রিও । চার্মি ! আজ আবার এণ্টনী রোমে ফিরে আসছে ।
এবার তাকে ধরে ঠিক সোণার শিকলে বেঁধে রাখব—আর তাকে
উড়তে দেব না ।

চার্মি । এবার তাকে ধরতে পারলেত ?

ক্রিও । আচ্ছা দেখিস, ধরি কি হারি ?

(এণ্টনীর মুক্তরবারি হস্তে প্রবেশ)

এণ্টনী । মিশরেরখরী ! মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও ।

ক্রিও । কি এণ্টনী ? প্রাণেশ্বর ! এসেছ ? এসো—

(দুই হাত বাড়াইয়া বীণা ফেলিয়া-অগ্রসর হওন)

এণ্টনী । সরে যাও ! ভূমি সর্পের চেয়েও জ্বর—ঐ নিশ্বাসে
বিষ আছে ।

ক্রিও । ওকি কথা বলছ প্রাণেশ্বর ! আজ তোমার ক্রিওপেট্রাকে
তিরস্কার করছ কেন ?

এণ্টনী। কেন তিরস্কার ক'র্ছি বুঝতে পার্ছনা ? বুঝবে, শীঘ্র বুঝবে। এই তরবারি যখন ধীরে ধীরে মুণ্ডটাকে বিচ্ছিন্ন ক'রবে, তখন বুঝবে।

ক্রিও। তবে—তবে তুমি আমায় বধ করবার জন্য এখানে এসেছ ?

এণ্টনী। তোমাকে নিষ্ঠুর নির্দয় ভাবে হত্যা ক'রব। তোমার দেহ থেকে রূপ নিঙড়ে ফেলে কদর্যা করে নাইল নদীতে ভাসিয়ে দেব। তা না হ'লে, তোমার উপযুক্ত শাস্তি হবে না—তোমার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ হবে না।

ক্রিও। আমি কি দোষ করেছি এণ্টনী ? কি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, যার জন্য তুমি আমায় হত্যা করবে ব'লে রোম থেকে ছুটে এসেছ ?

এণ্টনী। বেশ অভিনয় ক'রছ নারি ! সুন্দর ! সুন্দর ! কি ছল ! কি কপটতা !

ক্রিও। আমি বুঝতে পার্ছিনা এণ্টনী ! তুমি কি বলছ ?

এণ্টনী। বুঝবে—বুঝবে, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন সুন্দরী ? নিষ্ঠুর নির্ঘাতনে তোমার শ্রাণটা যখন দেহ থেকে ছিন্ন ক'রবো তখন বুঝবে। তা না হলে এণ্টনীর এ পরাজয়ের প্রতিশোধ হবে না।

ক্রিও। কি বলছ এণ্টনী ? তোমার এ যুদ্ধে পরাজয় হয়েছে ! কেন ?

এণ্টনী। বাঃ ! নিতান্ত অজ্ঞের মত বেশ আশ্চর্য্য হয়েছে ত ! যেন কিছুই জান না। সুন্দর ! সুন্দর ! বেশ অভিনয় হচ্ছে।

ক্রিও। না এণ্টনী ! সত্যই আশ্চর্য্য হয়েছে। তুমি যদি এ

যুদ্ধে হেরে থাক, তবে ত সে আশ্চর্য্য হবার কথা এণ্টনী !
আমি পম্পিকে হারিয়েছি, অক্টেভীয়াসের ঋখেষ্ঠ সেনা ধ্বংস
করেছি। শুধু একটা আক্রমণের অপেক্ষায় মিশরে চলে এসেছি।
এর উপর যদি এণ্টনী হেরে গিয়ে থাকে, তবে সেটা আশ্চর্য্যের
কথা বৈ কি।

এণ্টনী। কি সুন্দরী ? এণ্টনীর পরাজয়টা তোমার পলায়নের
চেয়েও অদ্ভুত ! তোমার বিশ্বাসঘাতকতার চেয়েও আশ্চর্য্য ?

ক্রিও। এণ্টনী ! তুমি আমার হত্যা ক'রবে কর ! কিন্তু
তবু আমি ব'লব—এ যুদ্ধে যদি হেরে থাক, তবে আমার পলায়নে
হারনি—তোমার নিজের বুদ্ধি হীনতায় হেরেছ, নিজের উন্নততায়
হেরেছ। বোধ হয় বিধ্বস্ত অক্টেভীয়াসকে তখন আক্রমণ করনি
বলে হেরেছ।

এণ্টনী। হ'তে পারে আমি অক্টেভীয়াসকে তখন আক্রমণ
করিনি। কিন্তু তুমিত তখন পলায়ন করেছ, বিশ্বাসঘাতকতা করেছ।

ক্রিও। গালিয়েছি বটে ! কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করিনি।

এণ্টনী। যুদ্ধ জয়ের মুখে অতর্কিতে পলায়ন বিশ্বাসঘাতকতা
নয় ?

ক্রিও। নয়।

এণ্টনী। কেন নয়, শুনতে পাই কি সুন্দরী ?

ক্রিও। শুনবে ?—ব'লব ? কিন্তু সে কথা বলবার আগে
'আমি শুনতে চাই, উত্তর দাও এণ্টনী ! সত্য ব'লবে—এ যুদ্ধে
যদি ক্রিওপেট্রা সাহায্য না ক'রত, তবে পম্পির আক্রমণ থেকে
তুমি রক্ষা পেতে ?

এণ্টনী । না,—স্বীকার ক'রছি ।

ক্রিও । মিশরের সৈন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করেছিল, পম্পিকে হারিয়েছিল, অক্টেভীয়াসের যথেষ্ট সেনা ক্ষয় করেছিল, স্বীকার কর ?

এণ্টনী । করি ।

ক্রিও । অক্টেভীয়াসের ক্ষীণ অবশিষ্ট সৈন্য আর একবার আক্রান্ত হ'লেই ধ্বংস হয়ে যেত, স্বীকার কর ?

এণ্টনী । করি ।

ক্রিও । তবে বুঝিয়ে দাও এণ্টনী ! ক্রিওপেট্রা কোনখানে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ? সে এণ্টনীর সাহায্য করতে মিশর থেকে ছুটে এসেছে—যথেষ্ট সৈন্য ক্ষয় করে পম্পিকে হারিয়েছে, অক্টেভীয়াসের সৈন্যকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে ।

এণ্টনী । কিন্তু সে তখন পালিয়েছে । সে বিশ্বাসঘাতকতা করে পালিয়েছে ।

ক্রিও । না এণ্টনী ! ক্রিওপেট্রা বিশ্বাসঘাতকতা করে পালাননি । তোমায় ভালবাসে বলে পালিয়েছে । সে তার বিজয়-গৌরব, তোমার বিজয়গৌরবের কাছে তুচ্ছ মনে করে বলে সে পালিয়েছে, তোমায় ভালবাসে বলে সে পালিয়েছে । তুমিই শেষ আঘাত দেবে বলে সে অক্টেভীয়াসকে হারায় নি ।

এণ্টনী । (নিরুত্তর) ।

ক্রিও । শোন এণ্টনী ! ক্রিওপেট্রা যদি তখন অক্টেভীয়াসকে আক্রমণ ক'রে পরাজিত ক'রত—তখন জগতবাসী কি ব'লত জান ? এণ্টনী সে যুদ্ধ জয় করেনি, ক্রিওপেট্রাই সে যুদ্ধ জয় করেছে । এণ্টনীর আর সে শক্তি, সে সামর্থ্য, সে পরাক্রম নাই ;

সে যুদ্ধ জয় করতে ভুলে গেছে। আর তুমি যদি তখন আক্রমণ করে অক্টেভীয়াসকে হারাতে, তা হ'লে সকলের মুখে তোমার বীরত্বের কাহিনী, তোমার বিজয়গৌরব শুনতে। তারা ব'লত ক্লিওপেট্রা যুদ্ধে হেরে পালিয়েছে; কিন্তু যুদ্ধ জিতেছে এণ্টনী।

এণ্টনী। তাই ত ক্লিওপেট্রা! তুমি ত আগে সে কথা বলনি।

ক্লিও। এণ্টনী! তুমি শত সহস্র যুদ্ধ ক'রেছ, তোমায় কি সে কথা ব'লে দিতে হবে? অক্টেভীয়াসের সৈন্যকে বিধ্বস্ত দেখেও আক্রমণ ক'রবে না, তা আমি একবারও ভাবিনি।

এণ্টনী। তাই ত—তাই ত ক্লিওপেট্রা! আমি যদি তখন আক্রমণ করতাম।

ক্লিও। তখন যদি আমাদের কথামত তুমি অক্টেভীয়াসকে আক্রমণ ক'রতে, তবে এ পরাজয় হ'ত না। তোমার দোষে তুমি হেরেছ!

এণ্টনী। বুঝেছি ক্লিওপেট্রা! আমার দোষে আমি এ যুদ্ধে হেরেছি।

(ক্লিওপেট্রা মুহূর্ণের হাসি হাসিতে লাগিল,
এণ্টনী কিছুক্ষণ স্থির রহিল।)

এণ্টনী। ক্ষমা কর ক্লিওপেট্রা! আমি না বুকে তোমায় মিথ্যা তিরস্কার করেছি। (অসি ফেলিয়া দিয়া) আজ রাণী! এণ্টনীকে মার্জনা কর! সে তোমার কাছে নতজান্ন হ'য়ে মার্জনা ভিক্ষা ক'চ্ছে।

ক্রিও । উঠ প্রিয়তম ! উঠ !

(ক্রিওপেট্টা এণ্টনীর হাতে ধরিয়া তুলিল ।)

এণ্টনী । তাহঁত ক্রিওপেট্টা ! আমি তোমায় ভুল বুঝেছিলাম, তোমায় অবিশ্বাস করেছিলাম ; তোমার প্রেমের গভীরতা বুঝতে পারিনি ।

(ফিলো ও ভীটাসের প্রবেশ)

ফিলো । এই যে ! আবার—বেশ !

এণ্টনী । না ফিলো ! রাণীর কিছু দোষ নাই ।

ফিলো । তা হ'লে শাস্তির অভিনয়টা এর আগেই শেষ হ'য়ে গেছে ?

এণ্টনী । না ফিলো ! আমি ভুল বুঝেছিলাম । রাণীকে মিথ্যা দোষী মনে করেছিলাম ।

ফিলো । সেত আমরা আগে থেকেই জানতুম । দোষ আমাদের, আর অষ্টেভীয়াসের ।

এণ্টনী । সে আমার গোরবের জন্তু, আমার ভালবাসে বলে, তার নিজের বিজয় গোরব পায়ে ঠেলে ফেলে এসেছে । তাকে কি করে অবিশ্বাস ক'রব ফিলো ?

ফিলো । তাকে খুব বিশ্বাস ক'রবেন ! নিজের চেয়েও বেশী বিশ্বাস ক'রবেন ।

এণ্টনী । না ফিলো ! রাণী বিশ্বাসঘাতকতা করেনি !

ফিলো । বেশ ! আপনি তা হ'লে দিন কতক রাণীকে বিশ্বাস করে মিশরে থাকবেন—রোমে ফিরছেন না । রাণীর বিশ্বাসে প্রতীক্ষান ত দেওয়া চাই ।

এণ্টনী । এখনও সে কথা ভাবিছি ফিলো—শীঘ্র রোমে ফিরে
ফিনা সে কথা এখনও ভাববার সময় পাইনি ।

(লাসোর প্রবেশ ।)

লাসো । না আপনাকে আর শীঘ্র রোমে ফিরে হবে না ।
অক্টেভীয়াস আপনার পশ্চাৎদ্বারন করে মিশর আক্রমণ করেছে ।

ক্লিও । কি—পরাজিত অক্টেভীয়াস এত শীঘ্র মিশর আক্রমণ
কোর্টে পেরেছে—সত্য বলছ ? •

লাসো । লাসো মিথ্যা কথা বলে না ।

এণ্টনী । তবে ক্লিওপেট্রা ! এণ্টনী আজ তোমার হয়ে মিশর
রক্ষা কোর্বে—তুমি তার দুর্দিনে তাকে সাহায্য করেছিলে
আজ সে তোমার দুর্দিনে তোমায় সাহায্য কোর্বে । তুমি শুধু
স্তির ভাবে প্রাসাদে অবস্থান কর—এণ্টনী একাই অক্টেভীয়াসকে
হারিয়ে দেবে—যাও লাসো তোমার দশসহস্র রোমানকে প্রস্তুত
হতে বল ।

লাসো । তারা বরাবরই প্রস্তুত আছে আপনার আগমন
প্রতীক্ষা কোর্ছে ।

এণ্টনী । তবে চল ফিলো, চল ভিটাস, প্রাসাদ আক্রমণ
করবার পূর্বে অক্টেভীয়াসকে আমি আক্রমণ কোর্বোঁ ।

[ক্লিও ও চার্মি ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

ক্লিও । চার্মি ! তবে আবার এ যুদ্ধ বাধলো ।

চার্মি । তার জন্তে ভাবছ কেন ? তুমি এণ্টনীর সাহায্যের
অন্ত প্রস্তুত হও ।

ক্রিও। কিদ্ধ চার্শি আজ আমার এ বুদ্ধে যেতে কি জানি
কেন শঙ্কা হচ্ছে - হৃদয়টা বড় ঝুঁকিল মনে হচ্ছে ।

চার্শি। না রাণী ভয় করলে চলবে না—ভাববার সময় নেই—
এখনই বুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হতে হবে ।

ক্রিও। চল চার্শি তাই হবে—কিদ্ধ তার আগে আইসিস
দেবের মন্দিরে চল—তাকে আগে পূজা করে আসি ।

চার্শি। তবে—তাই চল ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

—•••••—

মিশর—অক্টেভীয়াসের শিবির ।

(অক্টেভীয়াস পদচারণ করিতেছে, ব্যস্তভাবে
একজন যোদ্ধার প্রবেশ ।)

যোদ্ধা। বুদ্ধ হচ্ছে ।

অক্টে। মিশরের সৈন্য বুদ্ধ কোর্ছে ?

যোদ্ধা। এণ্টনীর সৈন্য বুদ্ধ কোর্ছে—শুধু রোমানের
বুদ্ধ হচ্ছে ।

অক্টে। এণ্টনীর সৈন্য বল কত ?

যোদ্ধা। আমাদের অর্ধেকের চেয়েও কম ।

অক্টে। তবুও আমাদের সৈন্য অগ্রসর হ'তে পার্ছে না ?

যোদ্ধা । এণ্টনীর ভীষণ অস্ত্রচালনার বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতে পার্ছে না । আমাদের অনেক সৈন্য হত হয়েছে ।

(সেনাপতির প্রবেশ)

অস্ত্রে । কি সেনাপতি ? মিশরের সৈন্য এখন যোগ দেয়নি, শুধু এণ্টনী যুদ্ধ ক'রছে, তবুও তাকে হারাতে পারলে না ?

সেনাপতি । এ যুদ্ধ আমরা জিত্তে পারব না । এণ্টনী যতক্ষণ যুদ্ধ ক'রবে, ততক্ষণ আমরা কিছুতেই জিত্তে পারব না ।

অস্ত্রে । কেন সেনাপতি ? আমাদের সৈন্তগণ কখনও কি যুদ্ধ কোর্তে শেখেনি—শুধু এণ্টনীই একা যুদ্ধ কর্তে জানে ।

সেনা । যুদ্ধ কর্তে শিখেছে বটে, কিন্তু এণ্টনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কোর্তে শেখেনি—এণ্টনীর সৈন্তের সঙ্গে, এণ্টনীর সঙ্গে যুদ্ধ কর্তে হচ্ছে জেনে তাদের হাত আড়ষ্ট হোয়ে যাচ্ছে । এণ্টনীকে দেখে, তাহাদের উত্তত হস্ত থেমে যাচ্ছে—মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে যাচ্ছে—আর এণ্টনীর সৈন্তগণ খেলার মত তাদের মাথা কেটে ফেলেছ ।

অস্ত্রে । আর তুমি তাদের সে সময় উৎসাহ না দিয়ে, এণ্টনীর নামের ভয়টা না কাটিয়ে দিয়ে, রণস্থল পরিত্যাগ কোরে চলে এসেছে, এ উত্তম ।

সেনা । আমি বোলতে এসেছি অস্ত্রেভিয়াস, যে এণ্টনীকে রণস্থল থেকে না সরাতে পার্লে আমরা এ যুদ্ধে হারবো ।

অস্ত্রে । বেশ ! এণ্টনীকে বন্দী কর, কিন্তু কি উপায়ে কোর্বে ?

সেনা । সে উপায় আমি ঠিক কোরে এসেছি ।

অক্টে । কি বল ।

সেনা । আমি গুপ্তচর পাঠিয়ে সংবাদ পেয়েছি যে এণ্টনীর মিশরের রাণীর জন্য এ যুদ্ধ কোর্ছে—রোমের জন্ত এ যুদ্ধ কোর্ছে না । যদি তাকে কোন উপায়ে মিথ্যা সংবাদ দেওয়া যায়—যে মিশরের রাণী আহত্যা কোরেছে তা হলে আর সে যুদ্ধ কোর্ছে পার্কে না—আমরা তাকে বন্দী কোর্ক ।

অক্টে । ধিক্ সেনাপতি ধিক্—ধিক্ তোমার কপটতায় । অক্টেভীয়াস কপটযুদ্ধে জয়লাভ কোর্ছে চার না—সে যুদ্ধযুদ্ধে যুদ্ধ জিততে চায়, তুমি ভীক্ কাপুরুষ তাই ওকথা ভাবতে পেরেছ । থাক সেনাপতি তোমায় আর যুদ্ধ কোরে কায নেই—তুমি এইখানে বোসে শিবির রক্ষা কর—আমি শিজে এ সৈন্য চালনা কোর্ক সমস্ত সৈন্তের সম্মুখে গিয়ে যুদ্ধ কোর্ক—দেখি তা'তে এণ্টনীর মোহ কাটে কি না ।

(প্রস্থানোদ্যত আবার ফিরিয়া আসিয়া)

আমি তোমায় বোলে যাচ্ছি সেনাপতি—সমস্ত সেনাকে বোলে দিও—আমিও তাদের বোলে দোবো—কেউ যেন এণ্টনীকে বধ না করে—এটা আমার আজ্ঞা জেন ।

[অক্টেভীয়াসের প্রস্থান ।

সেনা । অত মাথা গরম কোল্লে—ধর্ম্ম ধর্ম্ম কোল্লে কি আর যুদ্ধ করা হয় ?

যোদ্ধা । • অক্টেভীয়াস ত আর বেশী বড় যুদ্ধ করেনি ।

সেনা । কিন্তু আমরা ত কোরেছি, ও ছেলোমানুষ যদি ভুল করে ত আমরা কোর্ক কেন ? আমাদের সে ভুলটা ঠিক করে নিতে হবে ।

যোদ্ধা । তা ত হবেই ।

সেনা । তুমি তবে আমাদের চরকে পাঠিয়ে দাও ।

[যোদ্ধার প্রস্থান ।

আমি ঢের যুদ্ধ কোরে দেখেছি যুদ্ধে ছলও চাই, ফৌশলও চাই, শুধু বলে কিছু হয় না ।

(চরের প্রবেশ)

তুমি মিশরসেনার ছদ্মবেশ গ্রহণ কোত্তে পার্কে ।

চর । পার্কে ।

সেনা । তুমি এন্টনী যেথায় যুদ্ধ কোরছে জান ?

চর । জানি ।

সেনা । সেখানে গুপ্তভাবে প্রবেশ কোত্তে পার্কে ?

চর । পার্কে ।

সেনা । আমি যা বলে দেবো, কল্পিত কণ্ঠে সজল চোখে—
বলতে হবে—পার্কে ?

চর । খুব পার্কে ।

সেনা । তবে চল আমি তোমায় সে কথা শিখিয়ে দিইগে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

—:~::~:—

মিশর ।

রপস্বলের একাংশ ।

(লাসো একাকী অধোমুখে দণ্ডায়মান ও এণ্টনীর প্রবেশ)

এণ্টনী । একি ! লাসো তুমি এখানে চূপ কোরে দাঁড়িয়ে
রোয়েছ কেন ? এণ্টনী কি করে পঁচিশ হাজার সৈন্যকে তোমার
দশ হাজার সৈন্য দিয়ে পরাজয় কর্ছে দেখছ না । কি কথা কচ্ছনা
কেন ? চল যুদ্ধ কোর্বে চল ।

লাসো । না আমি আর যুদ্ধ কোর্বনা ।

এণ্টনী । তুমি যুদ্ধ কোর্বে না ! কেন—বল—কেন ?

লাসো । না আমি আর যুদ্ধ কোর্ব না ।

এণ্টনী । ও কি কথা লাসো—কি বলছ তোমার যুদ্ধ কেত্রে
না দেখতে পেল, তোমার দশ হাজার রোমান চঞ্চল হোয়ে
উঠবে, আর তারা যুদ্ধ কোর্ভে পার্বে না—

লাসো । তা আমি কি কোর্ব—লাসো আর যুদ্ধ কোর্বে না ।

এণ্টনী । না লাসো ! এ সময়ে আর তুমি চূপ করে অধোমুখে
স্থির হয়ে থেক না । তোমার বলে এণ্টনী আজ যুদ্ধ ক'রছে ;
তার হাতের কাছ থেকে বিজয়টাকে আবার তেম্নি করে ছিনিয়ে
লিও না । এণ্টনীর নামে আবার একটা পরাজয় লিখিয়ে দিওনা ॥

চল, যুদ্ধ ক'রবে চল ! আমাদের দুজনকেই না দেখতে পেলে সব সৈন্য বিক্ষিপ্ত হয়ে পোড়বে ।

লাসো । আমি স্থির করেছি, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—যুদ্ধ ক'রব না ।

এণ্টনী । তুমি স্থির ক'রেছ—তুমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছ—তুমি যুদ্ধ ক'রবে না ? কেন লাসো ? এ প্রতিজ্ঞা কেন ?

লাসো । কেন ? কেন আর কি ? রোমানের বিরুদ্ধে রোমান হয়ে যুদ্ধ ক'রব না ।

এণ্টনী । এই জন্য যুদ্ধ ক'রবে না ?

লাসো । হ্যাঁ ।

এণ্টনী । কেন লাসো ? তুমিই ত আমার রোমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য মিশর থেকে রোমে নিয়ে গিয়েছিলে ! তুমিই ত লাসো ! একসিন্নের যুদ্ধে আমার সৈন্য সংগ্রহ ক'রেছিলে ! জয়ের আশা দেখিয়ে পরাজিত মৃত্যুপ্রার্থী এণ্টনীকে এই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছিলে !

লাসো । তখন ভুল বুঝেছিলাম ।

এণ্টনী । কেন ? কিসের ভুল, লাসো ?

লাসো । আপনাকে বিশ্বাস করা ।

এণ্টনী । আমাকে বিশ্বাস করা ! কেন ?

লাসো । কেন ?—আমি ত এণ্টনী ! মিশরের রাণীর ছিন্নমুণ্ড নিয়ে রোমে ফিরব বলে তার পায়ে লুটিয়ে পড়িনি । বিদেশী রাণীর রূপের জন্য স্বদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি । মিশরের রাণীকে যুদ্ধে হারাতে গিয়ে, তার হয়ে যুদ্ধ করিনি ।

এণ্টনী। আমি মিশরের রাণীকে ভুল বুঝেছিলুম, তাই সে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন লাসো !

লাসো। তুমি মিশরের রাণীকে ভুল বুঝেছিলে—আমিও এণ্টনীকে ভুল বুঝেছিলাম। তখন জানতাম না যে, এণ্টনী তার প্রতিজ্ঞা রাখতে জানে না। একজন বড় যোদ্ধা হয়ে তার বীরত্ব হারিয়েছে, একটা রমণীর কাছে তার মনুষ্যত্ব বিকিয়েছে, তার ক্রীতদাসের চেয়েও অধম হয়েছে—তাই রাণীর আজ্ঞায় সে সৈন্য চালনা কচ্ছে। যদি তখন বুঝতাম, তা হ'লে আমি এ যুদ্ধ ক'রতে আসতাম না।

এণ্টনী। লাসো ! লাসো ! আমার ক্ষমা কর ! আমি স্বীকার করছি আমি দোঁষী। আমিই স্বীকার করছি লাসো ! আমি রাণীকে ভালবেসে মনুষ্যত্ব হারিয়েছি—প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিনি। কিন্তু তা ব'লে কি সে তিরস্কারের এই অবসর, সে কথার কি এই স্তম্ভোৎসর্গ ?

লাসো। তবে আর সে কথা কখন ব'লব ?

এণ্টনী। না লাসো ! সে কথা এখন থাক। আজ একবার এণ্টনীকে সাহায্য কর ! তাকে একবার এ যুদ্ধ জিততে দাও, তারপরে তুমি তাকে যত পার তিরস্কার কোরে তাকে যা শাস্তি দিতে হয় দিও, হত্যা করতে চাও ত হত্যা কোরো—কিন্তু তাকে পরাজিত কোরো না।

লাসো। (নীরবতর)।

এণ্টনী। কি ? চূপ করে রইলে যে ? কথা ক'ছ না। তবে কি তোমার ইচ্ছা লাসো ! এণ্টনী এ যুদ্ধে হারে ? অক্টোব্রীয়ার

তাকে বন্দী করে, রথের চাকায় বেঁধে রোমের রাজপথে ঘুরিয়ে
বেড়ায়। যদি তাই হয় লাসো? তোমার ইচ্ছা যদি তাই হয়?
তবে—তবে—তুমি তাকে একবার ঘা করতে এসেছিলে তাই কর।
তাকে হত্যা কর! তাকে আর যুদ্ধে হারিও না। (এণ্টনী
নিজ হাতে লাসোকে অস্ত্র তুলে দিলেন।)

লাসো। সাবধান এণ্টনী! সরে দাঁড়াও। হিংস্র সিংহশিশু
নিয়ে খেলা কোরো না।

এণ্টনী। না লাসো! আমার হত্যা কর—আর পরাজয়ের
কলঙ্কে কলঙ্কিত কোরো না!

লাসো। সাবধান এণ্টনী! প্রলোভন দেখিও না। আমার
প্রাণের মাঝে ভয়ঙ্কর বিরোধ বেধেছে, কর্তব্য ও কৃতজ্ঞতার
যুদ্ধ হচ্ছে। আমার আর প্রলোভন দেখিও না! তুমি যে আমার
ক্ষমা করেছিলে, হয়ত এ প্রলোভনে পড়ে সে কৃতজ্ঞতাও ভুলে
যাব।

এণ্টনী। যদি তুমি তাকে মতাই কৃতজ্ঞতা দেখাতে চাও
লাসো—তাকে বন্দী হ'তে দিও না। তার অমূল্য জীবনটাকে
শাস্তিত, অপমানিত হবার আগে মরতে দাও। তাকে হত্যা কর।

লাসো। সাবধান! সিংহশিশু এখন হিংসা ভোলেনি।

(ছদ্মবেশী চরের প্রবেশ)

চর। মহামূল্যব এণ্টনী! আমাদের রাণী প্রাসাদে আজ
স্নিগ্ধপান করে আত্মহত্যা করেছেন।

এণ্টনী। (জোরে চরের হাত চাপিয়া ধরিয়।) কি বলছ?
কত্যা বল।

লাসো । (সোৎসাহে) কি বল্লে দূত ? সত্য বল ।

চর । ভগবানের দিব্য বলছি—আমাদের রাণী অবরোধের ভয়ে বিষপানে আত্মহত্যা কোরেছে ।

এণ্টনী । যাক্—এণ্টনীর যুদ্ধ করা শেষ হোয়েছে ।

(অস্ত্র ত্যাগ করিয়া বসিয়া পড়িল)

লাসো ! বন্ধ ! এইবার তোমার এণ্টনীকে হত্যা কর, সে হাসতে হাসতে মরুক ।

লাসো । (হাঁটু গাড়িয়া) এণ্টনী ! প্রভু ! উঠ সে—মোহিনী নারী মরে আজ এণ্টনীকে দাসখত থেকে মুক্ত করেছে । লাসো ! আবার তার রোমান এণ্টনীকে ফিরে পেয়েছে—এবার সে প্রাণপণে যুদ্ধ কোর্কে—অক্টেভীয়াসকে হারিয়ে এণ্টনীকে রোমের সিংহাসনে বসাবে—চল প্রভু যুদ্ধ কোর্কে চল ।

এণ্টনী । যুদ্ধ !—আর না লাসো—এণ্টনীর বক্ষপঞ্জর গুলো মশকে ভেগে গিয়েছে—দেখ লাসো আজ তার বুক খালি হরে গেছে রক্ত শ্রোত বইছে না—শুধু হাওয়া—শুধু হাওয়া ।

লাসো । না প্রভু আর মিথ্যা শোক করবার সময় নেই অক্টেভীয়াস এখনই হয়ত আক্রমণ কর্কে ।

এণ্টনী । দাও তাকে আক্রমণ কর্তে দাও—আজ সে নরিন্দ্র, ছর্ব্বল, মিসেহার এণ্টনীকে বধ করুক ।

(যোদ্ধার প্রবেশ)

যোদ্ধা । অক্টেভীয়াস নিজে সৈন্যচালনা কোরে আমাদের আক্রমণ কোরেছে, সে আক্রমণে আমাদের সৈন্যগণ বিক্ষিপ্ত হোয়ে পোড়েছে

লাসো । আমার রোমান ছত্রভঙ্গ হোয়ে পড়েছে—আচ্ছা দেখি—অক্টেভিয়াস কি করে প্রাণ নিয়ে ফেরে দেখবো ।

[লাসো ও প্রহরীর প্রস্থান ।

এণ্টনী । যাও লাসো তুমি যুদ্ধ করগে এণ্টনী আর যুদ্ধ কোর্কে না । (কিছুক্ষণ স্তম্ভিত থাকিয়া)

ক্রিওপেট্রা মরেছে—সত্য মরেছে, তবে আর কার জন্য যুদ্ধ কর্ব ? যুদ্ধ না কলে অক্টেভিয়াস এখনি আমার বন্দী কর্কে, কে আমার রক্ষা কর্কে ?

(ভীটাসের প্রবেশ)

কি ভীটাস এসেছ ?—এস তোমার বন্ধুকে রক্ষা কর—তাকে বন্দী হতে দিও না তাকে আত্মহত্যার কলঙ্কে কলঙ্কিত হতে দিও না—তাকে হত্যা কর ।

ভীটাস । তোমায় হত্যা কর্ব কিসের জন্য বন্ধু ?

এণ্টনী । কিসের জন্য ? তা আর বলবার সময় নেই ভীটাস । অক্টেভিয়াস আমার এখনি বন্দী কর্কে—তুমি আমার রক্ষা কর, ভীটাস—এই নাও আমার হত্যা কর—কি চুপ করে রইলে যে ? তবে কি এণ্টনীর হস্তকে আত্মহত্যার রক্তে কলুষিত কর্কে হবে ? তুমি না পারো ভীটাস আমি তবে নিজে মর্ক ।

ভীটাস । না—বন্ধু—দাও—হত্যা কর্ব—দাও—(অস্ত্র গ্রহণ)
এণ্টনী বন্ধু তোমার মৃত্যু দেখবার আগে ভীটাস মর্কে চায় ।

(ভীটাস বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিল)

এণ্টনী । একি ? ভীটাস তুমিও আমার হত্যা কলে না ? তবে কি কর্কে আমার আত্মহত্যা কর্কে হ'ল—ক্রিওপেট্রা—ক্রিওপেট্রা ।

(বন্ধে অস্ত্রাঘাত করিয়া পড়িয়া গেল, ফেরোর
দৌড়িতে দৌড়িতে প্রবেশ)

ফেরো । মিথ্যা কথা এণ্টনী—মিথ্যা কথা ।

(এণ্টনী কণ্ঠে উঠিয়া)

এণ্টনী । কি মিথ্যা কথা ফেরো ?

লাসো । (ছুটিয়া আসিয়া) কি মিথ্যা কথা দূত ?

ফেরো । রাণী মরেনি ।

এণ্টনী । রাণী মরেনি সত্য বল্ছো ?

লাসো । রাণী মরেনি সত্য বল্ছো ?

ফেরো । এই মাত্র তাকে সুস্থ শরীরে মন্দিরে দেখে এসেছি,
অক্টেভিয়াসের গুপ্তচর রাণীর মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ দিয়ে গেছে ।

লাসো । রাণী মরেনি ! বেশ হয়েছে এণ্টনী তুমি আত্ম-
হত্যা কোরেছ—এই বার মর—মর্টে চেয়েছিলে মর—মৃত্যুই
তোমার মুক্তি—মৃত্যুই তোমার শাস্তি—মৃত্যুই তোমার সুখ । রাণী
এখনও বেঁচে আছে—বেশ ! লাসো এবার অক্টেভিয়াসের সঙ্গে
প্রাসাদ আক্রমণ কোরে রাণীকে হত্যা কোর্কো—এণ্টনীর এই
মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে ।

[লাসোর প্রস্থান ।

ফেরো । হায় এণ্টনী আমি ঠিক সময়ে আসতে পার্লাম না—

এণ্টনী । তোমার দুঃখ হচ্ছে ফেরো—আমি মরছি বলে দুঃখ
হচ্ছে ? কেন আমার ত দুঃখ হচ্ছে না—আনন্দ হচ্ছে—রাণী
এখনও বেঁচে আছে—সুস্থ শরীরে মন্দিরে রয়েছে । কিন্তু লাসো

বড় ভয় হচ্ছে—রাণী যখন আমার এই কথা—তার প্রাণের এণ্টনীর এই অবস্থার কথা শুনবে তখন সে কি করে বাঁচবে ফেরো—নিশ্চয় আত্মহত্যা কোর্বে—তাইত—কি হবে ফেরো এ সংবাদ কি করে চেপে রাখবে ?

লাসো । সে সংবাদ আমি নিজে দোবো—রাণীকে মর্ত্তে দোবো না ।

এণ্টনী । তবে যাও ফেরো শীঘ্র যাও—অল্প কেউ একথা বলবার আগে তুমি বলগে, রাণীর কাছে থাকগে, রাণীকে আত্মহত্যা কর্ত্তে দিওনা—রাণী বেঁচে আছে জানলে এণ্টনী খুব সুখে, খুব আনন্দে এইখানে মর্বে ।

ফেরো । না এণ্টনী ! তোমায় এখানে মর্ত্তে দিতে পার্বোনা, রাণী সে কথা শুনলে আমায় কি বলবে—না এণ্টনী তোমায় রাণীর শয়নকক্ষে মর্ত্তে হবে, রাণীর অঙ্কে তোমার শেষ নিশ্বাস বইবে—রাণী তোমার হৃদয়ের শেষ স্পন্দন দেখবে—তা না হলে, তা না হলে, রাণী উন্নত হয়ে ছুটে বেড়াবে ।

এণ্টনী । তবে তাই কর ফেরো—আমায় রাণীর কক্ষে নিয়ে চল—শেষবার তাকে দেখাও—তাকে দেখতে দেখতে মর্ত্তে দাও ।

ফেরো । চল এণ্টনী, নিয়ে যাচ্ছি ।

(ফেরো প্রহরীদের ডাকিয়া এণ্টনীকে লইয়া গেল)

চতুর্থ দৃশ্য ।

—:~::~:~::~:—

আইসিসের মন্দির ।

ক্লিওপেট্রা ও সখীগণ ।

(সম্মুখে আইসিসের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত প্রণাম করিল)

ক্লিও । মিশররমণীগণ তোমারা এই যুদ্ধদেবের প্রার্থনা-গান
গাও—আমিও তোমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি ।

জয় রণ-দেবতার জয় ।

বেন প্রাণেশের আজি এ যুদ্ধে পরাজয় নাহি হয় ।

আজীবন-তার ছিল যে দীক্ষা,

সেই সে শিক্ষার মহাপরীক্ষা,

জিনিয়া সমর ফিরে হে প্রাণেশ হয়ে গৌরবময় ।

আসে যেন ফিরে এ সমরজয়ী,

সে গৌরবে আমি গৌরবময়ী,

আজি এ যুদ্ধে শত্রুরমণি যেন সে কাড়িয়া জয় ।

এ জগত মাঝে সে বিজয়গান,

যেন নাহি কতু হয় অঘসান,

বতদিন এই থাকিবে জগৎ যেন সে সকলে কর ।

এ সমর জয়ে যেন থাকে সব,

শত্রুর হাসি মরণেরি রব ।

যেন ফিরে আসে মিশরের মাঝে পুরাতন হুসমর ।

চল, সখীগণ প্রাসাদে যাই—এণ্টনীর বিজয়সংবাদেই অপেক্ষা
করিবে—

(ছদ্মবেশী চরের প্রবেশ)

চর। রাণী ! রাণী ! এণ্টনী যুদ্ধক্ষেত্রে হত হয়েছে ।

ক্লিও। কি বলছ দূত ?

চর। অক্টেভিয়াস এণ্টনীকে যুদ্ধে হত্যা করেছে—আমার সম্মুখে তাকে হত্যা করেছে—ক্লিওপেট্রা আমি চল্লুম বলে, এণ্টনীর শেষ নিশ্বাস বেরিয়েছে !

[চরের প্রস্থান ।

ক্লিও। এণ্টনী মরেছে—যাক্ ; চার্মি ! আমি আর কায় ল্যু বাচবো—কি করে বাচবো ; দাঁড়াও এণ্টনী ক্লিওপেট্রাও তোমার সঙ্গে যাচ্ছে—

(হেমলক বুক হইতে বাহির করিয়া)

দাঁড়াও এণ্টনী, দাঁড়াও, আমিও যাচ্ছি—

(মুখের কাছে হেমলক ধরিল)

(ফেরোর দৌড়িতে দৌড়িতে প্রবেশ)

ফেরো। মিথ্যা কথা রাণী ! মিথ্যা কথা ।

ক্লিও। কি মিথ্যা কথা ফেরো ?

(হাত কাঁপিয়া হেমলক পড়িয়া গেল)

ফেরো। এণ্টনী মরেনি—তুমি আত্মহত্যা করো না—আমি আসছি, মিথ্যাবাদীর শাস্তি দিয়ে আসছি ।

[ফেরোর প্রস্থান ।

ক্লিও। একি ?—ফেরো কি বলে গেল—এণ্টনী মরেনি—মিথ্যা কথা—সব মিথ্যা কথা—এণ্টনী এখনও বেঁচে আছে—

(ফেরোর রক্তাক্ত বেশে চরের ছিন্নমুণ্ড লইয়া প্রবেশ)

ফেরো । হাঁ রাণী—এন্টনী এখনও বেঁচে আছে । অক্টে-
ভীয়াসের এই দূত তোমায় আত্মহত্যা করাবার জন্ত মিথ্যা কথা
বলতে এসেছিল—সে তার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে ।

ক্রিও । কি বলছে ফেরো—এন্টনী এখনও বেঁচে আছে ।

ফেরো । হাঁ রাণী ।

ক্রিও । না ফেরো আমার সে কথা বিশ্বাস হচ্ছে না—চল
চল, ফেরো এন্টনীকে একবার দেখাবে চল—আমার যুদ্ধক্ষেত্রে
নিয়ে চল—

ফেরো । না রাণী ! আর যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হবে না—এন্টনী
তোমায় শয়ন কক্ষে রয়েছে ।

ক্রিও । এন্টনী এখন আমার শয়ন কক্ষে ! কিসের জন্ত ?

ফেরো । কিসের জন্ত, তা আমি বলতে পার্বোনা রাণী
তবে চল, তাকে দেখবে চল, আমি নিয়ে যাচ্ছি ।

ক্রিও । চল ফেরো চল ।

ফেরো । কিন্তু রাণী প্রস্তুত হয়ে থাক, হয়ত তাহার মৃত্যু
আসতে পারে ।

ক্রিও । (যাইতে যাইতে থামিয়া) প্রস্তুত হোয়ে থাকবে!
হয়ত তাহার মৃত্যু আসতে পারে !—বেশ চল ফেরো যাচ্ছি—

[সকলের প্রস্থান ।]

পঞ্চম দৃশ্য ।

রাগীর শয়ন-কক্ষ ।

(এণ্টনী শয্যার উপর শায়িত ক্লিওপেট্রা শয্যার
পার্শ্বে নতজানু হইয়া এণ্টনীর বুকে মুখ রাখিয়া ।)

ক্লিও । এণ্টনী !

এণ্টনী । ক্লিওপেট্রা [উঠিয়া ।]

ক্লিও । [মুখ লুকাইয়া] হায় এণ্টনী কি কল্পে তুমি ।

এণ্টনী । ক্লিওপেট্রা ! আর হুঃখ কোরো না—আমার মৃত্যু
প্রতি মুহূর্ত্তে নিকটে আসছে—আসতে দাঁও ক্লিওপেট্রা—এণ্টনীর
সব শেষ হয়ে যাক ।

ক্লিও । তার দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে ক্লিওপেট্রা মর্ক্সে—তারও সব শেষ
হয়ে যাবে ।

এণ্টনী । ও কি বলছ ক্লিওপেট্রা—তুমি কেন মর্ক্সে ?

ক্লিও । তোমায় ছেড়ে আমি কি কোরে বাঁচব এণ্টনী ?

এণ্টনী । না ক্লিওপেট্রা তোমায় বাঁচতে হবে—এণ্টনীর মৃত্যুর
প্রতিশোধ তোমায় নিতে হবে—অক্টেভীয়াসকে হত্যা—না ক্লিওপেট্রা
তুমি তা কোরো না—হত্যা কোরে হস্ত কলুষিত করো না—কিন্তু
ক্লিওপেট্রা তোমায় বাঁচতে হবে ।

ক্লিও । তাই হবে এণ্টনী আমি বাঁচবো—মর্ক্সোনা ।

এণ্টনী । এইবার আমার হৃদপিণ্ডটাকে কে যেন সবলে চেপে

ধোচ্ছে—এইবার—এইবার মৃত্যু আসছে—এইবার ক্লিওপেট্রা এণ্টনীকে তার সাধের মরণে মর্ন্তে দাও ।

[ক্লিওপেট্রা এণ্টনীর মস্তক অঙ্কে তুলিয়া লইল ।]

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী । অক্টেভীয়াস প্রাসাদ আক্রমণ করেছে তার সৈন্তগণ এখনি রক্ষীদের হত কোরে প্রাসাদে প্রবেশ কর্বে ।

[প্রস্থান ।

এণ্টনী । কি অক্টেভীয়াসের এতদূর স্পর্ধা—আমি বেঁচে থাকতে প্রাসাদে প্রবেশ কর্ছে—ছেড়ে দাও তাকে দেখাচ্ছি রাণী—এণ্টনী এখনো মরেনি (কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল, বুক হইতে প্রবল রক্তস্রোত হওয়ায় তার প্রাণহীন দেহ শয্যায় লুটাইয়া পড়িল)

ক্লিও । এণ্টনী—এণ্টনী—(ক্লিও এণ্টনীর গলা ধরিয়্য সজোরে নাড়িল, উত্তর পাইল না) বাক্ সব শেষ হয়ে গেল—সব ফুরিয়ে গেল—এইবার ক্লিওপেট্রারও সব শেষ হবে—সেও মর্বে । না, না, তা হবে না, এণ্টনী বলে গেছে তা হবে না, আমার বাঁচতে হবে—এণ্টনীর মৃত্যুর প্রাতিশোধ নেবার জন্য আমার বাঁচতে হবে—অক্টেভীয়াসকে হত্যা করার জন্য বাঁচতে হবে—কিন্তু তাইত—কি উপায়ে হত্যা কোর্কো—না—না—তা আর হবে না সে সুযোগের অপেক্ষায় ক্লিওপেট্রা আর বসে থাকতে পার্বে না । সে আজ ম'রবে—এইবার ম'রবে । (বুক হাত দিয়া) কৈ ? কৈ ? হেমলক নেই, একথানা ছুরি পর্য্যন্ত নেই ! তবে কি করে ম'রব ? কে আছিল ! কে আছিল ! কেউ নেই । কেউ উত্তর দিচ্ছে না । ক্লিওপেট্রা এখনও মরেনি—তবুও সে তার

প্রভু হারিয়েছে—কেউ তার আজ্ঞা শুনতে আসছে না। কি ক'রব হেমলক চাই—যাই।

(প্রহানোদ্যত)

(যুক্ত তরবারি হস্তে অক্টেভীয়াসের প্রবেশ)

অক্টে। কি রাণী? কোথায় যাচ্ছ?

ক্রিও। কে? কে অক্টেভীয়াস? প্রাণেশ্বর! এসেছ? এতদিনে ক্রিওপেট্রাকে মনে পড়েছে?

অক্টে। কি ব'লছ রাণী? আমি এণ্টনী নয়—অক্টেভীয়াস।

ক্রিও। জানি তুমি এণ্টনী নয়! তাই তোমায় ভালবাসি।

অক্টে। কেন আমার মিথ্যা মুগ্ধ করবার চেষ্টা ক'রছ রাণী? এ এণ্টনী নয়! এর হৃদয় অস্ত্র ধাতুতে গড়া।

ক্রিও। সেই জন্যই ত তোমায় ভালবাসি অক্টেভীয়াস! তুমি এণ্টনী নয় বলেই তোমায় ভালবাসি! তুমি তার চেয়ে শক্তিমান বলে ভালবাসি! তুমি তার চেয়ে মহানুভব বলে ভালবাসি! তুমি তার চেয়ে সুন্দর ব'লে—মাপ কর অক্টেভীয়াস! তোমায় একটা বৃদ্ধের সঙ্গে তুলনা ক'রে অন্যায় করেছি।

অক্টে। ক্ষমা কর রাণী! আর তোমায় কপট প্রেম দেখাতে হ'বে না।

ক্রিও। তবুও বলবে আমার কপট প্রেম? তবে এণ্টনীকে মিশরে আটকে রেখে তোমায় রোমে সর্বশক্তিমান হ'তে দেওয়া আমার কপটতা? একসিয়ানের যুদ্ধে তোমায় পরাজিত ক'রেও পালিয়ে জয়ী হ'তে দেওয়া আমার কপটতা? এই যুদ্ধে মিথ্যা আত্মহত্যার সংবাদ পাঠিয়ে এণ্টনীকে আত্মঘাতী

করাও আমার কপটতা ? না অক্টেভীয়াস ! তোমায় আমি বড় ভালবাসি । তোমার দিবা বলছি—আমি তোমায় বড় ভালবাসি । কি চুপ করে রইলে যে ? বিশ্বাস হ'ল না ?

অক্টে । না, ভাবছি ! ঠিক বুঝতে পারছি না ।

ক্রিও । না অক্টেভীয়াস ! আমি সত্য বলছি—তুমি বিশ্বাস কর—আমি তোমায় ভালবাসি ।

(অক্টেভীয়াস নিরুত্তর ও মুখ নত করিলেন ।)

ক্রিও । চল অক্টেভীয়াস ! তুমি যখন আমার কক্ষে এসেছ, তোমায় আজ অগাধ প্রেমের আনন্দে ডুবিয়ে রেখে দেব ।

[অক্টেভীয়াস নিরুত্তর ।]

ক্রিও । প্রাণেশ্বর ! এখনও এ যুদ্ধ বেশ কেন ? পরিত্যাপ কর [বলিয়া অসিখানি অক্টেভীয়াসের হাত থেকে ধীরে ধীরে খুলিয়া লইল । অক্টেভীয়াস পূর্ববৎ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল ক্রিওপেট্রা অসি তুলিয়া] এইবার এণ্টনীর মৃত্যুর প্রতিশোধ [বলিয়া যেমন অসির আঘত করিতে যাইবে ফেরো আসিয়া রাণীর হাত চাপিয়া ধরিল ।]

ফেরো । ওকি রাণী ।

ক্রিও । কি কর্নে' ফেরো এণ্টনীর অস্তিম অনুরোধ রাখতে দিলে না ।

ফেরো । না রাণী তোমার হস্ত হত্যার কলঙ্কে কলুষিত ফেরো না, তুমি আঙ্কা দাও

[অক্টেভীয়াস গভিক দেখিয়া সরিয়া পড়িল ।]

আমি এখনই হত্যা কার্ছ, কৈ—পালিয়ে গেছে—যাক ।

ক্লিও । এণ্টনী তোমার প্রতিশোধ হ'লো না ।

(প্রহরী লইয়া অক্টেভীয়াসের পুনঃ প্রবেশ ।)

অক্টে । অস্ত্র দাও (ফেরো অস্ত্র ফেলিয়া দিল ফেরোকে বন্দী করিল) তোমরা শোন, রাণীকে প্রাসাদের একটা কক্ষে বন্দী ক'রে রাখবে, দেখ সেখা কেউ যেন প্রবেশ কর্তে না পারে, আর এ মিশর যুবককে ছেড়ে দাও, এ আমার জ্ঞাণ রক্ষা করেছে । রাণী ! এইবার তোমার ভালবাসার প্রতিশোধ আরম্ভ হবে—তোমায় নির্দয় নির্যাতন কোর্ক—কিন্তু হত্যা কোর্ক না । তোমায় রথে বেঁধে রোমের সমস্ত রাজপথে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াব—তারা প্রকটা গুপ্তহস্তী পিশাচীকে দেখবে—এণ্টনীর রূপসী গণিকাকে দেখবে [ক্লিওপেট্রা দীন নয়নে ফেরোর দিকে চাহিল ।]

ফেরো । [রাণীকে ধীরে] ফেরো থাকতে তোমায় সে ভয় নেই রাণী । [প্রস্থান ।

অক্টে । যাও নিয়ে যাও । [প্রস্থান ।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

—:~::~:~::~:—

মিশরের প্রাসাদ ।

বন্দী ক্লিওপেট্রা ।

ক্লিও । একি ? আমি পাগল হ'ছি নাকি—না—না ক্লিও-পেট্রা এখন পাগল হলে চলবে না—তোমায় মাথা ঠিক রাখতে • হবে—পালাতে হবে । কিন্তু কি করে পালাবো, সব বন্ধ—মরতে

হবে—কি করে মৰ্ক—হেমলক নেই—ছুরি নেই (ভিতর দিকে ছুটিয়া গিয়া)—ঐ ভ নাইল বইছে—নাইল—নাইল—সাধের নাইল আমার—আর তোমার বেঁধে রাখবো না—একবার তোমার বন্যা নিয়ে ছুটে এস—এই প্রাসাদটাকে ভেঙ্গে চুরে দিয়ে রাণীকে উদ্ধার করে নিয়ে যাও—তাকে ডুবিয়ে মারো (ফিরিয়া আসিয়া) নাঃ—নাইল আসবে না—সে তেমনি নাচতে নাচতে ছুটেছে—সেও আমার কথা শুনবে না। আকাশ—আকাশ—তোমার বজ্রটাকে পাঠায়ে দাও—দাও—প্রাসাদটাকে চুরমার করে ফেলুক—দাও—দাও—অক্টেভীয়াস আসছে—বজ্র দাও—দাও। সব মিথ্যা—সব মিথ্যা। ভূমিকম্প। একি ? পা টলছে কেন ? মাথা ঘুরছে কেন ? কৈ ?—কিছু না—কেউ ক্লিওপেট্রাকে মারবে না।—না মারে—ক্লিওপেট্রা পালাবে—মিশর ছেড়ে অনেক দূরে পালাবে—(প্রাচীরের দিকে চাহিয়া ঘুরিতে লাগিল—“কোথাও ফাঁক নেই সব বন্ধ—সব বন্ধ”।)

(হাকিমবেশী ফেরো একটা ফল হাতে লইয়া ও

অক্টেভীয়াসের একজন যোদ্ধা প্রবেশ করিল।)

যোদ্ধা । ঐ দেখ মিশরের রাণী উন্মাদিনী হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে—তোমার ঔষধে ঐ রোগ আরোগ্য হবে ?

ফেরো । যত শক্ত রোগ হোক না কেন এই ফল খেলেই সেরে যাবে—আমি ঢের সারিয়েছি। [প্রহরী দাঁড়ইয়া রহিল।]
যাও তুমি যাও, কেউ সামনে থাকলে এ রোগ সারবে না।

[প্রহরীর প্রস্থান

[ফেরো চুপ করিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল ।]

ক্লিও। (প্রাচীরের দিকে চাহিয়া) ভেঙ্গে পড়—ভেঙ্গে পড়
 প্রাচীর—তোদের না আমি নিজ হাতে লোনা দিয়ে সাজিয়ে
 ছিলুম—তবু দাঁড়িয়ে আছিস—ধিক্—নির্লজ্জ বেহায়া—ধিক্ ।
 (বৃকে হাত দিয়া) কৈ—হেমলক কৈ—বিষ কৈ—নেই—তবু
 মরবো—এই নথ দিয়ে আঁচড়ে কামড়ে মরবো (ক্রন্দনের স্বরে) না
 তাও হবে না—ভগবানের—সব ঠকানো—সব জুচ্চুরি—সে
 জানোয়ারের নখে বিষ দিয়েছে—মানুষের নখে বিষ দেয়নি—কি
 করি—কোথা যাই—কে আমার উদ্ধার কর্বে (ফেরো ধীরে ধীরে
 রাণীর সম্মুখে দাঁড়াইল রাণী খুব চীৎকার করিয়া) ওগো—কে
 কোথায় আছ গো আজ ক্লিওপেট্রাকে হত্যা কর—বিষ দাও ।
 (ফেরোকে দেখিয়া)—কে তুমি ?—শুনতে পেয়েছ ? তাই
 এসেছ—এসেছ—আমায় উদ্ধার কর্তে এসেছ ?

ফেরো । তোমায় উদ্ধার কোরো বলেইত এসেছি রাণী ।

ক্লিও । আমায় উদ্ধার কর্তে এসেছ ?—তুমি স্বর্গের দেবতা ?

ফেরো । আমার চিন্তে পাচ্ছ না রাণী ? (ফেরো ছদ্মবেশ খুলিল)

ক্লিও । তোমায় ?—তোমায় কি কখন দেখিছি ? কে ?

ওঃ—ফেরো এসেছো—ফেরো—রাণী আজ নিঃসহায় তাকে আজ
 ফেলে যেওনা—প্রাসাদের বাহিরে নিয়ে চল ।

ফেরো । না রাণী পালাবার উপায় নেই—সব দিক বন্ধ ।

ক্লিও । সব দিক বন্ধ ?

ফেরো । শুধু একদিক খোলা আছে—শুধু ঐ দিক ।

(উপর দিকে দেখাইল ।)

ক্রিও । ঐ দিক দিয়েই যাবো ফেরো—নিয়ে চল—চল [ফেরো নীরব] চূপ করে রৈলে ? দাও—দাও—বিষ দাও—হত্যা কর । বিষ না থাকে ছুরি না থাকে—টুঁটি টিপে এই প্রাণটা বের করে দাও ।

ফেরো । এনেছি রাণী—বিষের চেয়েও ভয়ঙ্কর জিনিষ এনেছি ।

রাণী । কি এনেছ ? শীঘ্র দাও ।

ফেরো । (কুল খুলিয়া দেখাইল) এই দেখ রাণী তোমার জনা তীব্র বিষধর সর্প এনেছি ।

রাণী । সর্প এনেছ ?—বেশ করেছ ফেরো—দাও শীঘ্র দাও অস্ত্রভীয়াস আসবে—শীঘ্র দাও—ওকে আমি বুকে করে রাখবো—দাও—দাও ।

ফেরো । দিচ্ছি রাণী (বলিয়া ফেরো অনিচ্ছাসঙ্গে ধীরে ধীরে ফলটি আগাইয়া দিল রাণী সর্পটি সাধুহে লঠিয়া)

ক্রিও । বিষধর ! রাণীর সমস্ত প্রাণটা এক নিশ্বাসে পান করে নাও ।

(বুকে ধরিল ও মরিয়া পড়িল ।)

ফেরো । ষাক্—রাণী আজ রাণীর মত মরেছে ।

(প্রহরীর প্রবেশ ।)

প্রহরী । এত দেবী কচ্ছ যে ?

ফেরো । চূপ কর—রাণী ঘুমছে—তুম্বা তাকিও না ।

প্রহরী । ওকি ! রাণী ওখানে পড়ে কেন ?—বিষধর সর্প বেড়াচ্ছে !

ফেরো । রাণীকে কামড়েছে—রাণীকে কামড়েছে—যাও তোমার সেনাপতিদের খপর দাওগে যাও—রাণী মরেছে ।

[প্রহরীর বেগে প্রস্থান ।

ফেরো । ফেরোর জীবনের আজ সব কাজ শেষ হয়েছে—এবার সে মর্বে (বলিয়া সাপটি তুলিয়া হাতে ধরিল—রাণীর পদতলে পড়িয়া)—রাণী—রাণী (মৃত্যু ।)

(অক্টেভীয়াস ও লাসোর প্রবেশ ।)

অক্টে । রাণী আজ মরেছে । দেখ লাসো—মৃত্যুর কদর্যতা তাকে স্পর্শ করতে পারেনি—তার কাগিমা ঢালতে পারেনি—ঐ এন্টনী-ভোলান হাসি তার ঠোঁটে এখনো লেগে রয়েছে । রাণী মরেছে—আজ আর সে আমাদের শত্রু নয়—আজ আমাদের সৈন্তগণকে বিজয়উৎসবের বাগ্ণ বন্ধ করে দিতে বল—তারা আজ শোকধ্বনি করুক, ক্রন্দনের বিলাপে দেশটাকে ছেলে ফেলুক ।—আর দেখ লাসো—এন্টনী ক্রিওপেট্রা যেন এক সমাধিতে স্থান পায়, তারা জীবনে কখন ছিল হয়নি মরণেও যেন না হয় । আর (ফেরোকে দেখাইয়া) এ—কে ? জানিনা—বোধ হয় রাণীর একজন ভক্তভৃত্য, এ আমার একবার প্রাণ রক্ষা করেছিল, এও যেন তাদের পদতলে স্থান পায় ।

[বেগে আইরিণের ছুরি হস্তে প্রবেশ ।]

আইরিণ । আর আইরিণও তার পদতলে স্থান পাবে । সে এই সাধের মরণে মর্বে বলে নাইল তাকে রক্ষা করেছিল +

[বক্ষে অস্ত্রাঘাত ও মৃত্যু ।]

সকলে অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে

যবনিকা পড়িল ।



